ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রণীত ।

"नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ।'

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.

1895.

To

Sir Alfred Croft, M.A., K.C.I.E.,

THESE

Pages

ARE

Dedicated

In grateful appreciation of the liveliest, the
kindest, interest he has always evinced
in every Historical investigation
and every Literary effort
of the Writer.

AUTHORITIES CONSULTED.

The Rig-Veda.

Pandit Satyavrata Sámasrami's Vedic Publications.

Eighteen Mahápuráns.

Twenty Smriti Samhitás.

Lalita Vistara.

Mahávastu Avadān.

Prajná Páramitá.

MaxMuller's History of Ancient Sanskrit Literature.

Weber's History of Indian Literature.

Whitney's Oriental and Linguistic Studies.

Corpus Inscriptionum Indicarum Vols. I. and III.

Epigraphia Indica.

Cunningham's Archælogical Survey Reports, Vols. I. to XXIV.

South Indian Inscriptions by Dr. Hultzsch.

Nepalese Buddhist Sanskrit Literature by Rája Rájendra lála Mitra.

Buddhism by Rhys Davids.

Journals of the Asiatic Society, Vols. I. to LXIII.

Muir's Sanskrit Texts, Vols. I. to V.

R. G. Bhandarkar's History of the Deccan.

Sewels' Lists of Inscriptions and sketch of the Dynasties of Southern India.

Bayley's History of Guzrat.

The Sharqi Architecture of Jaunpur.

Muhammad Lutif's History of the Punjab.
Elphinstone's History of India.
Grant Duff's History of the Maharattas.
Malcolm's History of Central India.
Indian Antiquary, Vols. I. to XXIII.
Todd's Rájsthán.
Nepláer Itihás by a Nepalese.
Sikh Juddher Itihás.
Bángálár Itihás by Babu Rájkrishna Mukherji.
Budhist Text Society's Journals.
The Centenary Review of the Asiatic Society Bengal.
The Visvakosha, Vols. I. to V.
Jacobi's Kalpasútra.
Sacred Books of the East.
Works in connection with the operations in search of Sanskrit Manuscripts.
Vienna Oriental Society's Journal.
The Ain-i Akbari.
Mill's History of India.
Marshman's History of India.
Wright's History of Nepal.
Gaure Bráhmana.
History of the Bhotan War.

সূচী পত্র।

—:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য।)

তৃতীয় খণ্ড।

(মুসলমান রাজ্য।)

চতুর্থ খণ্ড।

(স্বাধীন মুসলমানরাজ্যসমূহ।)

বামনীরাজ্য ধ্বংস।

পঞ্চম খণ্ড।

(মোগল বংশ।)

ষষ্ঠ খণ্ড।

(হিন্দুদিগের পুনরভ্যুদয়।)

সপ্তম খণ্ড।

(ইংরেজাধিকার।)

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৮	রাজ্যতন্ত্র	রাজতন্ত্র
৫	১১	বুদ্ধি	বুদ্ধির
৭	১১	অমনিই	অমনি
৭	১৫	যজ্ঞ কার্য্যও	যজ্ঞ কার্য্যেও
৮	৪	রাজনীতি	রাজনীতির
৮	১১	দেশ	যে দেশ
১০	১	ভাগ	খণ্ড
১৪	৯	মৃত্যুর	নির্ব্বাণ প্রাপ্তি
১৫	৪	গৌতম	ঋষি গৌতম
২৭	৬	পশ্চিম	পূর্ব্ব
৩১	১৫	স্বপদে	তাহাদিগকে স্বস্বপদে
৩২	১৪	দেব মন্দিরাদি	দেবমন্দিরাদি
৪০	২	ভাগ	খণ্ড
৪১	৭	ওমর	ওয়ালিস
৪৩	২১—২২	হেমন্ত	বিজয়
৬৮	২৩	একত্রিত করিয়া সামাজিকের	একত্র করিয়া রসজ্ঞের
৬৮	২৪	সামাজিক	রসজ্ঞ
৭১	২	পদার্থের তত্ত্ব লইয়া	প্রশ্নের
৮০	৭	১২৯৮	১১৯৮
৮৯	১৩	১৩৪৫	১৩৪০
৯১	১৪	১২৯৪	১৩৯৪
১০৫	১৭	তোগলক	তোগলক,
৪০১	২৩	১৬৩৬	১৫৩৬

১৪৬	১৫	সেকেন্দরের	সেকেন্দরের নিযুক্ত
১৪৯	২২	হিওাল	মির্জ্জা আস্করি
১৬২	১১	হিন্দুস্থানকে	সাম্রাজ্যকে
১৬২	২৩	না দিয়া	দিতেন।
১৬২	২৪	দিতেন।	দিতেন না।
১৬৭	১৯	১৫৫৮	১৬৫৮
১৭১	৬	১৫৫৮	১৬৫৮
২০১	১০	১৫৫৭	১৬৫৭
২০২	১৪	১৫৫৯	১৬৫৯
২০৩	১২	পুনার	পুনায় শিবজীর বাটীতে
২০৩	২২	আরঙ্গীব ও	আরঙ্গীব,
২০৪	২২	হইলে	করিলে
২৯১	৮	কনেন	করেন
৩৫৬	১২	একজন সেক্রেটরী অব ষ্টেট ভারত শাসনের জন্য	ভারতশাসনের জন্য একজন সেক্রেটরী অব ষ্টেট

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহু প্রাচীন কালে লিখিত। এই সাহিত্য হইতেই ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের কিছু আভাস পাওয়া যায। ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ। বেদের মধ্যেও আবার ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অন্যান্য বেদ প্রায়ই ঋগ্বেদ অবলম্বনে লিখিত। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে গেলে সর্ব্ব প্রথম ঋগ্বেদের আলোচনা করা আবশ্যক।

ঋগ্বেদে এক সহস্রেরও অধিক সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তেরই এক এক জন ঋষি ও এক এক জন দেবতা আছেন। কোনও ঋষি কোনও দেবতার উদ্দেশে যে স্তব করিয়াছেন তাহারই নাম সূক্ত। হিন্দুদিগের মতে সূক্তগুলি ঋষিগণের

রচনা নহে; অলৌকিক শক্তি বলে এই সকল সূক্ত উহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, মরুত প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যই প্রধান। ঋষিরা যখন যে দেবতাকে স্তব করিতেন, তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, অগস্ত্য, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ, কণ্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা যে আট জন ঋষির বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। এই আট জনের বংশ হইতেই পরিণামে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল, সুতরাং ঋগ্বেদের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বাস্তবিকও তাঁহারা ঋগ্বেদকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া গৌরব করেন।

ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেও ঋগ্বেদসংহিতার বিবরণ পাওয়া যায়। এখনও ঋগ্বেদের যেরূপ মণ্ডল ও অধ্যায় ভাগ আছে, তখনও সেইরূপ ছিল। কেহ কেহ মনে করেন (খৃঃ পূঃ) ২৭৮০ হইতে ১৮২০ অব্দের মধ্যে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে যে সকল নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় সে সমস্তই পঞ্জাব ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে অবস্থিত। সপ্তসিন্ধু নামে ঋগ্বেদে সাতটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার প্রথমটির নাম সিন্ধুমাতা ও শেষটির নাম সরস্বতী। সিন্ধুমাতা বর্ত্তমান সিন্ধু নদী। সরস্বতী এক্ষণে রাজপুতানার

ভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহ সঙ্কলিত হইয়া। ঋগ্বেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ঋষিগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ কোন জাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং তাহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেন। অনেকে অনুমান করেন এই কৃষ্ণবর্ণ জাতিসমূহই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ঋষিগণের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী অসভ্য জাতি। এবং যাহারা ঋষিদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিরূপে হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঋষিরা আপন অনুচরবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আর্য্য, বিশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি শব্দ ঋগ্বেদে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, যে তখন জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঋগ্বেদে অনেক পরাক্রান্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয় যে তৎকালে স্থানে স্থানে রাজ্যতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা স্বাধীন ভাবে আপন গোত্রজগণের শাসন করিতেন। সময়ে সময়ে রাজগণ পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিয়া সরযূ তীরবর্ত্তী প্রদেশ এমন কি, মগধ দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেন।

ঋষিরা মাংস ভক্ষণ করিতেন। তাঁহারা যজ্ঞার্থে অশ্ব, মেষ, ও ছাগ বধ করিতেন। তাঁহারা সোম নামক লতার রস দুগ্ধের সহিত পান করিতেন এবং দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে

আহুতি দিতেন। ঋষিগণ অশ্ব চালনে অতিশয় ছিলেন, তাঁহারা নৌকা যোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিে অশ্বযোজিত রথ তাঁহাদের প্রধান বাহন ছিল। তাঁ স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত উজ্জ্বল অলঙ্কার ধারণ করিতেন। তাঁঃ দেবতাগণের নিকট সাহসী সবল যুদ্ধনিপুণ সন্তান-সন্ততি প্রাং করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋগ্বেদের সূক্তসঙ্কলনের নাম ঋগ্বেদ সংহিতা বা ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের আর একটি অংশ আছে, তাহার নাম ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ। উহা গদ্যে লিখিত এবং উহা যজ্ঞের পদ্ধতি ও মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। অনেক সময়ে মন্ত্রের ও যজ্ঞপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঋষিরা প্রাচীন ও সাময়িক বহুতর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণগুলি ঋগ্বেদের অনেক পরে প্রকাশিত। কারণ উহাতে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদসংহিতা ব্যতীত সামবেদসংহিতা ও যজুর্ব্বেদসংহিতা নামে আরও দুই খানি সংহিতা আছে; কিন্তু ঋগ্বেদই তাহাদের উপজীব্য। এই দুই সংহিতা এবং এই তিন বেদের ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে অনেক প্রাচীন ঘটনা জানিতে পারা যায়।

এই সকল গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই, যে, আর্য্যগণ সরস্বতীতীর হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল মৎস্য, শূরসেন, কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ এমন কি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কলিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের আধিপত্য, বসতি এবং প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন নাই। তাঁহাদের আধিপত্য হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই আধিপত্য যে কত শতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু ইহাতে যে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় উৎসবসমূহের সমারোহ বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য নানা প্রকার যাজ্ঞিকের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাঁহারা হোতা হইতেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের বেদ ছিল। ইঁহারা এবং ইঁহাদের বংশধরেরা ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন তাঁহাদের নাম উদ্গাতা। সাম বেদই ইঁহাদের বেদ, এবং ইঁহারাই পরিণামে সামবেদী হইয়াছেন। যাঁহারা যজ্ঞস্থলে অন্যান্য কার্য্য করিতেন তাঁহাদের নাম অধ্বর্য্যু। যজুর্ব্বেদই ইঁহাদের বেদ, এবং পরে ইঁহারাই যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে দুই বেদ ও তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহারাই পরে দ্বিবেদী ত্রিবেদী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল যজ্ঞ অনেক সময় বহুকালব্যাপী হইয়া উঠিত এবং ইহার অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক লোক আবশ্যক হইত।

আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন ও যাঁহারা যুদ্ধকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন এবং অবশিষ্ট আর্য্যগণ বিশ্‌ বা বৈশ্য নামে অভিহিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন পরাজিত কৃষ্ণকায়েরা শূদ্র নামে চতুর্থ জাতি হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তি করিল। অনেকে মনে করেন, সরস্বতী নদীতীরেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য জাতির প্রথম সমাজ গঠন হয় এবং এই জন্যই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। তাহার পর যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যাত্মক সমাজের বিস্তার হইতে লাগিল, অমনি অন্যান্য দেশও পবিত্র দেশ মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। পবিত্রতায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত সর্ব্বপ্রধান। তন্নিম্নে ব্রহ্মর্ষি দেশ। মৎস্য, শূরসেন, পাঞ্চাল, ও কুরুক্ষেত্র লইয়া এই দেশ গঠিত। মধ্যদেশ সরস্বতী নদী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহা পবিত্রতায় ব্রহ্মর্ষি দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার পর আর্য্যাবর্ত্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাগিরি। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে বেদের এই সকল অংশ প্রকাশিত হইবার সময়, আর্য্যগণ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এবং এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বেদের এই সকল অংশে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশীয় আর্য্যদিগকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। পূর্ব্বাঞ্চলেরও পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। বেদোল্লিখিত দুইটি ঘটনা দ্বারা এই দুই

কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। প্রথম, কুরুক্ষেত্রবাসী পরশুরাম পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রকাশক যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনক রাজার শিষ্য হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কল্পসূত্র গুলিও বেদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুলি ঋষিগণের রচিত। কিরূপ অবস্থায় ঋষিগণ এই সকল সূত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ বেদের শাখাভেদের বিষয় জানিতে হয়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন চারিদিকে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, অমনিই তাঁহাদিগের মধ্যে মন্ত্রগুলির পাঠ, উচ্চারণ এবং অর্থ লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। যতই তাঁহারা দূরদেশে যাইতে লাগিলেন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিলেন, ততই এই বিভেদ প্রবলতর হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কার্য্যেও অনেক বিষয়ে প্রভেদ হইতে লাগিল। এই সকল বিভেদ লইয়াই বেদের শাখাভেদ হইয়াছে। অনেক শাখায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে এবং সকল শাখারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র আছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রচলিত ছিল। যে ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখার সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন,

তাঁহারা এবং তাঁহাদের সমকালবর্ত্তী অন্যান্য ঋষিগণ ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সূত্র সমূহেই আমরা হিন্দুদিগের ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল সূত্রে আমরা দেখিতে পাই, যে, আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার কবিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তেও তাঁহাদিগের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। সূত্ররচনার সময় রাজ্যতন্ত্র প্রণালী প্রায় সর্ব্বত্রই বদ্ধমূল হইয়াছে। এবং ব্রাহ্মণগণ রাজগণের গুরু ও পরামর্শদাতা হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সকল অংশেই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অনেক স্থানে নানাবিধ সঙ্করবর্ণেরও উৎপত্তি হইয়াছে। মূল আর্য্যস্থান হইতে দেশ যত দূরে অবস্থিত ততই তাহাতে শূদ্র ও সঙ্কর বর্ণের আধিক্য দৃষ্ট হইত। এই সকল গ্রন্থে হিন্দুদিগের চতুরাশ্রম-পালনের কথার উল্লেখ আছে। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ এবং বার্দ্ধক্যে ভিক্ষাবৃত্তি। এই সময়ও অনেকে বালককাল হইতেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী বা যতি বলিত। খৃষ্ট জন্মের সহস্রবৎসর পূর্ব্বে গৌতমঋষি এই সকল ভিক্ষাচারীদের জন্য বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অমৃষাবাদ, এবং মাদকসেবন ত্যাগ এই পাঁচধর্ম্ম যতিদিগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনদিগের মতে গৃহস্থা-শ্রমে থাকিয়া এই পাঁচ ধর্ম্ম পালন করা কঠিন, কারণ, গৃহে অগ্নি জ্বালিলেই তাহাতে জীবহিংসা হইবে। একটি পত্র

কুড়াইয়া লইলেই চুরি হইবে। যাগযজ্ঞে সোমরস পান করিলেও তাহা মাদক সেবন হইবে। এই জন্য এই পঞ্চ ধর্ম্ম সন্ন্যাসীরাই কেবল রীতিমতরূপে পালন করিতে পারে। এই সকল সূত্র গ্রন্থে আমরা তৎকালীন হিন্দুসমাজের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই। এই সময়ে হিন্দুরা জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ পারদর্শিতা হইয়াছিল যে আজিও সেরূপ কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ সকলে দর্শন শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদও এই সময়ে রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এবং এই সময়েই বেদের ভাষা প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। মহাভারত ও পাণিনি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন রামায়ণও ঐ সময়ে রচিত; বৈদিক ভাষা ও বৈদিক ছন্দঃ ত্যাগ করিয়া নূতন ভাষা ও নূতন ছন্দে প্রথম রচনা রামায়ণ। এই জন্য রামায়ণ রচয়িতাকে আদি কবি বলে। যে সকল ঘটনা লইয়া রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণপ্রচার কালে কিম্বা ঋগ্বেদ প্রচার কালে সংঘটিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

ভারত সাম্রাজ্য।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আর্য্যগণ আদিমনিবাসীদিগের হস্ত হইতে ঐ সকল রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ অধিকার করিতে তাঁহাদের বহুসংখ্যক শতাব্দী ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মারীচবধ, হিড়িম্ববধ, রাবণবধ, বকাসুরবধ, প্রভৃতি ঘটনায় অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের বিবাদের স্মৃতি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। এই সকল ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ চক্রবর্ত্তী, মণ্ডলেশ্বর, প্রভৃতি আখ্যাধারণপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিপতি হইতেন এবং রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি আয়াসসাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। আমরা মহাভারতপাঠে অবগত হই যে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত হস্তিনানগরের কুরুবংশীয় রাজারা বহুদেশ জয় করত কুরুবংশের প্রাধান্যস্থাপন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে কুরুবংশের প্রাধান্য লোপ হইলে কোশল দেশীয় ইক্ষ্বাকুগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের প্রাধান্য কোশলদেশে অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতেই মগধ দেশীয় শিশুনাগ বংশ প্রবল হইয়া উঠে এবং পরিণামে কোশল রাজ্যও আত্মসাৎ করিয়া মহাপরাক্রান্ত হয়। ইহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

সরস্বতী তীরে আর্য্যনিবাস স্থাপন হইবারপর হইতে এপর্য্যন্ত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। দুই এক খানি ব্রাহ্মণে তদ্দেশবাসীদিগের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু বৈদেশীকদিগের ইতিবৃত্তে অবগত হওয়া যায় যে মিসরদেশীয় সিসষ্ট্রীস্, আসিরীয় রাজ্ঞী সেমিরেমিস্, এমন কি মিসরীয় দেবতা ওসাইরিস্ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা ঐতিহাসিক না হইতেও পারে, কিন্তু খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যাধিপতি দারয়াবুস্ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার রাজস্বের তৃতীয়াংশ আদায় হইত ও ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাকে সুবর্ণ খণ্ডে রাজস্ব প্রদান করিত। কিন্তু তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আফগানিস্থানের অনেক প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ করিতেন। বঙ্গদেশ এই সময়ে পৌণ্ড্র, পুলিন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাস ছিল। মিথিলা অঞ্চলে বৃজি, বিদেহ, লিচ্ছবী ও মল্লগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল। নর্ম্মদা-নদী-তীরে মহীশাসকগণ রাজত্ব করিতেন। মাহীষ্মতী ইঁহাদের রাজধানী ছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া আর্য্যগণ প্রথম বিদর্ভে ও তৎপরে মহারাষ্ট্রে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্য বলিতে গেলে এই দুই দেশই বুঝায়। মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যকে দখ্‌খন বলিত, তাহা হইতে ইংরেজেরা উহাকে ডেক্যান বলেন। দাক্ষিণাত্যেরও দক্ষিণে, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ও কর্ণাট অঞ্চলেও পরাক্রান্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক অনার্য্য রাজাও ছিলেন। কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী মহামল্লগণ মাদ্রাজের সন্নিকটে বাস করিতেন। কর্ণাটের ও কোঙ্কনের অনেকাংশে বিদ্যাধরগণ রাজত্ব করিতেন। কর্ণাটের অন্তর্গত কিষ্কিন্ধ্যা নগরের রাজাদিগকে হিন্দুরা বানর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহার দক্ষিণে রাক্ষসগণের বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। কিষ্কিন্ধ্যার অপর নাম বনবাসী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে ব্রাহ্মণই গুরু। ঋষি প্রণীত সূত্রাদিতে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে ও দেবতার ন্যায় মান্য করিতে উপদেশ দেওয়া আছে; কিন্তু সেই সূত্রগুলিতেই আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া বাল্যকাল হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং অনেক সময়ে তাঁহারাও অনেক লোককে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে ক্রমে আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর এক দল শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম কিছু দিন ব্রাহ্মণে ও সন্ন্যাসীতে শিক্ষকতায় ঐক্য ছিল, ক্রমে প্রভেদ হইতে লাগিল। অনেক সন্ন্যাসীর বহুসংখ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। জৈন, বৌদ্ধ, এমন কি হিন্দু গ্রন্থেও তৈর্থিক, তীর্থঙ্কর, যতি, সন্ন্যাসী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোশল রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশে ইঁহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। হিন্দুদিগের নৈমিষারণ্য এই প্রদেশেই অবস্থিত। এইখানে ঋষি ও মুনিরা ধর্ম্ম চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেকে মনে করেন আদি বিদ্বান্ কপিলের জন্মস্থান ঐ অঞ্চলে। বৌদ্ধদিগের মতে শেষ তিন জন বুদ্ধ এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পুর্ব্ব শতাব্দীতে বহু সংখ্যক তৈর্থিক সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে ছয়টি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুইটি তাঁহার সময়ে স্থাপিত

হয়। একটি শ্রাবস্তীতে ও একটি বৈশালীতে। এক সম্প্রদায়ের নাম আজীবক, আর এক সম্প্রদায়ের নাম নিগ্রন্থ বা জৈন।

এই সকল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রধান। তিনি খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮০ অশীতি বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ৩৯ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করত ৪১ বৎসর মগধ ও কোশল দেশে আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সাল হইতে বৌদ্ধেরা একটী অব্দ গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্মস্থান কপিলবাস্তু, সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়া, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান বারাণসী, এবং মৃত্যু-স্থান, কুশীনগর। এই কয় স্থানই বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। বুদ্ধদেব, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার মাতাও রাজকন্যা ছিলেন। সুতরাং সুবৃহৎ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় সহজেই তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করায় তাঁহার সম্প্রদায় শীঘ্রই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মে নূতন কিছুই নাই। হিন্দু ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি অব-লম্বনেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রথিত। তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন শরীরকে ক্লেশ দিয়া তপঃসাধনে ফল নাই। এই জন্য তিনি পঞ্চতপাদি কঠোরব্রত পালন করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্ম্মশালী বলিয়া উপহাস করিত, কিন্তু, তিনি আপনার শিষ্যদিগকে মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ মধ্য পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ শরীরকে ক্লেশ দিয়া তপস্যাও করিও না, ভোগ সুখেও রত হইও না। যেমন ব্রাহ্মণদিগের সমস্ত রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার কেবল

ব্রাহ্মণদিগেরই জন্য; অন্যান্য জাতি তাঁহাদিগের অনুকরণ করিত মাত্র; বৌদ্ধদিগেরও তেমনি যাহা কিছু বন্দোবস্ত কেবল ভিক্ষুদিগেরই জন্য; গৃহস্থেরা যতদূর সম্ভব ভিক্ষুগণের আচার অনুকরণ করিবে। গৌতম ভিক্ষুদিগের জন্য যে পাঁচটি ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহ তাহার উপর আরও পাঁচটি বৃদ্ধি করিলেন। সে পাঁচটি এই; মাল্য চন্দনাদি পরিহার, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি পরিত্যাগ, উচ্চাসন মহাসনত্যাগ, দ্বিকাল-ভোজন নিষেধ, স্বর্ণরজতাদি বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ নিষেধ।

তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যেরা গৌতম-নির্দ্দিষ্ট পঞ্চ ধর্ম্ম পালন করিত। গৃহস্থের পক্ষে এই পাঁচ ধর্ম্ম পালন করা অত্যন্ত কঠিন; এই জন্যই হিন্দুগণ গৃহস্থদিগকে উক্ত পঞ্চ কঠোর ধর্ম্ম পালনে বাধ্য করেন নাই। বুদ্ধদেব কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ বিধি না করিয়াও ঐ পঞ্চ নিয়মে গৃহস্থদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। মধ্যমা প্রতিপৎ ভিন্ন অহিংসাদি ধর্ম্ম পালনে জৈন ও বৌদ্ধ মত প্রায়ই এক। জৈনেরা অহিংসাদি ধর্ম্ম পালন বিষয়ে অনেক স্বাধীনতা প্রদান করে, অর্থাৎ তাহারা বলে যে, গৃহে অগ্নি জ্বালিলে যদি তাহাতে প্রাণী বধ হয়, তাহাতে গৃহস্থের দোষ কি? আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের জৈনেরা এই সকল বিষয়ে বড়ই বাড়াবাড়িও করিয়া থাকেন। তাঁহারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালেন না, রাস্তা চলিবার সময় মুখে কাপড় দিয়া চলেন ও সম্মার্জ্জনীর দ্বারা কীট পতঙ্গ সরাইয়া দেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যমা প্রতিপৎএর অর্থ, কোন দিকেই বাড়াবাড়ি করিও না। বোধ হয় তাহারই বলে বৌদ্ধরা অহিংসাধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইয়া ছিল। তিব্বত অতি শীত প্রধান দেশ। তিব্বতীরা বৌদ্ধ অথচ মাংস খায়। কিন্তু নিজে মারিয়া খায় না,

এবং যে দিন মারে, সে দিনও খায় না। এইরূপে তাহারা অহিংসাধর্ম্ম পালন করে।

জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাবীর বা বুদ্ধদেব কেহই কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর পাঁচ শত স্থবির ভিক্ষু মগধের ক্ষত্রিয়রাজধানী রাজগৃহ নগরে সমবেত হইয়া বুদ্ধের বচন সকল সংগ্রহ করেন। এই উপলক্ষে সপ্তপর্ণী গুহায় যে বিরাট সভা হয় তাহাই বৌদ্ধদিগের প্রথম সঙ্গীতি। বৌদ্ধ শাস্ত্র সমূহ উহাতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধদিগের দার্শনিক গ্রন্থসমূহের নাম অভিধর্ম্ম, ভিক্ষুদিগের আচার ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি পুস্তকের নাম বিনয়, এবং যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গল্পের দ্বারা বুদ্ধদেব লোকের মন আকর্ষণ করিতেন সেই সকলের নাম সূত্র। প্রত্যেক অংশের নাম পিটক বা পেটরা, সেই জন্য বৌদ্ধদিগের ধম্মশাস্ত্রের নাম ত্রিপিটক। সম্ভবতঃ এই সমস্ত "গাথা" নামক ভাষায় লিখিত হয়।

খৃঃ পূঃ ৪৬৭ অব্দে মহাবীরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ১৫৫ বৎসর পরে মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়। ইঁহারই রাজত্বকালে জৈন গ্রন্থ সমূহ সঙ্কলিত হয়। ইহার দুই শত বৎসর পরে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। এক সম্প্রদায়ের নাম শ্বেতাম্বর আর এক সম্প্রদায়ের নাম দিগম্বর। দিগম্বর দিগের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, শ্বেতাম্বর দিগের প্রাকৃত ভাষায়।

——oo——

তৃতীয় অধ্যায়।

শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের সময় বিদেহবাসী ক্ষত্রিয়গণ প্রবল হইয়া বারম্বার মগধ আক্রমণ করায়, মগধরাজ গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে বুদ্ধদেব এই দুর্গ নির্ম্মাণ সময়ে বলিয়াছিলেন, যে উহা একটী মহানগরী রূপে পরিণত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই হইয়াছিল। শূদ্রবংশীয় মহারাজ নন্দ, শিশুনাগ বংশ ধ্বংস করার পর, ক্ষত্রিয়প্রধান রাজগৃহ নগরে রাজধানী করিলে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া পাটলিপুত্র নগরে, ঐ দুর্গে, স্বীয় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি পাটলিপুত্র মগধের, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান নগর হইয়া উঠে।

কথিত আছে, নন্দগণ এক শত বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশের আদিপুরুষ নন্দের আট পুত্র ছিলেন। সকলেই ক্রমে ক্রমে রাজা হন। মুরানাম্নী এক নাপিতানী দাসীর গর্ভে এই বংশীয় শেষ রাজা মহানন্দের চন্দ্রগুপ্ত নামে এক পুত্র হয়।

মহারাজ মহানন্দের রাজত্ব সময়ে, খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে, মকিদানের দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্দার দিগ্বিজয়ার্থে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। পঞ্জাবপ্রদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ, এই সময়ে পারসিকদিগের প্রাধান্য লোপ করিয়া, স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আলেকজান্দার পঞ্জাব প্রদেশে উপস্থিত হইলে, তক্ষশিলার রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন; পরাক্রান্ত পুরুরাজ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন; কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হন। তিনি বন্দীকৃত হইয়া

আলেকজান্দারের নিকট আনীত হইলে, আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এক্ষণে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?" পুরুরাজ সদর্পে উত্তর করেন, "রাজার ন্যায়"। এই উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আলেকজান্দার তাঁহার রাজত্ব তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং অন্যান্য পরাজিত রাজ্য, তাঁহাকে দান করিয়া তাঁহার রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়া দেন। আলেকজান্দার দুই বৎসর কাল পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন এবং শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। অশ্বক ও ক্ষৌদ্রকগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশীয় মালবগণের সহিত যুদ্ধে তাহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি প্রাচ্য বা মগধরাজ্য জয় করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বহুদিবস বিদেশে বাস ও অনবরত যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহারা আর তাঁহার সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিল না। সেইজন্য অগত্যা তাঁহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। পঞ্জাবে অবস্থানকালে তিনি কয়েক খানি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ সকল জাহাজে তাঁহার সেনার এক অংশ, সিন্ধু নদী বাহিয়া পারস্য উপসাগর দিয়া, নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে করিতে, পারস্যে উপনীত হয়। স্থলসেনা তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে বেলুচিস্তানের মরুভূমি দিয়া গমন করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

আলেকজান্দারের পঞ্জাবে অবস্থিতি কালে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হয়েন, এবং অনেক দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া গ্রীকদিগের যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করেন। কিন্তু আলেকজান্দার তাঁহার উদ্ধত স্বভাব দর্শনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় শিবির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। যাহা হউক, আলেকজান্দার স্বদেশে প্রতিগমন করিলে পর, চন্দ্র গুপ্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন, এবং স্বীয় মন্ত্রী কুটিল রাজনীতিবিৎ চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করতঃ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩২৭ হইতে ৩১২ খৃঃ পূঃ)।

চন্দ্র গুপ্তের মাতার নাম মুরা। এই জন্য চন্দ্রগুপ্ত ও তদ্বংশীয় রাজগণের সাধারণ নাম মৌর্য্য। আলেকজান্দার ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হন (৩২৩ খৃঃ পূঃ)। তাহার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার সেনাপতিরা স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে আপনার দলবল বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত এই সুযোগে গ্রীকদিগকে পঞ্জাব হইতে দূরীকৃত করিয়া তক্ষশিলা পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে সিলিউকস পারস্য ও বাবিলন হস্তগত করিয়া একটী স্বতন্ত্র গ্রীক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাঁহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ বাধিয়া উঠে। এই বিরোধে সিলিউকস বারম্বার পরাজিত

হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন, এবং আপনার এক কন্যা প্রদান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সন্তোষ সাধন করেন। এই সময় হইতে মৌর্য্য বংশের সহিত সিলিউকসবংশের বরাবর সখ্যতা ছিল। ভারতবর্ষীয়দিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি অবগত হইবার জন্য সিলিউকস, মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীক পণ্ডিতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। মেগাস্থিনিস পাঁচ-বৎসর কাল তথায় বাস করেন, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তক এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক ইতিহাস লেখক তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহাই দেখিয়া ইউরোপীয়েরা প্রাচীন ভারতের অনেক কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের সময় জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ প্রণালীবদ্ধ হয়। এবং তাঁহারই সময়ে জৈন স্থবির ভদ্রবাহু কর্ণাট দেশে যাইয়া তথায় জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন ও জৈন উপনিবেশ স্থাপন করেন। চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশবৎসর কাল অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ ২৯২ অব্দে পরলোক গত হইলে, তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। তাঁহার তিন পুত্র সুষীম, অশোক ও বীতাশোক। সুষীম ও অশোক উভয়েই অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; এজন্য রাজা মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সুষীমকে তক্ষশিলায় এবং অশোককে উজ্জয়িনীতে শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। পরে অশোককে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিয়া সুষীমকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। এই সময়ে অশোকের সহিত সিলিউকস-বংশীয় আন্তিওকস্ নামক

রাজার অত্যন্ত সৌহার্দ্য হয়। গ্রীক দিগের সহিত অশোকের সৌহার্দ্য চিরস্থায়ী হইয়াছিল।

অল্পদিনের মধ্যে সুষীম স্বীয় দুর্ব্বৃত্ততাবশতঃ প্রধান মন্ত্রী রাধগুপ্তের বিরাগ ভাজন হইয়া উঠেন। রাধগুপ্ত সুষীমকে নির্ব্বাসিত করিয়া অশোককে রাজধানী আনয়ন করেন। এই সময়েই (২৬৪ খৃঃ পূঃ) বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। রাধগুপ্ত অশোককে রাজাসন প্রদান করেন, এবং রাজবংশীয় আর সকলের প্রাণ বিনাশকরত তাঁহাকে নিষ্কণ্টক করিয়া দেন। কেবল অশোকের সহোদর ভ্রাতা বীতাশোক বৌদ্ধভিক্ষু হইয়া জীবন রক্ষা করেন। তিনি গৌড়দেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে বৌদ্ধমঠে বাস করিতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার জীবন নিষ্কণ্টক ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়।

অশোক, বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের রাজা হইয়া, প্রথমতঃ আপন রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তৎকালে তাঁহার রাজত্ব সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তব্যাপ্ত ছিল। সুদূর প্রভাসখণ্ডে তাঁহার ভাগিনেয় সমস্ত গুর্জ্জরদেশে আধিপত্য করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ হয় নাই। তিনি বঙ্গসাগর তীরবর্ত্তী ত্রিকলিঙ্গদেশ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন এবং তিন বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের পর উক্তদেশ জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশের নাম কলিঙ্গ। উহা তিন

ভাগে বিভক্ত ছিল, এই জন্য সমস্ত দেশের নাম ত্রিকলিঙ্গ। মগধ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্ব্বেই কলিঙ্গদেশ অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল। কলিঙ্গের রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষু দিগের অবস্থানার্থ গুহা কাটিয়া মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, উঁহাদের ব্যবহারার্থ বাপী খনন করিয়া দিতেন, এবং নানারূপে উঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দিতেন।

ত্রিকলিঙ্গ জয়ের পর হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অশোকের বিশেষ শ্রদ্ধা হয়। কথিত আছে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার নিকট কয়েকটী অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করায়, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার স্বভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। যে অশোক নিষ্ঠুর স্বভাবের দোষে চণ্ডাশোক উপাধি পাইয়াছিলেন, এই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মাশোক নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই উক্ত ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তিনি পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধস্থবির গণের এক মহতী সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সেই সভায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি শ্রেণী বদ্ধ ও পালিভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে অশোকের এতই আস্থা ছিল যে তিনি আপনার প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র এবং প্রিয়কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ভিক্ষুণী করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালে পৃথিবীর যে যে স্থান ভারতবাসীদিগের বিদিত ছিল, সে সকল দেশেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। কাশ্মীর, . গান্ধার (আফগানিস্থান), মহীশ (গোদাবরী প্রদেশ), বনবাসী (মহীসুর), অপরান্তক (কোঙ্কন মলয়বর),

যোন দেশ (গ্রীশ), হিমবন্ত (তিব্বত), সুবর্ণভূমি (রেঙ্গুন ও মালয় উপদ্বীপ), প্রভৃতিদেশে তাঁহার প্রেরিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অশোকের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্ব্বতগাত্রে অথবা প্রস্তর স্তম্ভোপরি বৌদ্ধ নিয়মাবলী খোদিত করেন। যে কেহ তাহা পাঠ করিত, তাহারই মনে সদ্ধর্ম্ম লাভের আশা জাগিয়া উঠিত। খৃঃ পূঃ ২৬০ অব্দে তাঁহার অভিষেক হয়। অভিষেকের পর তিনি ৩৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ২২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অশোকের জীবিতকালে তাঁহার বিশাল-রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষবাসী রাজগণের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল। গ্রীক রাজগণ তাঁহার মিত্র ছিলেন। পূর্ব্বউপদ্বীপেও তাঁহার প্রচারকগণ তাহার ও তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিত। কিন্তু তাঁহারই রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের ভাবী অশান্তির বীজ উপ্ত হয়। দিওদোতস নামক একজন গ্রীক সেনাপতি খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে সিলিউকস বংশীয়দিগের অধীনতা পাশ ছেদন করতঃ বাহ্লীক নগরে এক স্বাধীন গ্রীকরাজ্য স্থাপন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দিওদোতস কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশ দীর্ঘকাল বাহ্লীকে রাজত্ব করিতে পারে নাই। মধ্য এসিয়ার অসভ্য যাযাবরগণ চীনের প্রান্ত হইতে আগমন করতঃ বাহ্লীক রাজ্য আক্রমণ করে, এবং রাজ্যস্থাপনের ৮০ বৎসরের মধ্যেই বাহ্লীক-নগর আত্মসাৎ করিয়া গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব ও আফগা-নিস্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক গুলি রাজ্য স্থাপন করেন। তৎকালে অশোকের উত্তরাধিকারিগণ নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা গ্রীকদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। শাকল নগরবাসী মিনান্দার নামক এক-জন গ্রীকভূপতি খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে সাকেতনগর (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে আবার গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পরও প্রায় দুই-শত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের রাজত্ব ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টীয় ৫০ অব্দে গণ্ডোফেরস নামক একজন গ্রীকরাজা পঞ্জাবের কোন অংশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার খোদিত মুদ্রায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহাতে বোধ হয় যে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

আলেকজান্দারের সময় হইতে গন্দোফেরসের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীকদিগের সহিত ভারতবর্ষবাসীদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংস্রব ছিল। গ্রীকেরাই ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। ভারতবর্ষবাসীরা বড় একটা কোথাও যাইতেন না। আর যে সকল গ্রীক এদেশে আসিতেন তাঁহারাও এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের লোক নহেন। তাঁহারা প্রত্যন্তদেশবাসী লোক এবং বর্ব্বরজাতি সংস্রবে অনেক পরিমাণে বর্ব্বরতাপ্রাপ্ত। তথাপি ভারতবর্ষবাসীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যবনদিগের নিকট অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে স্থাপত্য ও ভাস্করকার্য্যেও হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। কিন্তু একথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যে হেতু গ্রীকদিগের অট্টালিকাদিনির্ম্মাণ প্রণালী হিন্দুদিগের নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে অনেক পৃথক্। ফলকথা এই যে, হিন্দু ও গ্রীক প্রাচীনকালের দুইটী প্রধান জাতি। ইহাদিগের পরস্পর সংস্রব হইলেই এক জাতির ভাল জিনিসটী অপর জাতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবারই সম্ভাবনা। ভারতবাসীগণ সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের নিকট শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতনতত্ত্ব পাইয়াছিলেন; কারণ তৎকালে ঐ দুই বিষয়ে গ্রীকদিগের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীকেরাও ভারতবাসীদিগের নিকট ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন; কারণ ভারতবাসীগণ অতি প্রাচীনকালেই এই দুই বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাকলপতি মিনান্দারের সহিত বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে কথা বার্ত্তা হয়, তাহাই প্রধান প্রমাণ। তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি

লইয়া পালিভাষায় একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম মিলিন্দা প্রশান্ন অর্থাৎ মিনান্দারের প্রশ্ন। মিনান্দার নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এবং নাগসেন তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐ গ্রন্থ লঙ্কাদ্বীপবাসীগণের একখানি সম্মানার্হ ধর্ম্ম গ্রন্থ।

সপ্তম অধ্যায়।

মৌর্য্যবংশীয় শেষরাজা বৃহদ্রথের সেনানী পুষ্পমিত্রের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইনি শাকল পতি মিনান্দারকে মধ্যভারত হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারই অধিকার কালে পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পতঞ্জলি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই লুপ্তপ্রায় মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইনি বিদর্ভ দেশ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন, এবং বরদানদী, মালব ও বিদর্ভের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া আসেন। কিন্তু রাজ্যলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কিছুদিন পরে তিনি বৃহদ্রথকে রাজ্যচ্যুত করতঃ আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে স্থাপন করেন। অগ্নিমিত্রের বংশের নাম মিত্র বংশ বা সুঙ্গ বংশ। এই বংশীয় রাজগণ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদিশা নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু কালের কুটিল গতি প্রভাবে এই বংশেরও প্রভাব হীন হইয়া আইসে, এবং রাজমন্ত্রী বাসুদেব স্বীয় প্রভুকে সাক্ষীগোপাল করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসেন। বাসুদেবের বংশের

নাম কাণ্বৰংশ; ইঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাণ্বগণ ৩।৪ পুরুষ আধিপত্য করিলে, তৈলঙ্গ নিবাসী অন্ধ্রগণ, কাণ্বংশ ও সুঙ্গবংশের যাহা অবশিষ্ট ছিল, ধ্বংস করিয়া অন্ধ্র বংশ স্থাপন করেন। পুরাণের মতে এই বংশীয় ২৪ জন রাজা ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

বহুকাল অবধি মহারাষ্ট্রের পশ্চিমভাগ এবং তৈলঙ্গদেশ অন্ধ্র দেশ নামে বিখ্যাত ছিল। মহর্ষি আপস্তম্ব অন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন। কালসহকারে অন্ধ্রদেশে এক মহাপরাক্রান্ত রাজ বংশের উৎপত্তি হয়। ধান্যকটক ইঁহাদিগের রাজধানী ছিল। খৃঃ পূঃ ৭১ অব্দে ইঁহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজা হয়েন। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রগণই হিন্দুদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সভ্যতম অংশ প্রায় সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে মালবদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ্রগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসর হইতে এক অব্দ গণনা করিতেন। উহার নাম মালবাব্দ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ঐ অব্দ বিক্রমাব্দ নামে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হয়।

যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক ও যবন (গ্রীক)-গণ সমস্ত পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারতে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। অন্ধ্রগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর অংশে এবং পল্লব ও মহাবলীগণ দক্ষিণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চীপুর, মান্দ্রাজের সন্নিকটে অবস্থিত। মহাবলীদিগের রাজধানী মামল্ল-

পুর। কিন্তু মামল্লপুর অল্প দিনের মধ্যে পল্লব সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। রট্ট নামে জাতিও দাক্ষিণাত্যে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন; ইহাদেরই নাম অনুসারে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ মহারট্ট বা মহারাষ্ট্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

মধ্য এসিয়ার সাধারণ নাম শকদ্বীপ; গ্রীকেরা উহাকে সিথিয়া বলিতেন। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থান হইতেই যাযাবর সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইয়া সভ্যদেশ সমূহ অধিকার করিত। ইহারা প্রায়ই পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউরোপ বিহৃত বিধ্বস্ত করিয়া তুলিত, এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে ভারতবর্ষেও উপনীত হইত। ইহাদেরই মধ্যে একদল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবনদিগের প্রত্যন্ত রাজ্য বাহ্লীক অধিকার করতঃ উহাদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। পরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়ার, কাশ্মীর, পঞ্জাব অধিকার করে। মথুরা ও মহারাষ্ট্রেও ইহাদের রাজত্বের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে পেশোয়ার বা পুরুষপুরে ইহার অভিষেক হয়। ইহার অভিষেক দিবস হইতে এক অব্দ গণনা আরম্ভ হয়; উহার নাম শকাব্দ। তৎকালে শক ও যবনগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা ঐ অব্দ গ্রহণ করাতে উহা অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হিন্দুরাজগণ

অনেক বার নূতন নূতন অব্দ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন; প্রায় সে সমস্তই লোপ হইয়া গিয়াছে, শকাব্দ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে।

কনিষ্কের সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অনেকে মনে করেন তাঁহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে আলটাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শকদিগের কি ধর্ম্ম ছিল জানা যায় না। কিন্তু কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের এক মহতী সংগীতি হয়। এই সভা হইতেই উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচারব্যবহার নিয়মবদ্ধ হয়। উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থসকল সংস্কৃতভাষায় লিখিত এবং হিন্দুদিগের সহিত উঁহাদের সহানুভূতি অধিক। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণই পরিণামে মহাযান সম্প্রদায় নামে চীন, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের মত সংস্থাপন করেন।

কনিষ্কের পর হুবিষ্ক ও তাহার পর বাসুদেব শকসাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েন। এই বংশীয়গণ প্রায় ১৯০ বৎসর রাজত্ব করেন। মথুরা ও মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ ইঁহাদিগেরই অধীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথম ক্ষত্রপের নাম নাহাপনা। জুনের বা জীর্ণ নগর ইঁহার রাজ-ধানী ছিল। ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ধর্ম্মেরই উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, অন্ধ্‌ভৃত্যেরা ইঁহাকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। কিন্তু চষ্টন নামে আর একজন ক্ষত্রপ উজ্জয়িনী ও গুর্জ্জর অধিকার করেন। অন্ধ্রভৃত্য পুলুমায়ী বাশিষ্টীপুত্রের সহিত যুদ্ধে ইনি এবং ইঁহার পুত্র অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়েন। কিন্তু ইঁহার পৌত্র রুদ্রদামকে গুর্জ্জরবাসীরা নির্ব্বাচন করিয়া রাজা করে। তিনি একজন

পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং অন্ধ্রগণকে স্বরাজ্য হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার দুই পুরুষ পরে এই রাজ্য লোপ হয়। অন্ধ্রগণ প্রায়ই বৌদ্ধ ছিলেন। ধান্যকটক ভিন্ন প্রতিষ্ঠানপুরীও ইহাদিগের একটী রাজধানী ছিল। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়।

শকবংশীয়দিগের অধিকার লোপ হওয়ার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে নর্ম্মদানদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে চেদিগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ২৪৯ অব্দ হইতে চেদিগণ এক অব্দ গণনা করিতেন; উহা চেদি সম্বৎনামে প্রসিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ কালঞ্জর দুর্গে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইহার পরশতাব্দীতে চেদিগণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় রাজগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

ইহার পর গুপ্তবংশের প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষের প্রধান ঘটনা। মহারাজা গুপ্ত একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি কুসুমপুরে আপন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচও পিতৃপদানুসরণ করিয়া দীর্ঘকাল

রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করিয়া সম্রাট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করেন। ইনি নেপালাধিপতি সূর্য্যবংশীয় লিচ্ছবী কুলাধিপতির কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেন। এবং এরূপ উচ্চবংশে বিবাহ করায় আপনাকে মহা সম্মানিত বিবেচনা করেন। কথিত আছে নেপালপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রচলিত নেপালাব্দ তিনি গুপ্ত সংবৎ নামে ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান। খৃষ্টীয় ৩১৯ অব্দ হইতে গুপ্তসংবৎ আরম্ভ। অনেকে মনে করেন গুপ্তগণ শক রাজগণের অধীন ছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত ঐ অধীনতা শৃঙ্খল ভেদ করিয়া স্বাধীন হইয়াই শকাব্দ পরিহার করতঃ নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রয়াগে তাঁহার ভারত বিজয় কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক জয় স্তম্ভ উত্তোলিত হয়। উক্ত স্তম্ভে লিখিত আছে যে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথে কোশল, কেরল, কাঞ্চী প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত নরপতিগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া আত্ম গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সমতট, নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি প্রত্যন্তদেশবাসী রাজগণ এবং মালব, আভীর প্রভৃতি দেশের রাজগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপুত্র, সাহি, সাহানসাহি, শক মুরুণ্ড, প্রভৃতি শকবংশীয় রাজগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মৌর্য্য বংশের পর এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব

করেন। তাঁহার পৌত্র স্কন্দগুপ্তের সময় হূনগণ মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং ক্রমে পঞ্জাব ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল অধিকার করতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর পতিত হয়। স্কন্দগুপ্ত উহাদের গতি রোধ করার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু উহারা পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দলেদলে আসিয়া গুপ্তরাজগণকে বিহ্বত বিধ্বস্ত করিয়া তুলে। হূন দিগের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ৪৬৮ খৃষ্টীয় অব্দে স্কন্দ গুপ্তের শেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গুপ্তেরা অধিকাংশই বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের খোদিত মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিত। তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে অনেক সরকারী কার্য্য প্রাকৃত ভাষায় সম্পন্ন হইত, এই সময় হইতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। কুসুমপুর ইঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ইঁহারা অনেক দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া যান। কেহ কেহ বলেন কুসুমপুর পাটলিপুত্র। কিন্তু পাটলিপুত্রে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ্গ সাঙ বলেন কান্যকুব্জের আর একটী নাম কুসুমপুর। এই সময় হইতেই পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিতে থাকে। ইঁহাদের সময় শিল্প ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কথিত আছে দশপুরবাসী রেশম ব্যবসায়িগণ চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাদের চাঁদা হইতেই উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

দশম অধ্যায়।

মধ্য এসিয়াবাসী বর্ব্বর জাতিগণের॰মধ্যে হূনগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর এবং পরাক্রমশালী ছিল। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে উহারা ইউরোপে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে, এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ শাকলনগরে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করত গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত ৪৬৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির নাম আর পাওয়া যায় না। বুধগুপ্ত নামক একজন গুপ্তনরপতি সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্তু হূনাধিপতি তোরামন তাঁহার হস্ত হইতে মালবদেশের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়েন। বুধগুপ্তের পর ভানুগুপ্ত ৫১০ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশটুকুতে রাজত্ব করেন। ৫১০ অব্দের পর গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত সনন্দাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের সামন্ত পরিব্রাজকনামধারী নরপতিগণের সনন্দাদি দৃষ্টে বোধ হয় যে গুপ্তগণ ৫২৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তখনও লোকে তাঁহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত।

তোরামন যে মালব দেশের পূর্ব্বসীমা পার হইয়া গিযাছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পারস্য জয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কাশ্মীরও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ গুলির

উচ্ছেদসাধনের জন্যই বোধ হয় বিধাতা হূনদিগের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তোরামনের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনিও পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসে তাহারও নাম পাওয়া যায়। তাহার প্রতাপে ভারত-বাসীগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব অভ্যুত্থিত হইয়া মিহির কুলকে দমন করেন। মালব গুপ্তরাজগণের অধীন থাকিলেও উহা তাহাদের সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল না। উহা তাহাদের একজন করদ রাজার অধীন ছিল। তোরামন উক্তদেশ অধিকার করিলে তথায় ঘোরতর হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। এই সময়ে যশোধর্ম্মদেব মালব হইতে মিহিরকুলকে দূরীকৃত করেন; কেহ কেহ বলেন যে মুলতান ও লূনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে যশোধর্ম্মদেব মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন। ৫৩১ খৃঃ অব্দ। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজগণ এবং হূনগণ যে সকল দেশ জয় করিতে পারেন নাই, তাহাও যশোধর্ম্মদেবের অধীন হইয়াছিল। মিহিরকুল স্বয়ং তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কালঞ্জরের চেদি রাজ্যও সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে লীন হইয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনের সময়েই অনেক গুলি প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ ও কালিদাস এই

সময়েই বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে এই যশোধর্ম্ম- দেবই ভারতের গৌরবরবি বিক্রমাদিত্য। ইনিই মালব সম্বৎকে বিক্রমসম্বৎনামে প্রচলিত করেন, এবং ইঁহারই সভায় কালিদাসাদি নবরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এবং ইনিই হূনদিগকে পরাভূত করায় "শকারি" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক যশোধর্ম্মদেবের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ভারতবর্ষে আর কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার পর হইতে শকগণ আর ভারতবর্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। যশোধর্ম্মদেব নিজে শৈব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে সকল ধর্ম্মেরই সমান আদর ছিল। তাঁহার নবরত্নের মধ্যে অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যশোধর্ম্মদেবের পুত্র পৌত্রাদির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এবং ইহার পর ৩।৪ শত বৎসর ধরিয়া মালবদেশেরও কোন উল্লেখ যোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে উজ্জয়িনী ভারতের নয়টী তীর্থের মধ্যে একটী বলিয়া বিখ্যাত হয়।

একাদশ অধ্যায়।

যশোধর্ম্মদেব এবং তাঁহার বংশীয়গণ কতদিন মালব দেশে রাজত্ব করেন বলা যায় না। কিন্তু মালব ইহার পর বরাবরই স্বাধীন ছিল। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে মালব ভিন্ন আর চারিটী প্রধান রাজ্য ছিল। ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ এই স্থানে দেওয়া গেল।

প্রথম। বলভীরাজ্য। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উন্নত অবস্থায় সেনাপতি ভট্টারক শকদ্বীপবাসী মৈত্রকগণকে সৌরাষ্ট্র হইতে বিদূরিত করিয়া তথায় একটী নূতন রাজ্যের সূত্রপাত করেন। সুপ্রসিদ্ধ বলভী নগর ইঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ইঁহারা ৪২৬ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ব হইতে "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করত ৭৪৪ খৃষ্টাব্দের পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তিন চারি শতাব্দী মধ্যে চতুর্দ্দশ জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহাদের ৭ জনের নাম শিলাদিত্য। ইঁহাদের প্রভাব গুজরাটের বাহিরে ব্যাপ্ত হয় নাই। ইঁহাদের ২।৪ জন রাজা স্বাধীনতাসূচক "পরম ভট্টারক" ও "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিলেও ইঁহারা আপনাদিগকে সামন্ত রাজা বলিয়াই স্বীকার করিতেন। কিন্তু কখন কাহার অধীনতা স্বীকার করিতেন বলা যায় না। ইঁহারা বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া বলভীনগরের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, এবং বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন। জৈন ও বৌদ্ধগণও ইঁহাদের নিকট বিলক্ষণ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহাদেরই শাসনাধীনে থাকিয়া মহাকবি ভট্টি স্বনামখ্যাত মহাকাব্যরচনা করেন। এই সময়ে গুজরাটে আরও একটী

ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। গুর্জ্জরগণ ৪২৯ হইতে ৪৫৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত বরৌচে এবং কাম্বে উপসাগরের উভয় তীরে রাজত্ব করিতেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগেও তাঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়। মগধরাজ্য। বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত যখন হূনগণের হস্ত হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণগুপ্ত মগধদেশে একটী স্বতন্ত্র গুপ্তরাজ্য স্থাপন করেন। নাম সাদৃশ্যদৃষ্টে অনেকে মনে করেন যে কৃষ্ণগুপ্ত প্রাচীন গুপ্তবংশীয়দিগের জ্ঞাতি ছিলেন। কৃষ্ণগুপ্তের পর গুপ্তবংশ একাদশ পুরুষ মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের অষ্টমরাজা আদিত্যসেন খৃষ্টীয় ৬৭২ অব্দে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রও স্বাধীন সম্রাট্ ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ লোপ হয়। ইঁহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মের যে বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইঁহাদের রাজত্ব ভাগলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৌখরীগণের সহিত ইঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধও ছিল, এবং সময়ে সময়ে ইঁহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও হইত।

তৃতীয়। মৌখরীরাজ্য। মৌখরীবংশ অতি প্রাচীন; ইঁহারা মগধের পশ্চিমে হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিতেন, এবং অনেক পুরুষ ধরিয়া এই অঞ্চলে ইঁহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তিও ছিল। মগধের গুপ্তবংশীয়গণের সহিত ক্রমাগত ৩।৪ পুরুষ ধরিয়া যুদ্ধ করায় ইঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসে, এবং অবশেষে ইঁহাদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "পরমভট্টারক" "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই মগধীয় গুপ্তগণের সহিত ইঁহাদের বিবাদের সূত্রপাত হয়।

চতুর্থ। স্থান্বীশ্বর রাজ্য। মহারাজ পুষ্পভূতির বংশে স্থান্বীশ্বরে মহারাজা নরেন্দ্রবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা তিনপুরুষ সামন্ত রাজা ছিলেন। চতুর্থ পুরুষে প্রভাকর বর্দ্ধন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি উত্তরে গান্ধার ও হূন, এবং দক্ষিণে গুর্জ্জরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর ২০।৩০ বৎসর মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধন আপন প্রভাব বিস্তার করেন। মৌখরীবংশীয় গ্রহবর্ম্মা তাঁহার জামাতা ছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে হূনদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং রাজ্যবর্দ্ধন হূনবিজয়কার্য্য সমাধা করিয়া স্থান্বীশ্বরসিংহাসনে আরোহণ করেন। মালবের রাজা, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া গ্রহবর্ম্মার বিনাশসাধন করিয়া তাঁহার রাজধানী কান্যকুব্জ হস্তগত করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তৎপরে বঙ্গদেশের কিরণসুবর্ণ নামক নগরের রাজা শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। শশাঙ্ক অত্যন্ত বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া অধিকার করতঃ তথাকার বটবৃক্ষ কর্ত্তন করেন এবং যাহাতে উহা আর জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য উহার মূলে গর্ত্ত করিয়া মধু ঢালিয়া দেন। ইনি অতিশয় বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ দেখিয়া ইনি সন্ধি করিলেন, এবং রাজ্যবর্দ্ধনকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার বধ সাধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ভ্রাতার

মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়া তিনি সসৈন্যে শশাঙ্ক রাজার বিনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হয়েন, এবং তাঁহার উদ্যম সফল হয়। মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন অল্প দিন মধ্যেই প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্ হইয়া উঠেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার করতলগত হয়। তিনি কান্যকুব্জে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্যপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি নর্ম্মদা-নদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যের প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্য নর-পতি সত্যাশ্রয়কে আক্রমণ করেন ; কিন্তু পরাজিত ও অবমানিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্ট ইঁহারই সভাসদ ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারই সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিয়ান্থসাং ভারতবর্ষে আগমন করত ১৫ বৎসর এ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অশোক প্রভৃতি প্রাচীন সম্রাট্গণের ন্যায় হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ বৎসর অন্তর একএকটী মহতী সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত, এবং পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। হিয়ান্থসাং এইরূপ একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬০৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কনোজ সাম্রাজ্য লোপ পায়। মৌখরীগণ, ও মগধীয় গুপ্তগণ আপনাদিগকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপ গোলযোগে সপ্তম শতাব্দী শেষ হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রদেশীয় হিন্দুরাজগণ।

প্রথম অধ্যায়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতবর্ষে আর এক বৈদেশিক শক্র আসিয়া উপস্থিত হয়। মহম্মদ ৫৬৯ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। মক্কা তাঁহার জন্ম-স্থান। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি পলাইয়া মদিনানগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (৬২২)। এইস্থানে তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইল। পরাক্রান্ত আরবগণ নবধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মতন্ত্র রাজত্ব স্থাপন করিলেন। নির্ব্বীর্য্য পারসিকগণ তাহাদের হস্তে বিহতবিধ্বস্ত হইয়া গেল। অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ

করিল ; অনেকে পলাইয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে, এবং কেহ কেহ বা গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গুজ-রাটস্থ পারসীকগণ অদ্যাপি পার্সী নামে পরিচিত, এবং অদ্যাপি তাহারা স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে। ইহারা অগ্নি উপাসক।

পারস্য অধিকার হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উপর মুসলমানদিগের লোলদৃষ্টিপতিত হইল। বোগদাদের খলিফা ওমর আপন সেনাপতি মহম্মদ বিন.কাসিমকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। কাসিম অচিরকাল মধ্যে বেলুচিস্থানের ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ঘোর-তর যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজবংশ ধ্বংস করত আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিলেন (৭১৫)। এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুসল-মান জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

কিন্তু শক ও হূনগণের ন্যায়, মুসলমানগণও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে পারিল না। সিন্ধুদেশীয় সৌবীর রাজপুতগণ মুসলমান-দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন (৭৫০)। এই যুদ্ধে চিতোররাজবংশের স্থাপয়িতা বাপ্পারাওল অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের পর আর কেহ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাণ্ড হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার সামন্তরাজগণ একে একে সকলেই লয় প্রাপ্ত হন। ৭৪৪খৃঃ অব্দের পর বলভী রাজগণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মালবগণেরও আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অষ্টম

শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌখরী ও গুপ্তবংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ অংশ ও নবম শতাব্দীর প্রথমাংশের ইতিহাস অন্ধকারময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল মগধদেশে পালবংশ স্থাপন করেন। পালবংশের রাজধানী ওদন্তপুর, মুঙ্গের জেলায় অবস্থিত। ইঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষেব অপরাপর স্থান হইতে লোপ পাইলেও, ইহার উৎপত্তি স্থান মগধে বিলক্ষণ প্রবল ছিল। নালন্দ ও বিক্রমশীলায় দুইটি প্রধান বৌদ্ধমঠ ছিল। বারাণসীর বৌদ্ধমঠও বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের সময়ে চীন, তাতার, মালয়, আনাম, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞানলাভার্থ মগধে আগমন করিতেন, এবং বৌদ্ধভিক্ষু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সপ্ততি বর্ষ বয়সে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বত দেশে যাইয়া মহাযান মত সংস্থাপন করত তিব্বতীয়দিগকে পিশাচ উপাসনার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য এই সময়ে তিব্বতে অবস্থান করত অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। দেশহিতকরকার্য্যে পালবংশীয় রাজ- গণের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহারা যে সকল বড় বড় দিঘী খনন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে আজিও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহারা

বৈদ্যশাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পালবংশীয় নয়পাল রাজার একজন সভাসদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চক্রপাণি দত্ত আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংকলন করেন, ১০৬০।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া হিন্দুদিগের প্রতি পালরাজগণের কিছুমাত্র অনাস্থা ছিল না। তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাচীন ঘটকের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে আদিশূর কোলাঞ্চ দেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পালবংশীয়গণ আদিশূরের পর এই অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করেন। এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণের কাহাকে কাহাকেও তাঁহারা গ্রাম প্রদান করেন। রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা গ্রামীণ বা গাঞি হয়েন।

মগধে রাজ্য স্থাপনের অল্পকাল পরেই গৌড় নগর তাঁহাদের হস্তগত হয়। তাঁহারা গৌড়েশ্বর বলিয়া বরাবর গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছেন। ১১৯৭ সালে বক্তিয়ার গোবিন্দপাল দেবকে পরাভূত করিয়া ওদন্তপুরী ধ্বংস করেন। ইহার পরও গোবিন্দপাল যতদিন জীবিত ছিলেন, বৌদ্ধগণ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিত। এই সময়ে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ অদ্যাপি নেপালে বর্ত্তমান আছে।

গৌড় প্রভৃতি প্রদেশ অধিকৃত থাকিলেও সমস্ত বাঙ্গালা তাঁহাদের অধীন ছিলনা। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যবাসী চন্দ্রবংশীয় সামন্তসেন ভাগীরথী তটে বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার পৌত্র হেমন্ত সেন বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বল্লালসেন বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়া নূতন

সমাজের পত্তন করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন মিথিলা দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মিথিলায় তাঁহার নামে এক অব্দ প্রচলিত আছে, উহা ১১১৯ অব্দে আরম্ভ হয়। লক্ষ্মণ সেন প্রথমাবস্থায় বড়ই পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে পাল- রাজগণ মগধদেশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়সে, ১১৯৮ সালে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। রাজা পৈত্রিক রাজধানী নবদ্বীপ শত্রুহস্তে প্রদান করিয়া বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার বংশধরেরা আরও ১২০ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া মুসলমানগণের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কনোজ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনোজের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোবর্ম্মদেব কনোজের রাজা হইয়াছিলেন। মহাকবি ভবভূতি ইঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেন। কথিত আছে কাশ্মীর পতি ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করতঃ ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। দশমশতাব্দীর প্রথমে পালবংশীয় চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা ভোজ, মহেন্দ্র-পাল, ক্ষিতিপাল ও দেবপাল (৯০০-৯৪৮ খৃঃ অব্দ)। শেষোক্ত

তিন জন রাজার রাজ্যকালে মহাকবি রাজশেখর তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে কালঞ্জরের চণ্ডেলবংশীয় রাজগণের বারম্বার যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তাঁহাদের ইতিহাসেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। এই বংশীয় রাজ্যপালের রাজত্বকালে গজনীপতি সুলতান মামুদ কনোজ আক্রমণ করেন। রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মামুদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি হওয়ায় কালঞ্জর ও গোয়ালিয়ারের রাজগণ রাজ্যপালের পরম শত্রু হইয়া উঠেন। মামুদ মিত্ররাজার রক্ষার্থ দুইবার মধ্যদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। এমন কি একবার তিনি কালঞ্জর দুর্গও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরাজগণ তাহাতেও ভীত হন নাই। রাজ্যপালের পর আরও দুইজন পালবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। তাহার পরই রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ কনোজ অধিকার করেন। এই বংশে সাতজন মহাপরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদেব মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন; এবং তাঁহার আশ্রয়ে লক্ষ্মীধর স্মৃতিকল্পতরু রচনা করেন। এই বংশের সপ্তম রাজা জয়চন্দ্রের সময় মুসলমানেরা কনোজ আক্রমণ ও অধিকার করে। জয়চন্দ্রের বংশধর শিবজী মরুপ্রদেশে পলায়ন করিয়া মারবাররাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী যোধপুর। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কালঞ্জর। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রাদিত্য বা চণ্ডেলগণ বুন্দেলখণ্ড ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা এক সময় যমুনা হইতে নর্ম্মদা এবং কালঞ্জর হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ইহা-

দের প্রথম রাজধানী খর্জ্জুরবাহক বা খাজুরাহা। দ্বিতীয় রাজধানী মাহোবা এবং তৃতীয় রাজধানী ভারতের অজেয় গিরিদুর্গ কালঞ্জর। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডেলবংশীয় যশোবর্ম্মদেব ইহা অধিকার করিয়া চণ্ডেল রাজ্যের রাজধানী করেন। চেদিরাজ, মালবাধিপতি, কনোজরাজ এবং চৌহান-বংশীয়দিগের সহিত ইহাদের সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিত। এই বংশীয় ধাঙ্গদেব লাহোরপতি জয়পালের সাহায্যার্থ গমন করিয়া সবক্তগীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কনোজপতি মামুদের সহিত সন্ধি করায় ধাঙ্গদেবের পুত্র গণ্ডদেব তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রপৌত্র কীর্ত্তি-বর্ম্মার অধিকারকালে মহাকবি কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক একখানি উৎকৃষ্ট রূপক কাব্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরমর্দ্দীদেবকে যুদ্ধে পরা-জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশ আত্মসাৎ করেন। পরমর্দ্দী-দেবের সময়ে মুসলমানেরা মহম্মদ ঘোরীর অধীনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং পরমর্দ্দীদেব মুসলমানদিগের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করেন। কুতব উদ্দীন কালঞ্জর অধিকার করিয়া লয়েন, কিন্তু পরমর্দ্দীদেবের পুত্র ত্রৈলোক্যবর্ম্মা উহার পুনরুদ্ধার করেন। ত্রৈলোক্যবর্ম্মার বংশধরেরা আরও ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। মুসলমানেরা ইলটিস্‌মিস্ (আলতামস)এর সময় কালঞ্জর আক্র-মণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা অধিকার করিতে পারে নাই। এই বংশের শেষ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময় সেরসাহ কালঞ্জর আক্র-মণ করেন এবং সেরসাহের পুত্র ইসলামসাহা দুর্গ অধিকার করিয়া রাজার প্রাণসংহার করেন। এইরূপে চণ্ডেল রাজবংশের লোপ

হয়। কীর্ত্তিসিংহ গড়মণ্ডলের রাজা দলপতির সহিত আপন কন্যা দুর্গাবতীর বিবাহ দেন। দুর্গাবতী আকবরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়েন।

চতুর্থ অধ্যায়।

চেদিরাজ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্মদেব চেদিরাজ্য আত্মসাৎ করিলে পর চেদিগণের আর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে নবম শতাব্দীতে কোকল্লদেব উহাদের প্রাধান্য আবার সংস্থাপন করেন। নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ত্রিপুরীনগর উহাদিগের রাজধানী ছিল। মালব, চালুক্য ও চণ্ডেলদিগের সহিত ইহাদের সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। ৬।৭ পুরুষ রাজত্বের পর ত্রিপুরীরাজের এক ভ্রাতা আরও পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া রত্নপুর নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রিপুরীর রাজগণ কখন মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশশতাব্দীতে যখন বঘেলখণ্ডের বঘেলাগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপুরীরাজ্য লোপ পায়। রত্নপুরের রাজবংশ বহুকাল স্বাধীন থাকিয়া ১৭২০ হইতে ১৭৩০ অব্দের মধ্যে রঘুজী ভোঁসলার হস্তে রাজ্যচ্যুত হয়েন। মধ্য প্রদেশের জঙ্গল মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে রত্নপুরের চেদিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়।

মালব। যশোধর্ম্মদেবের বংশধরগণ কতদিন মালবে রাজত্ব করেন ও কি কারণে তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতি হয় বলা যায় না।

হর্ষবর্দ্ধন মালবদেশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। হর্ষদেবের পর মালবের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে পরমারগণ মালব আক্রমণ ও অধিকার করিয়া ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, বশিষ্ঠ অর্ব্বুদ পর্ব্বতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে এক বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম পরমার। ইঁহার বংশধরেরা বহুকাল অবধি অর্ব্বুদ পর্ব্বতের নিকটে অচলগড়ে বাস করিতেন। এই বংশীয় উপেন্দ্র সর্ব্বপ্রথম মালবদেশের রাজা হয়েন। তাঁহার পর বৈরিসিংহ, সীয়াক এবং বাকৃপতি মালবের রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পর দ্বিতীয় বৈরিসিংহ, পরে তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষদেব রাজত্ব করেন। হর্ষদেব দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৯৭২। হর্ষদেবের পুত্র মুঞ্জ নিজে কবি ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের বড় সমাদর করিতেন। তাঁহার সভায় ধনিক, ধনঞ্জয়, হলায়ুধ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকার বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নানাদেশ জয় করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার চেদিগণ ও কল্যাণনগরের চালুক্যগণ, তাঁহার অস্ত্রবল সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলপকে ১৬ বার যুদ্ধে পরাজিত করেন, কিন্তু সপ্তদশ বারে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন; কিছুদিন পরে কারাগৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করায় ধৃত ও নিহত হন। ৯৯৩। মুঞ্জের পর তাঁহার ভ্রাতা সিন্ধুরাজ মালবের রাজা হইয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজের পুত্র সুবিখ্যাত ভোজরাজা। ইনি নিজে একজন

প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইঁহার সভায় অলঙ্কার জ্যোতিষ, স্মৃতি ও যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। গজনী-পতি মামুদ কালঞ্জর ও সোমনাথ আক্রমণ করিলে ইনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চেদিরাজ ও কল্যাণপুরপতি ইঁহার সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ভোজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিধন করেন এবং তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া লয়েন। ১০৬২। কিন্তু তৎপুত্র উদয়াদিত্য শত্রুগণকে দূরীভূত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণদেব চেদিরাজ-ধানী ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, ১১০৪।৫। সম্রাট্ ইল্‌টিসমিস্ ১২৩২ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া মহাকালের মন্দির ধ্বংস করেন। গুজরাটের শেষ রাজা সারঙ্গদেব ও মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় আলাউদ্দিনের হস্তেই পরমার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

গুজরাট। এপর্য্যন্ত গুজরাটে দুইটী রাজবংশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গুর্জ্জর রাজবংশ মধ্য ও দক্ষিণ গুর্জ্জরাটে, এবং বলভীরাজবংশ গুজরাটের অবশিষ্ট অংশে, রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা কেহই স্বাধীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না;

কিন্তু ইঁহারা যে কাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন তাহাও জানা যায় না। অথচ ৭৪৬ খৃষ্টীয় অব্দে চাপোৎকটবংশীয় বনরাজ অনহিল পত্তন নামক নগরসংস্থাপন পূর্ব্বক এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। চাপোৎকট্ বা চওড়া রাজগণও সমস্ত গুজরাটে অধীশ্বর ছিলেন না। ৭৯০ হইতে ৮১০ খৃষ্টীয় অব্দের মধ্যে মাল্যাখেটবাসী রাষ্ট্রকূটদিগের অধিপতি তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর-রাজ্য আক্রমণ করত ঐ রাজ্যের রাজধানী ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ নগরে শিবির সন্নিবেশ করেন, এবং আপন ভ্রাতা ইন্দ্রকে গুর্জ্জর সিংহাসন প্রদান করেন। ইন্দ্র ও তাঁহার বংশীয় রাষ্ট্রকূটগণ মাল্যাখেটের রাজাকে কর প্রদান করত বরোচে রাজত্ব করিতেন। ইন্দ্র, তাঁহার পুত্র ও তাঁহার পৌত্র এই তিনজনে প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে চওড়া রাজগণ সাতপুরুষে প্রায় ১৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সময়ে অনহিল পত্তন নগর নানা প্রকার সুরম্যহর্ম্ম্য ও অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল।

চওড়াবংশীয় সামন্ত সিংহের সময় অনহিলপত্তন চালুক্যদিগের অধিকৃত হয়। গুজরাটের প্রথম চালুক্য রাজার নাম মূলরাজ। কেহ কেহ বলেন যে মূলরাজ সামন্ত সিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। কেহ কেহ কহেন মূলরাজ যুদ্ধ করিয়া গুজরাট জয় করেন। ৯৪৩ খৃঃ অব্দ। মূলরাজ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র চামুণ্ডদেব গুজরাটের রাজা হয়েন। ইঁহারই সময়ে গজনীপতি মামুদ মুলতান ও রাজপুতানার মধ্য দিয়া অনহিল পত্তনে উপস্থিত হন। রাজা যুদ্ধের কোন উদ্যোগই করেন নাই। সুতরাং তিনি পলায়ন করিয়া

জীবন রক্ষা করিলেন। মামুদ অনহিল পত্তনে কিছুদিন অবস্থান করত সোমনাথ আক্রমণার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সোমনাথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চামুণ্ডদেব বহুতর সামন্ত রাজ সমভিব্যাহারে মন্দির রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু তিন দিবস যুদ্ধের পর হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। সোমনাথের মনোহর দৃশ্য দৃষ্টে মামুদ একবার মনে করিয়াছিলেন যে তথায় আপন রাজধানী স্থাপন করিবেন, কিন্তু তাঁহার নীতিজ্ঞ মন্ত্রীগণ তাহাকে এ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। মামুদ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চালুক্যগণ আবার সমস্ত গুজরাট অধিকার করিয়া লইলেন। চামুণ্ডের পৌত্র ভীমরাজ ভোজদেবকে পরাজয় করিয়া ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সিন্ধুনদী পার হইয়া সমস্ত সিন্ধুদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। কুমারপাল এইবংশের সর্ব্বপ্রধান রাজা। তিনি বহুদূর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে ১১৭৮ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ ঘোরী গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। কুমারপালের উত্তরাধিকারীরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে কুতব উদ্দীন আইবেক গুজরাট আক্রমণ করেন, ১১৯২। রাজা হীনবীর্য্য হইলেও তাঁহার জ্ঞাতি ও সামন্ত লবণপ্রসাদের পরাক্রমে মুসলমানগণ গুজরাটে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে নাই। ক্রমে লবণপ্রসাদের বংশেই রাজলক্ষ্মী অধিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার পুত্র বৃহদ্বল ও পৌত্র বিশালদেব অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশাল

দেবের উত্তরাধিকারীরা হীনবীর্য্য হইলে আলাউদ্দীনের সেনানী উলাঘ খাঁ গুজরাট অধিকার করিয়া উহা মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। লবণপ্রসাদ ব্রাঘ্রপল্লীর জায়গীরদার ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার বংশ বাঘেলাবংশ বলিয়া পরিচিত। চালুক্য ও বাঘেলা রাজাদিগের অনেকেই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পশুহিংসার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কুমারপালদেব গুজরাটে মাংসবিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন এবং যাহারা মাংসবিক্রয় করিত তাহাদিগকে তিন বৎসরের আয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। ইঁহারা হিন্দু ও জৈনদিগের জন্য বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিন্ধু। কাসিম সিন্ধুদেশ ত্যাগ করিয়া গেলে রাজপুত-বংশীয় সৌবীরগণ ৫০০ বৎসর ধরিয়া অবিবাদে সিন্ধুরাজ্যে রাজত্ব করেন। মধ্যে মধ্যে গুজরাটের চালুক্যগণ ইঁহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নাসীরউদ্দিন কুবাচা সিন্ধুরাজ্যের উত্তর অংশ অধিকার করিয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন; এবং ১২১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সৌমন বংশীয় রাজপুতগণ সিন্ধুর আধিপত্যলাভ করেন। এই বংশীয় রাজগণের

উপাধি জাম। ১৩৮০ অব্দের পর জাম তিম্মাজির উত্তরাধিকারিগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন ; তদবধি সিন্ধুদেশ মুসলমানের অধিকৃত হয়।

পঞ্জাব। হর্ষবর্দ্ধনের পর পঞ্জাবের ইতিহাস পাওয়া যায় না। ত্রিগর্ত্ত ও কাশ্মীরের রাজারা মধ্যে মধ্যে পঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকার করিতেন। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল উপাধিধারী রাজগণ পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। লাহোর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। কাশ্মীর ও মুলতান তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল। এই সময়ে গজনীতে এক নূতন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। গজনীপতি সবক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মামুদের সহিত লাহোররাজ জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপালের বারম্বার যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানকে কর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১০২৩ সালে অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল বিদ্রোহিতাচরণ করায় মামুদ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্জাব নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। এই অবধি ভারতবর্ষের একাংশে মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়। ইহার সবিস্তর বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বে যে সমস্ত রাজ্যের উল্লেখ করা হইল তদ্ভিন্ন কাশ্মীর, গড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল, কামরূপ, চিতোর প্রভৃতি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ছিল। ইহারা কখনও স্বাধীন থাকিত, কখনও বা নিকটবর্ত্তী কোন পরাক্রান্ত রাজার অধীন হইত। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লী ও আজমীর একটী পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীন হয়।

যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগর বহুকাল ধরিয়া চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। পরে চন্দ্রবংশীয়েরা রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্রপ্রস্থেরও অবনতি হয়। খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দিলু নামে একজন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট আপন নামানুসারে দিল্লী নামক একটী নূতন নগর স্থাপন করেন। কিন্তু শকগণ দিলুর রাজ্য ধ্বংস করিলে দিল্লী নগরের অধঃপতন হয়। খৃষ্টীয় ৭৩৬ অব্দে তোমর বংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লীর পুনঃ সংস্কার করেন। তোমরেরা ১৯ পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন, এবং ১১৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। তোমরেরা বিশেষ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন না, এবং দিল্লীও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না।

কিন্তু ১১৫১ খৃঃ অব্দে আজমীরাধিপতি চাহুমান বা চৌহান বংশীয় বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। শেষ তোমর রাজা অনঙ্গপাল আপন কন্যার সহিত বিশাল দেবের পুত্র সোমেশ্বরের

বিবাহ দেন, এবং সোমেশ্বরের পুত্র পৃথুকে পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর পৃথুরায় দিল্লী ও আজমীরের রাজা হয়েন। তিনি প্রায় দিল্লীতেই অবস্থান করিতেন এবং দিল্লীতে নিজ নামে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহা এখন রায় পিথোরা নামে বিখ্যাত।

পৃথুরায়ের রাজত্ব সময়ে তিনটী প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এই তিনটী ঘটনাই কবিচাঁদের প্রসিদ্ধ হিন্দী মহাকাব্য পৃথুরায় রাসোতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটী কনোজ পতি জয়চন্দ্রের সহিত বিরোধ; দ্বিতীয়টী পরমর্দ্দীদেবকে পরাজিত করিয়া মাহোবা অধিকার। তৃতীয়টী মুসলমান দিগের সহিত বিরোধে তাঁহার রাজ্য নাশ ও নিধন প্রাপ্তি। প্রথম দুইটী হিন্দু রাজত্বের ঘটনা। তৃতীয়টী লইয়া ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত।

অষ্টম অধ্যায়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গঙ্গা-আখ্যা ধারী রাজগণ মহীসুরের পশ্চিমভাগে, এবং কদম্ব রাজগণ বনবাসীতে,—রাজত্ব করিতেন। পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পশ্চিম ঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড আছে তাহার উত্তরে শীলহারগণ, মধ্যে কদম্ব, ও দক্ষিণে নায়েরগণ রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে পরশুরাম পাঞ্চাল

প্রদেশস্থ অহিচ্ছত্র নগর হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই অঞ্চলে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ রাজা ছিল না। নায়েরগণ দেশের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারা চেররাজ্য হইতে পাঁচ বৎসর অন্তর এক একজন পেরুমল বা শাসনকর্ত্তা লইয়া আসিতেন। ত্রিশজন পেরুমল শাসন করিলে শেষ পেরুমল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মক্কায় গমন করেন। এই অঞ্চলে বহুসংখ্যক ইহুদী ও খৃষ্টানের বাস আছে। কথিত আছে, খৃষ্টীয় ৭০ সালে জেরুসালেম নগর ধ্বংস হইলে বহুসংখ্যক ইহুদী এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যীশু খৃষ্টের একজন প্রেরিত পুরুষ সেণ্ট থোমা এই অঞ্চলে অনেক লোককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মান্দ্রাজের নিকট মালিয়াপুরে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং উহা ভারতবাসী আদি খৃষ্টানদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান ছিল।

বাস্তবিকও ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের সহিত বহুকালপূর্ব্বে আরব, মিসর, গ্রীস সিরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের বিলক্ষণ সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত গ্রীক ভৌগোলিক প্লীনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মুসলমান রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অন্ধ্রগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ সময়েই পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বংশ বলিয়া পরিচয়

দিতেন। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাঞ্চীনগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ভারতের নয়টি হিন্দু তীর্থের মধ্যে কাঞ্চী একটী প্রধান। পল্লবরাজগণ উহাতে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই নগরের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে এরূপ সমৃদ্ধ নগর তৎকালে আর ছিল না। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লবদিগের এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। কথিত আছে অযোধ্যা নগরে ইঁহারা ৫৯ পুরুষ বাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম চালুক্য। পল্লবদিগের সহিত দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য লইয়া ইঁহাদিগের শত্রুতা হইয়াছিল। চালুক্য বংশীয় প্রথম বিক্রমাদিত্য মহাবলীদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং কাঞ্চীনগর অবরোধ করেন। তাঁহার পুত্র পুলিকেশী পল্লবদিগের পশ্চিমাংশীয় রাজধানী বাতাপীনগর অধিকার করতঃ তথায় আপনাদিগের রাজধানী স্থাপন করেন। চালুক্য ও পল্লবদিগের নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে বাতাপী নগর অনেক বার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু চালুক্যগণ কাঞ্চীনগর দুই একবার অধিকার করিলেও উহা ধ্বংস করিতে সাহস পান নাই। এই বংশীয় কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র সত্যাশ্রয় আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্রাধিপতি হর্ষদেবকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পল্লবেরা এই সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যাশ্রয় আপন ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবৰ্দ্ধনকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ প্রদান করিয়া তথায় এক নূতন চালুক্য রাজ্য

স্থাপন করেন। উহা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া লোপ প্রাপ্ত হয়।

চালুক্য রাজ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পল্লবগণ ততই হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন। একাদশ শতাব্দীতে পল্লব রাজ্যের লোপ হয়। কিন্তু চালুক্যদিগের সহিত ইঁহাদিগের বিবাদ বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মলয়বর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত প্রচার করেন। তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা ভারতবর্ষে যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার বলে অদ্বৈতধর্ম্মের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক, বামাচারী ও অঘোরপন্থীদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই হিন্দুরাজগণ হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের জন্য নানাস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে থাকেন।

নবম অধ্যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে রট্ট বা রাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয়গণ চালুক্যদিগের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠেন। দাক্ষিণাত্যে ইঁহাদের রাজধানী মাল্যখেট। ইঁহারা কোঙ্কনের মৌর্য্যবংশ, বনবাসীর কদম্ববংশ ও পল্লব প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একত্র করিয়া এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূট বংশীয় দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃঃ অব্দে চালুক্য

বংশীয় শেষ রাজা দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাভূত করিয়া চালূক্যগণকে করদরাজা রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে চালূক্যদিগের প্রধান বংশ লোপ প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় গোবিন্দ একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি গুজরাটের লাটমণ্ডল অধিকার করিয়া আপন ভ্রাতা ইন্দ্রকে তথায় রাজা করিয়া দেন; এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটেরা ক্রমে কনোজ অধিকার করেন। এবং অদ্যাপি তাঁহারা রাঠোর নামে যোধপুর বা মরুপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন। রাষ্ট্রকূটেরা বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহা সমূহ হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়। ইহারা তের পুরুষ রাজত্ব করিলে পর চালূক্যদিগের এক শাখা প্রবল হইয়া ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করে। চালূক্য তৈলপ ৯৭২ খৃষ্টীয় অব্দে রাষ্ট্রকূটদিগের শেষ রাজা কক্কলকে বিনাশ করিয়া মহারাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। রাষ্ট্রকূট ও চালূক্যবংশের সামন্ত রাজগণ অনেকেই বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অনেক সময় আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাদের মধ্যে শীলহারগণ প্রধান।

তৈলপ প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় চালূক্য বংশ মহাপরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই বংশীয় বিক্রমাদিত্য দক্ষিণে চোলরাজ ও উত্তরে মালবাধিপতির সহিত বারবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বংশীয়গণের রাজত্ব কালে কল্যাণনগরীতে মিতাক্ষরা রচিত হয়। ইহাদের সময়ে স্মৃতি শাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল। এই বংশীয় সোমেশ্বর নিজে অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামক নীতি-

শাস্ত্রের এক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহারা হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদিবংশীয় বিজ্জল তৃতীয় তৈলপকে দূরীভূত করিয়া কল্যাণে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। ইঁহারই একজন মন্ত্রী বাসব এই সময়ে একটী নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। উহার নাম লিঙ্গায়েত মত। বাসব রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জঙ্গমনামধারী আপন শিষ্যগণের উন্নতি বিধান করিতে থাকেন, তাহাতে বিজ্জল বাসবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। এই উপলক্ষে উভয়ের বিবাদ হয় এবং বাসব বিজ্জলকে নিধন করেন। এই গৃহবিচ্ছেদে কল্যাণ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। বিজ্জলের পুত্রগণ ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে ১১৮৩ অব্দে হোয়শালা বংশীয় দ্বিতীয় বল্লাল তাহাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

চালুক্য বংশীয় চতুর্থ সোমেশ্বর সামন্তরাজ বোম্মের সহায়তায় আবার পৈতৃক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লালের হস্তে সোমেশ্বর ও বোম্ম উভয়েই নিধন প্রাপ্ত হয়েন।

সূর্য্যবংশীয় চোল রাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহাদের রাজধানী চোলমণ্ডল। বোধ হয় পল্লববংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে চোলরাজগণ গোদাবরী প্রদেশেই চালুক্য রাজগণের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করেন। তাঁহাদেরই মধ্যে রাজেন্দ্র চোল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক রাজার হস্ত

হইতে বাঙ্গালা দেশ গ্রহণ করতঃ মহীপাল দেবকে পরাস্ত করেন। মহীপাল দেব মগধের রাজা ছিলেন। সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

দশম অধ্যায়।

যাদবগণ কৃষ্ণের বংশজাত। ইহারা মনে করিতেন যে মথুরা ইহাদের প্রথম রাজধানী, দ্বারকা দ্বিতীয়। এই বংশীয় দৃঢ়প্রহার নামক রাজার সময়ে যাদবেরা দক্ষিণাপথে একটী সামন্ত রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বংশধরেরা রাষ্ট্রকূট ও দ্বিতীয় চালুক্য রাজগণের অধীন ছিলেন। অধীন ভাবেই ১৮ পুরুষ অতীত হয়। উনবিংশ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃঃ অব্দে চালুক্য ও বল্লালগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার করেন এবং দেবগিরি নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। হোয়শালা-বল্লালদিগের সহিত দেবগিরির যাদবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয়েই দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভার্থ বদ্ধপরিকর। সুতরাং প্রায় ২।৩ পুরুষ ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু পরিণামে দেবগিরির যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হয়েন। ইহারা সাত পুরুষ রাজত্ব করেন। ইহারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইহাদের আশ্রয়ে

হেমাদ্রি বহুসংখ্যক স্মৃতির পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং ইঁহাদেরই আশ্রয়ে সুপ্রসিদ্ধ বোপদেব মুগ্ধবোধাদি বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদেরই সামন্ত নিকুম্ভবংশীয়দিগের আশ্রয়ে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজি এই রাজ্য কিরূপে আত্মসাৎ করেন সে কথা পরে উক্ত হইবে।

হোয়শালা বল্লালগণও যাদব বংশীয়। উঁহাদের রাজধানী দ্বারসমুদ্র। উঁহারা চালুক্যদিগের অধীনে থাকিয়া বহুকালাবধি আপনাদের প্রভাব বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। ইঁহাদের প্রথম পরাক্রান্ত রাজা বল্লাল। দ্বিতীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় মহাত্মা রামানুজ আবির্ভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত সংস্থাপন করেন। বিষ্ণুবর্দ্ধন রামানুজের শিষ্য ছিলেন। ইহাতে বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। ১১১৭-১১৩৭ খৃঃ অব্দ। চালুক্য বংশ ধ্বংস হইলে ইঁহারা সমস্ত মহীসূর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। দেবগিরির যাদবগণের সহিত ইঁহাদের সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত। হোয়শাল বংশীয় দ্বিতীয় বল্লাল আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের আর পাঁচজন রাজা রাজত্ব করার পর মুসলমানদিগের আক্রমণে এই রাজ্য ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় চালুক্যবংশ হীনবীর্য্য হইলে তাঁহাদিগের সামন্ত বোম্ম এক সময়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন। বোম্ম কাকতেয় বংশীয় ছিলেন। চালুক্যগণের রাজ্য লোপ হইবার পরই কাকতেয়গণ স্বাধীন হইলেন। ওরঙ্গল ইঁহাদের রাজধানী।

ইহারা অনেক পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ ইহা দিগেরই আশ্রিত ছিলেন। আলাউদ্দীন ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বামনী রাজ্যের মুসলমান নরপতিগণ বারম্বার যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই হস্তে ইহাদিগের লোপ হয়, এই বংশীয় প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শেষ রাজা আহম্মদসাহা বামনার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েন। ইহার পরও প্রায় ১৫০ বৎসর ওরঙ্গল হিন্দুগণের অধীন ছিল। কুতবসাহী রাজগণ উহার ধ্বংস সাধন করেন।

হিন্দু সভ্যতা।

ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। বেদ ব্রাহ্মণের নিকটই আবির্ভূত হইয়াছিল; দেবতাদিগের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ ব্রাহ্মণ তাহাতে মধ্যবর্ত্তী; ব্রাহ্মণ কল্পসূত্রসমূহের প্রণেতা। কল্পসূত্র হইতেই স্মৃতি সংহিতা সমূহের উৎপত্তি; সংহিতা সমূহ ব্রাহ্মণেরই আচার, ব্যবহার, নিত্য ক্রিয়া, ও চতুরাশ্রমপালনের ব্যবস্থাবলিতে পরিপূর্ণ। অন্য সকল জাতি ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিবে মাত্র। সংহিতা যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই চূড়ান্ত; তাহার আর ব্যতিক্রম হইবে না। সংহিতার অর্থ লইয়া বিবাদ হইলে ব্রাহ্মণই তাহার মীমাংসা করিবেন।

রাজা দেশের অধিপতি, তাঁহার ক্ষমতা অসীম, তিনি দণ্ডের কর্ত্তা, তিনি সকলের রক্ষক, তাহার শরীর পবিত্র, তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাহার শাস্তি প্রাণবধ, কিন্তু সে রাজাও সংহিতাসমূহের মতানুসারে কার্য্য করিতে ও ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ লইতে বাধ্য অন্য দেশে ব্যবস্থাপন, বিচার ও দণ্ড পরিচালন এই তিন শক্তির সমষ্টির নাম রাজা। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যবস্থাপন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। বিচার সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মণের হস্তে। রাজা কেবল মাত্র দণ্ড পরিচালক। এই জন্য বৈদেশিক আক্রমণে রাজশক্তি লুপ্ত হইলেও হিন্দু সমাজ অক্ষুণ্ণ আছে, এবং এই জন্যই হিন্দুদিগের স্বাধীনতা সময়ে ইহারা সভ্যতার উচ্চতর চূড়ায় আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমস্ত রাজশক্তি এক ব্যক্তিতে নিহিত হইলে উহা ঘোরতর যথেচ্ছাচারে পরিণত হয়; সেই শক্তি বহুতর ব্যক্তিতে প্রসারিত করিয়া হিন্দুগণ একটী অপূর্ব্ব সমাজ সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ধনবান্ ছিলেন না, কৃষিকার্য্য করিতেন না, বাণিজ্য করিতেন না, ভূমির অধিকারী ছিলেন না, তিনি বাল্যকাল অবধি বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন; যে সকল কার্য্য করিলে শরীর ও মন সুস্থ, সবল এবং কার্য্যক্ষম হয়. পঞ্চম বৎসর বয়স হইতেই তিনি সেইগুলি অভ্যাস করিতেন এবং যতদিন সেইগুলি তাঁহার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ না করিত ততদিন তিনি বিরত হইতেন না। সুস্থ শরীরে চিন্তাশীল মন স্থাপনের নাম তপঃ এবং পৃথিবীর মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র তপস্বী ছিলেন। একাগ্রতাবলে তাঁহারা যখন

যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই মনীষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের ব্রাহ্মণ সমূহে তাঁহাদিগের মনীষিতার প্রথম উদ্বোধ হয়। ক্রমে উহা হইতে তিন প্রকার কল্পসূত্রের ও অন্যান্য বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়। এবং উহাদের শীর্ষদেশে উপনিষৎ সমূহ আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মনস্বিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্র সমূহে ব্রাহ্মণদিগের শয্যাত্যাগকাল হইতে পুনরায় শয়নকাল পর্য্যন্ত নিত্যক্রিয়া, এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণ হইতে মৃতদেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে; যাহার এই সমস্ত সংস্কার যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ। উপনয়ন ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সংস্কার। ইহাই তাঁহাদিগের প্রকৃত বিদ্যারম্ভ। উপনয়নের পর কেহ ৯, কেহ ১৮,কেহ ২৭, এবং কেহ বা ৩৬ ছত্রিশ বৎসর কাল গুরুকুলে বাস করিয়া অভিলষিত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে উপার্জ্জন করত তৎপরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু ইহাতেও অনেক ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হইত না। তাঁহারা অকৃতদার অবস্থাতেই যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীরতম মতসমূহ আবিষ্কার করিতেন। গৃহস্থেরও কেবলমাত্র আমোদ আহ্লাদ ও সাংসারিক ব্যাপারে নিমজ্জিত থাকিবার উপায় ছিল না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্য্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি গৃহে থাকিতেন না। তখন তাঁহাকে অরণ্যে বাস করিতে হইত; এবং তথায় বন্যফলমূলাদি তাঁহার উপজীবিকা হইত। এই সময়ে তাঁহারা অন্যান্য বানপ্রস্থের সহিত

মিলিত হইয়া, ধর্ম্মালাপে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ফলমূল আহরণের শক্তি হ্রাস হইলে ভিক্ষা তাঁহাদের উপজীবিকা হইত। অরণ্যে ভিক্ষা মিলে না, সুতরাং তাঁহাদিগকে জনপদে আগমন করিতে হইত, এবং তথায় আপন দীর্ঘ জীবনে আবিষ্কৃত সাংসারিক ও সামাজিক তত্ত্বসমূহের উপদেশ দিতে হইত। বানপ্রস্থদিগের সমবেত মণ্ডলী হইতে আমরা পুরাণ ও উপপুরাণের মূল তত্ত্বগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূলতত্ত্বগুলিই পরিণামে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া অনেক সংস্করণ ও প্রতিসংস্করণের পর বর্ত্তমান মহাপুরাণ ও উপপুবাণ আকারে উপনীত হইয়াছে। ভিক্ষুদিগের উপদেশমালা হইতে আমবা ধৰ্ম্ম ও দশনের জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

শ্রৌতসূত্র। গৃহ্য কৰ্ম্ম ব্যতীত আর্য্যদিগের কতকগুলি জাতীয় উৎসব ছিল, এই সকল উৎসব অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল না। বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এই সকল বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। এই সকল যজ্ঞে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও খনিজাদি দ্রব্যের প্রয়োজন হইত। ইহাই আর্য্য পদার্থ বিদ্যার মূল। এই সকল যজ্ঞে নানা আকারের নানাবিধ বেদীর প্রয়োজন হইত, এবং বেদী নির্ম্মাণে বিলক্ষণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে হইত। বেদীর আকার নিরূপণার্থে যে শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, তাহাই ভারতীয় রেখাগণিতের মূল।

সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র। গৃহ্য ও শ্রৌত ভিন্ন অন্যান্য সংসারকার্য্যের জন্য ঋষিগণ যে সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন, তাহার নাম সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র। ইহাতে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, পৌরজানপদবর্গের কর্ত্তব্য সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারই কোন কোন অধ্যায় পরিস্ফুট হইয়া পরিণামে

রাজনীতি, দণ্ডনীতি, সমাজনীতি ও ব্যবহারনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিকও স্মৃতিসংহিতাগুলি এই সকল ধর্ম্মসূত্রেরই রূপান্তরমাত্র। ইহাদেরই পরিবর্ত্তে ২০ বিংশতি খানি প্রধান, ও প্রায় ৭০ খানি অপ্রধান স্মৃতিসংহিতা প্রচলিত আছে। এই সকল সংহিতা ধর্ম্মসূত্রসমূহের পরবর্ত্তী কালে লিখিত। কালক্রমে এগুলিও দুর্ব্বোধ হইয়া আসিলে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাদের টীকালেখা আরম্ভ হয়, এবং ২।১ খানি সংগ্রহ বা নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে; কিন্তু অধিকাংশ টীকা ও নিবন্ধ মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে লিখিত হয়।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে হিন্দুরা অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬০টী মাত্র ধাতু হইতে সমস্ত বাঙ্ময় নির্ম্মিত হইয়াছে; শব্দ শাস্ত্রের এই নিগূঢ়তম তত্ত্ব খৃষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ যেরূপ ভাবে লিখিত, সংস্কৃত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ ভাবে লিখিত হয় নাই। পাণিনির টীকা টিপ্পনী লইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তথাপি পাণিনি ভিন্ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে আরও সাতটী মত এদেশে চলিতেছে। ব্রাহ্মণেরা কেবল যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন এমন নহে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পালি, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষারও ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষাজ্ঞান ও শব্দশাস্ত্রের এতদূর উন্নতি আর কোনও দেশে হয় নাই।

জ্যোতিষ। যজ্ঞকার্য্যের সময়নিরূপণার্থ অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়; এ শাস্ত্রেও ভারতবর্ষীয়েরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহারা

অনেক বিষয়ে ঋণী, একথা সত্য হইলেও তাঁহাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের জ্যোতিষ অপেক্ষা যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে গ্রীক রাজত্ব লোপ পাইবার পর ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহির অনেক নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যশাস্ত্র। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ আপনাদিগের কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যেরও অনেক স্থলে কবিত্ব শক্তির বিশেষ উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিলে মহাকবি বাল্মীকির অদ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণে কবিত্ব শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। মহাভারতের মল উপাখ্যান ব্যাসদেবের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান এক এক মহাকাব্য। ব্যাস, বাল্মীকি ইঁহারা যে নিজেই কবি ছিলেন, এমন নহে, উঁহাদের প্রণীত কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া পরবর্ত্তী শত শত কবির কবিত্ব শক্তির বিকাশ হইযাছে। তাঁহাদের প্রণীত উপাখ্যানগুলিই পরবর্ত্তী কবিগণের প্রধান অবলম্বন। এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই মহাকবি কালিদাস অলৌকিক প্রতিভাবলে লোকাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতিও এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই অনুপম নাটক সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় কাব্য সমূহের নূতনত্ব এই যে, উহাতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু প্রকাণ্ড, যাহা কিছু নূতন, ও যাহা কিছু সুন্দর, একত্রিত করিয়া সামাজিকের সম্মুখে এক একটি অনির্বচনীয় চিত্র প্রদর্শিত করা হয়। সামাজিক যখন সে

অলৌকিক চিত্র দেখিয়া তাহার রসাস্বাদে নিমগ্ন থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয় সৎপথে নীত হয়, এবং অধর্ম্ম ও পাপের প্রতি তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

গণিত। একদিকে ধরিতে গেলে ভারতবর্ষীয়েরা গণিতশাস্ত্রে জগতের শিক্ষাগুরু। কারণ এক হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক গুলির পরস্পর সংমিলনে যে পরার্দ্ধ সংখ্যার উৎপত্তি হয়,এ তত্ত্ব তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই দশমিক সংখ্যার প্রণালী আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট প্রাপ্ত হন,ও ইয়ুরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাটীগণিত,বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে হিন্দুরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আধুনিক ইয়ুরোপীয়েরা এই সকল শাস্ত্রে ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তাঁহারাও অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া এখনও আশ্চর্য্য হন।

আয়ুর্ব্বেদ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ঋষিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা জন্ম, জরা ও মরণ জনিত দুঃখের অবসান করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেন, তাঁহারা যে জীবের রোগযন্ত্রণা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? হিন্দুরাজগণ সকলেই প্রায় ৫ বৎসর অন্তর দর্শন ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের এক এক সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় যে কেহ রসায়ন ও উদ্ভিদাদি বিদ্যায় নূতনতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনিই সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন,বৌদ্ধরাজগণের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এইরূপ অবস্থায় ও এইরূপ উৎসাহ পাইয়া, মনুষ্য ও পশুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতবর্ষে যে

উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? অতি প্রাচীন কালে, ভরদ্বাজ ঋষি, মনুষ্য সমাজে, সর্ব্ব প্রথমে, চিকিৎসা তত্ত্ব শিক্ষা দেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার ছাত্র সমূহ সকলেই চিকিৎসা সম্বন্ধে সংহিতা রচনা করেন, ও সেই সকল সংহিতাই অনেক সংস্কার ও প্রতিসংস্কার লাভ করিয়া বর্ত্তমান চরক, সুশ্রুত, হারীত ও অগস্তি সংহিতারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসা কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রায় ১৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বকালীন হস্তাক্ষরে লিখিত এক খানি সংগ্রহ গ্রন্থ সম্প্রতি মধ্যএসিয়ায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চক্রপাণি দত্তের সংগ্রহ পুস্তক খৃষ্টীয় ১০৬০ সালে লিখিত হয়।

দর্শন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবের বস্তু। জন্ম, জরা, ও মরণ এই তাপত্রয় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য যে কর্ম্ম করে তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই এ জন্মে স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে না, এবং মনুষ্য এই জন্মে যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহারও কারণ সকল সময় বুঝা যায় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণের সংস্কার, যে মনুষ্য আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু জন্ম গ্রহণ করিলেই জন্ম, জরা, ও মরণ এই তিন যন্ত্রণা অনিবার্য্য। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের মত এই যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্ম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্ম নাশ

করে। তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ, কোন্ বস্তু কি তাহার যথার্থ জ্ঞান; সুতরাং আমি কি, ও জগৎ কি, এই দুইটি পদার্থের তত্ত্ব লইয়া মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া নানামুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে ঋষিগণ যত প্রকার মতই প্রচার করুন না কেন, সকলেই আত্মমত সংস্থাপনের জন্য যে অলৌকিক যুক্তি পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ও যেরূপ গভীর চিন্তাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে ভূমণ্ডলের যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন মত লইয়া ভারতবর্ষে ঊনবিংশ প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগের ছয়টি মত প্রধান; যথা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, ও মীমাংসা। এই ছয়টি যথাক্রমে কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনির দ্বারা সংস্থাপিত। এই সমস্ত মতের মধ্যে বেদান্ত মতেরই আদর অধিক। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ পণ্ডিতই তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। রামানুজের বেদান্ত ব্যাখ্যাও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে বেদান্তের তত আদর নাই। উদয়নাচার্য্য বৈশেষিক দর্শনের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অবলম্বন। যোগীরা পতঞ্জলির মতানুসারে কার্য্য করিয়া অলৌকিক শক্তি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যই মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা মীমাংসা দর্শনের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। মীমাংসা দর্শনের প্রধান টীকাকার কুমারিল ভট্ট। তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

তৃতীয় খণ্ড।

মুসলমান অধিকার।

প্রথম অধ্যায়।

গজনী রাজবংশ।

বোগদাদের খলিফাগণ দুই তিন শত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব আটলাণ্টিক মহা সমুদ্র হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে খোরাসান রাজ্য একটী। উহার রাজধানী নিশাপুর। খলিফাগণেব শেষ অবস্থায় সামানি নামক এক ব্যক্তি তাঁহাদের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ নিশাপুরের স্বাধীন রাজা হন। নাসীরউদ্দীন নামক একজন সামানি বংশীয় নরপতির আলপ্তগীন নামক একজন ক্রীত দাস ছিল। আলপ্তগীন ক্রমে

প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী নগর অধিকার করত তথায় স্বাধীন হন। তাঁহার ক্রীতদাস সবক্তগীন, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সবক্তগীন চারিদিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং ক্রমে হিন্দু রাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন।

হিন্দুদিগের সীমান্ত প্রদেশে একটি প্রবল মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুগণ অত্যন্ত ভীত হন। লাহোরাধিপতি জয়পাল উহাদের দমন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি পেশোরের নিকটবর্ত্তী লোমঘান নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার শিবিরাদি সমস্ত শত্রু হস্তে পতিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই সবক্তগীনের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে জয়পাল পুনরায় মুসলমানদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পুনরায় পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মুসলমান দিগের পক্ষে যিনি এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন, তাঁহার নাম সুলতান মামুদ। তিনি সবক্তগীনের পুত্র, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প। জয়পালের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া আপন রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা নিরাপদ করতঃ মামুদ স্বরাজ্যের পশ্চিম সীমা রক্ষার্থ অগ্রসর হন। তথায়ও আপন শত্রুগণকে দমন করতঃ মামুদ গজনীতে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিতে পান যে জয়পাল, মুসলমানের অধীন হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া অগ্নি-প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল সন্ধির নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিতেছেন। অনঙ্গপাল শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহার অধীনস্থ ভাটীয়ার রাজা মামুদের প্রাধান্য স্বীকার

করিতে চাহে না। এই কথা শুনিয়া মামুদ পুনরায় ভারত-বর্ষে উপস্থিত হন, এবং ভাটীয়াপতিকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার পর মুলতানে তাঁহার আপন সেনানী আবুলফতে লোদী বিদ্রোহী হন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য মামুদ তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। মামুদ যতই প্রবল হইতে লাগিলেন, হিন্দুগণ ততই অধিক ভীত হইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অনঙ্গপালকে নেতা করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আজমীর, কালঞ্জর, উজ্জয়িনী, কনোজ ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের রাজগণ সকলেই সাহায্য করিতে লাগিলেন। সমস্ত হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোকেরা আপনাদের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। অনেক অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। পার্ব্বতীয় গোক্কুরজাতীয় লোকেরা হিন্দুদিগের সহায় হইলেন। এইরূপ ভীষণ উদ্যোগ দেখিয়া মামুদ বিচলিত হই-লেন, কিন্তু ভাবিলেন, হয়, এইবার ভারতে মুসলমানের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, না হয়, একেবারেই হইবে না। তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যুদ্ধে অনঙ্গপালের হস্তী আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। সেনাপতির অভাবে হিন্দুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মামুদ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে বিহত বিধ্বস্ত করিলেন। তিনি তথা হইতে লুণ্ঠনার্থ হিন্দুদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ নগরকোট গমন করেন। এখন যাহাকে কাঙ্গাড়া বলে পূর্ব্বে ঐ স্থানকে নগরকোট বলিত। জ্বালামুখী উহারই সন্নিকটে অবস্থিত। মামুদ নগরলুণ্ঠন

করিলেন এবং দেবদেবীর প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করত গজনী প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর তিনি দুই বার কাশ্মীর লুণ্ঠন করেন। বিষম পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও তিনি দুইবারই লুণ্ঠন কার্য্যে বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করত মধ্যভারতের প্রধান নগর কান্যকুব্জের বিরুদ্ধে গমন করেন। কান্যকুব্জ বা কনোজ তখন মগধের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। কিন্তু কনোজে ঐ বংশেরই একজন স্বতন্ত্র রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নাম রাজ্যপাল। তিনি মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না দেখিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। মামুদও কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করত মথুরা গমন করেন এবং তথায় নগর লুণ্ঠন ও দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার ২০ দিন সময় অতিবাহিত হয়। তিনি মথুরার অনেক অপকার করেন, বটে, কিন্তু মথুরার অনুপমেয় সৌধাবলি দৃষ্টে তাঁহার নিজ রাজধানী গজনীকেও তাদৃশ সৌধমালায় বিভূষিত করিবার বাসনা জন্মে এবং এই সময় হইতেই তিনি অট্টালিকা নিম্মাণ করিতে আরম্ভ কবেন।

তিনি গজনী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলেন যে কালঞ্জরাধিপতি গণ্ডরাজা, তাঁহার মিত্ররাজ কনোজপতিকে, মুসলমানের মিত্র বলিয়া পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি দুইবার কালঞ্জরপতিকে দমন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু গণ্ডরাজার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই সময়ে একবার লাহোরপতি দ্বিতীয় জয়পাল তাঁহার আগমনে বাধা দিতে চেষ্টা করায় মামুদ, তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ গজনীব সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের এই প্রথম সূত্রপাত। ১০২৩।

গুজরাটের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে সোমনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ ছিল। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। মামুদ ঐ মন্দির লুণ্ঠনার্থ বদ্ধপরিক হন। তিনি আজমীরের পথে অর্ব্বুদপর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া গুজরাটের রাজধানী অনহিল-বারাপত্তনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অতর্কিত আগমনে ভীত হইয়া গুজরাটরাজ চালুক্যবংশীয় চামুণ্ডদেব গিরিদুর্গ আশ্রয় করেন। সহজেই গুজরাট পরাজিত হইল। মামুদ সসৈন্যে সোমনাথপত্তনের দিকে ধাবমান হইলেন। তথায় মন্দিরাধি-কারিগণ মন্দির রক্ষার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মামুদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরটি সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা ঐ দ্বীপে প্রবেশ করিতে হয়। এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডে রাজপুতদিগের সহিত মুসলমানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাজপুতেরা মুসলমানদিগকে বারম্বার পরা-জিত ও প্রতিনিবর্ত্তিত করিতে লাগিল এবং মামুদের পশ্চাদ্ভাগে হিন্দুরাজগণ সসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মামুদ এই-রূপে উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ৫০০ প্রকাণ্ডকায় রাজপুত বীর ভূমিশায়ী হয়। মুসলমানদিগের অকুতোভয় সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে হিন্দুগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। সোমনাথের মন্দির মুসলমানদিগের

কর-কবলিত হয়। মামুদ মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করেন।

প্রায় একবৎসর কাল গুজরাটে অবস্থিতি করিয়া মামুদ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর তিনি আর ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তাঁহার বিশাল রাজ্যের পশ্চিমসীমায় তুরস্কবংশীয় লোকদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়।

মামুদের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভগ্ন-প্রায় হইয়া গেল। সেলজুগ তাতারেরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ সমস্তই অধিকার করিয়া লইল। তখন পঞ্জাব প্রদেশই গজনীবংশীয়-দিগের প্রধান সম্পত্তি হইয়া উঠিল। এই সময়ে দিল্লীর হিন্দুরাজগণ নগরকোট পুনরুদ্ধার করিয়া লাহোর অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিল্লার তোমরবংশীয়দিগের সহিত গজনীবংশীয়দের বিবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু গজনীপতিদিগের গৃহদ্বারে আর এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। কান্দাহারের সমীপবর্ত্তী ঘোর নামক উপত্যকা-বাসী স্থুরবংশীয় পাঠানগণ বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে ছিলেন। কিন্তু গজনীপতিরা তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যা-চার করায় স্থুরেরা আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে গজনীনগর ধ্বংস করিল। গজনীপতি পলায়ন করিয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবধি লাহোর গজনীবংশীয়দিগের রাজধানী হইল। খসরু ও খসরুমালিক নামক দুইজন রাজা প্রায় ৪০ বৎসর লাহোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:—

ঘোর বংশ।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে গিয়াস্‌উদ্দীন ও মহম্মদ দুই ভ্রাতা ঘোরে রাজা হন। এই দুই ভ্রাতার যাবজ্জীবন সদ্ভাব ছিল; মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ সৌভ্রাত্র প্রায় দেখা যায় না। ঘোরেরা তাতারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে আপনাদিগের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১১৭৬ সালে মহম্মদ ঘোরী পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থলে উচনগর অধিকার করেন।

ইহার দুই বৎসর পরে তিনি গুজরাট আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও অবমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি খসরু মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েন এবং সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। ১১৮৬ সালে অতর্কিতভাবে লাহোর আক্রমণ করতঃ উহা অধিকার করেন এবং গজনী বংশীয় শেষরাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া ঘোররাজধানীতে প্রেরণ করেন। লাহোরে বদ্ধমূল হইয়া মহম্মদ ঘোরী ক্রমশঃ হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আজমীর অধিপতি চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার মাতামহ তোমর বংশীয় অনঙ্গপালের পরিত্যক্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতঃ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। মহম্মদ লাহোর হইতে পূর্ব্বদিকে আগমন করত বতীন্দা দুর্গ অবরোধ করিবামাত্র হিন্দুরাজগণ মিলিত হইয়া সরস্বতীতীরে নারায়ণগ্রামে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হিন্দুরা ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হন। দুই বৎসর পরে মহম্মদ ঘোরী আবার সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতনার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তিরৌরির বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাস্ত এবং তাঁহাদিগের সেনাপতি পৃথ্বীরাজ নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মহম্মদ আপনার ক্রীতদাস কুতবুদ্দীনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে আজমীরের সিংহাসন প্রদান করেন (১১৯৩)। পর বৎসর মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইটওয়ার যুদ্ধে কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া কনোজ ও বারাণসী অধিকার করেন।

এই সকল ঘটনার অল্পদিন পরেই বখতিয়ার খিলিজি নামক একজন মুসলমান সেনাপতি বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। তখন পালবংশীয় গোবিন্দপাল মগধে রাজত্ব করিতে ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় মুসলমানেরা তাঁহার রাজধানী ওদন্তপুর অধিকার করিয়া লন, ও তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ

করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ পায়। যেখানে যেখানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথায়ই মুসলমানদিগের অগ্নি ও অসির পরাক্রম লক্ষিত হইয়াছে। মগধ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, বটে, কিন্তু মিথিলা হয় নাই। অযোধ্যারও অনেক অংশ মুসলমান-দিগের করকবলিত হয় নাই।

মগধবিজয়ের কিছুদিন পরে, ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে, বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তথাকার প্রাচীন রাজা লক্ষ্মণসেন তৎকালে নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বখতিয়ার অতর্কিত-ভাবে উপস্থিত হইয়া উক্তনগর অধিকার করেন। বৃদ্ধরাজা পূর্ব্ব বাঙ্গালায় পলায়ন করেন এবং তাঁহার পুত্র মাধব-সেন সৈন্য সংগ্রহ করত বিক্রমপুর হইতে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। হিন্দুরা গৌড়নগর রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গৌড় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইলেও সেনবংশীয় রাজগণ ইহার পরও প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। পুনঃ পুনঃ জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া বখতিয়ার খিলিজি আসাম আক্রমণ করেন। কিন্তু তথায় অকৃতকার্য্য হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

মুসলমানগণ যখন কনোজ আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আজমীরের রাজা তাঁহার স্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হন। সুতরাং কুতব একজন মুসলমানকে তাঁহার রক্ষকস্বরূপ তথায় প্রেরণ করেন।

মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে গোক্ষুর নামক পঞ্জাবের পার্ব্বত্য

প্রদেশবাসী এক অসভ্যজাতি অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়। ১২০৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ যখন সিন্ধুতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় উহারা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করে ও তাঁহার প্রাণবধ করে।

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃঃ অব্দে কুতবউদ্দীন দিল্লীতে এবং নাসীরউদ্দীন কুবাচা সিন্ধুদেশে স্বাধীন হন। ইহার ২।৪ বৎসরের মধ্যে চেনজুক তাতারগণ সমস্ত আফগানিস্থান অধিকার করিয়া লয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাসরাজগণ। (১২০৬ হইতে ১২৮৮)

কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সুলতান। তিনি মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার জামাতা সুলতান ইলটিসমিস্‌ও ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্‌টিস্‌মিসের জামাতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন বুলবনও ক্রীতদাস ছিলেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণকে ঐতিহাসিকেরা দাসরাজগণ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দাসরাজগণ কালঞ্জর ও গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুলতান ইল্‌টিস্‌মিস্ পরমার রাজপুতগণকে পরাজিত করিয়া

উজ্জয়িনী নগর ধ্বংস করেন ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ মহাকালদেবের মন্দির ভূমিসাৎ করেন। (১২৩২)। ইল্‌টুসমিসের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যা রিজিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হয়েন। তিনি প্রায় ৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও কোন স্ত্রীলোক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

দাসরাজ বুলবানের রাজত্বকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তোগরলখাঁ বিদ্রোহী হইলে, বুলবন তাঁহাকে দমন করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহ না হয়, এইজন্য, স্বীয় পুত্র বোগরাখাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

ইল্‌টিসমিসের রাজত্বকালে মধ্য এসিয়ায় জঙ্গিস খাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মঙ্গোলিয়ার যাযাবর জাতিসমূহকে একত্র করিয়া, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে পশ্চিমে বল্টিক সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত মহাদেশ অধিকার করেন। যে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে, তিনি তাহাকেই সবংশে হত্যা করিয়াছেন, তাহার রাজধানী অধিকার করত সমস্ত অধিবাসিগণের প্রাণনাশ করিয়াছেন। এই সময়ে সেলজুকগণ এসিয়ার পশ্চিম ভাগে বড় প্রবল হইয়াছিল। সুতরাং জঙ্গিসখাঁর সহিত তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেলজুকরাজ জেলাল উদ্দীন পলায়ন করত একাকী সিন্ধুনদী পার হইয়া ইলটিস্‌মিসের শরণাপন্ন হন। সুলতান জঙ্গিসের ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। ইলটিস্‌মিসের এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গিস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু জঙ্গিসের মৃত্যুর পর মোগলগণ বারম্বার ভারত আক্রমণ করিয়া দাসরাজগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল।

মোগলগণ তখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাদিগের ধর্ম্ম কি ছিল, বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন তাহারা বৌদ্ধ ছিল। তাহারা মুসলমানগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। দাসরাজগণ যে কেবল মোগলগণের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহাদিগকে বহুসংখ্যক রাজ্যচ্যুত মুসলমান রাজাকে ভরণপোষণ করিতে হইত। দাসরাজ বুলবনের সময় এইরূপ ৩২ জন রাজা দিল্লীতে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের জন্য বুলবনের রাজস্বের অনেক টাকা ব্যয়িত হইত। বুলবনের রাজত্বের সময় তাঁহার পুত্র বোখারাখাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার পৌত্র কেকোবাদ দিল্লীতে অবস্থান করিতেন। বুলবনের মৃত্যুর পর কেকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি অসচ্চরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা জেলালউদ্দীন ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা বোখারা খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বে দৃঢ়ীভূত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

খিলিজী বংশ।

খিলিজীবংশীয়দিগের রাজত্বকালে মোগলেরা দলে দলে মুসলমান সৈন্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নববলে বলীয়ান্ হইয়া খিলিজীরাজ জেলালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন পূর্ব্বমালব ও বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটী গিরিদুর্গ অধিকার পূর্ব্বক আপনার দাক্ষিণাত্য যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন। দেবগিরির যাদবগণ তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮০০০ সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে দেবগিরির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং প্রচার করিয়া দেন, যে তিনি অগ্রবর্ত্তী সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন মাত্র, মূল সৈন্য পশ্চাৎ আসিতেছে। দেবগিরির রাজা রামদেব একান্ত ভীত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে(১২৯৫) প্রত্যাগমন করিয়া আলাউদ্দীন কৌশলে আপন পিতৃব্য সুলতান জেলাল উদ্দীনের প্রাণ সংহার করত স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

তাঁহারই সময়ে গুজরাট অধিকৃত ও দাক্ষিণাত্য বিজিত হয়। তিনি চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। তাঁহার প্রধান

সেনাপতির নাম কাফুর; তিনি এক জন রাজপুত সন্তান ছিলেন, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঘোর হিন্দুদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং আলাউদ্দীনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস করেন। দেবগিরির যাদবগণ ও দ্বারসমুদ্রের হোয়সালা বল্লালগণ কাফুরের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন। ওরঙ্গলের কাকতেয়গণও তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ওরঙ্গলরাজ্য ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং মলয়বর উপকূলেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিশালদেবের মৃত্যুর পর গুজরাটের বাঘেলাগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রম এবং সৈন্য সামন্ত যথেষ্ট ছিল। শেষ রাজা সারঙ্গদেব মালবপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনিও আলাউদ্দীনের নিকট পরাস্ত হন (১২৯৭) এবং তদবধি গুজরাট ও মালব মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

আলাউদ্দীনের পুত্র মবারক দিল্লীর সম্রাট হইলে মালিক খসরু নামক একজন হিন্দু রাজপুত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। ইনি যেমন কর্ম্মকুশল তেমনই ধর্ম্মজ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ইনিও দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক নানাদেশ জয় করিয়া বিস্তর অর্থ লইয়া আসেন। ইনি সম্রাট মবারককে বধ করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষবাসী সমস্ত মুসলমানই অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে। কেহ কেহ অনুমান করেন, খসরু যদি এ সময় হিন্দু রাজগণের সাহায্য

পাইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানদিগের নাম বিলুপ্ত হইত। কিন্তু মুসলমানেরা সমবেত হইয়া খসরুর হস্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পঞ্জাবের সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা গাজিখাঁকে আহ্বান করেন। তিনি খসরুকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া গিয়াস্উদ্দীন নাম ধারণ করত দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। (১৩২১)

পঞ্চম অধ্যায়।

তোগলকবংশ।

আলাউদ্দীনের সেনাপতি মল্লিককাফুর দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু তথায় হিন্দুরাজগণই রাজ্য করিতেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন মহারাষ্ট্রদেশ মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি বহুকাল পঞ্জাবে শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া মোগল আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর। তিনি চারিবৎসর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ কৌশলে তাঁহার প্রাণ বধ করেন। জুনা খাঁ মহম্মদ

তোগলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া ১৩২৫ হইতে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই কয় বৎসর মধ্যে দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। মহম্মদের পর ফিরোজ তোগলক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যদিও দিল্লীর সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিতেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সম্রাট ছিলেন না। দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন মাত্র।

মহম্মদঘোরী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের সহিত যে সকল মুসলমান ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই আফগান বা পাঠান বংশীয়। আফগানিস্থান অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বিভক্ত। এক একটি উপত্যকা এক এক বংশীয় লোকের অধিকার। প্রত্যেক বংশেরই এক এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন তাহাদের নাম আমীর। আমীর দিগকে ভারতবর্ষে হাম্বীর বলিত। ঘোরী ও খিলজীগণ আফ্গানি-স্থানের এক এক উপত্যকার অধিপতি ছিলেন।

মহম্মদ তোগলক নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা ছিল। কিন্তু প্রজার সুখ দুঃখের দিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। অনেকে মনে করেন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। বাস্তবিকও তাঁহার কার্য্য পরম্পরা দৃষ্টেও তাহাই অনুমান হয়। পাঠান রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য যতগুলি দোষের আবশ্যক, সে সকল গুলিই একাধারে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। দেবগিরির মনোহর

পার্ব্বতীয় দৃশ্য ও উৎকৃষ্ট জল বায়ু দেখিয়া তিনি ঐ নগরকে পাঠান সাম্রাজ্যের রাজধানী করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন; এবং উহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন। পরে দিল্লীর অধিবাসী-দিগের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করেন, যে, যে কেহ দৌলতাবাদে যাইতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে তিনি দুইবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিল্লীর অধিবাসী-দিগকে উত্ত্যক্ত করিযাছিলেন। তিনি চীন দেশ আক্রমণার্থ বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাতুলের কার্য্যে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পারস্য অধিকারের জন্যও তিনি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে বেতন দিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। এইরূপ নানাবিধ অপব্যয়ে দিল্লীর রাজকোষ শূন্য হইয়া আইসে। সুতরাং কর বৃদ্ধি ভিন্ন রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় থাকে না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহম্মদ সেই অরণ্য শিকারী-গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত করিয়া বন্য পশুর ন্যায় প্রজাগণের বধ সাধন করেন। রাজকোষ শূন্য হইলে তিনি শুনিলেন চীনে কাগজের টাকা ব্যবহৃত হয়। অমনি তিনি ভারতবর্ষে কাগজের টাকা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন রাজার বাজারে সম্ভ্রম নাই তখন রাজার নোট কে লইবে।

পাঠান সম্রাটগণের রাজত্বকালে প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তারা প্রায়ই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা আপন জ্ঞাতি বন্ধুবর্গকে আফগানিস্থান হইতে আহ্বান করিয়া আপনাদের অধীনস্থ প্রদেশে বাস করাইতেন; এবং স্বগণে পরিবেষ্টিত

হইয়া এতই প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেন যে অনেক সময়ে দিল্লীশ্বরকে গ্রাহ্য করিতেন না। বাঙ্গালা দেশে শাসনকর্ত্তারা এইরূপে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। মহম্মদ বাঙ্গালাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তথায় তিন জন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুসলমান দিগের অধিকৃত হয়। পূর্ব্ব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ একেবারেই স্বাধীন বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন। সম্রাট তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ক্রমে বাঙ্গালায় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। অল্পকালের মধ্যে ৭।৮ জন শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হন, এবং পরিশেষে হাজি ইলিয়স্ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালা একত্রিত করিয়া সমসুদ্দীন উপাধি ধারণ করত আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিয়া দেন (১৩৪৫)।

এইরূপে বাঙ্গালা দেশ হস্তচ্যুত হইয়া গেল। কিন্তু সম্রাট ইহার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাও করিতে পারিলেন না; যেহেতু এই সময়ে গুজরাট মালব ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল মোগল পাঠান সৈন্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং যাহাদিগের সাহায্যে আলাউদ্দিন মালব গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে নানা দেশীয় লোক ছিল। ইহারা এক এক সর্দ্দারের অধীনে যুদ্ধ করিত। এই সর্দ্দারদিগের সাধারণ নাম আমীরানি সাদা। যে কেহ যুদ্ধ কার্য্যে দক্ষ হইত, সেই কতকগুলি অনুচর সংগ্রহ করিয়া এই আমীর দলে প্রবেশ করিতে পারিত। ইহাদের রাজ ভক্তি কিছু মাত্র ছিল না। যত প্রকার বিদ্রোহ বিপত্তি

ও হাঙ্গাম উপস্থিত হইত, ইহারা তাহার মূলে থাকিত। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ আপনার একজন অকর্ম্মণ্য প্রিয়বয়স্ক আজীজ্ হামিদকে মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ কালে, তাহাকে বলিয়া দেন, তুমি আমীরানি সাদা দিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। হতভাগ্য ধারানগরে উপস্থিত হইয়াই আমীরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৮০ জনের প্রাণ বধ করিল। মালব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত আমীরানি সাদা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রত্যেক প্রধান নগরেই ৩০। ৪০ জন করিয়া আমীর থাকিত। সকলেই বাদসাহের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাগণকে দূর করিয়া দিয়া নগর ও রাজকোষ লুণ্ঠন করত বিদ্রোহ উত্থাপিত করিল। বাদসাহ এই বিশাল বিদ্রোহী সেনা তরঙ্গের সহিত প্রায় পনর বৎসর কাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ১৩৫১ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি অতি কষ্টে গুজরাটের বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত দাক্ষিণাত্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তৈমুরলঙ্গ।

মহম্মদের উত্তরাধিকারী ফিরোজ তোগলক প্রথমেই দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গদেশ আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুইবার

অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বাঙ্গালারও স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। গুজরাট ও মালব এক প্রকার স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি যখন যে শাসনকর্ত্তাকেই এই দুই স্থানে পাঠাইয়া দিতেন তাহারাই প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিত। সুতরাং বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা গণ্ডক নদী হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত প্রদেশেই ফিরোজ তোগলক অবিবাদে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে বহু সংখ্যক রাজপুত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। বহু সংখ্যক মসলমান পীর এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া নানাদিকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফিরোজ সাহ্ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি অনেক পথ ঘাট পুষ্করিণী কূপ ও সরাই প্রভৃতি পূর্ত্ত কার্য্য করিয়া দেশের অনেক মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মামুদ তোগলকের রাজত্বের প্রথম ভাগেই মালব ও গুজরাট স্বাধীন হইয়া উঠে; এবং ১২৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খোজা জাহান সরকী দিল্লী রাজ্যের পূর্ব্বাঙ্ক অধিকার করিয়া জৌনপুর নগরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং এই সময়ে পাঠানরাজ্য পঞ্জাব সহিন্দ ও দিল্লী প্রদেশে পর্য্যবসিত হয়।

খৃঃ ১৩৯৮ অব্দে ভারতবর্ষে আর এক মহা উপপ্লব উপস্থিত হইয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ অগণিত তাতার সেনা সমভিব্যাহারে মধ্য এসিয়ার সমস্ত রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া দ্রুতবেগে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বল মামুদ ভয়ে গুজরাটে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দিল্লীরাজ্য তৎ-

কালে অন্তর্বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ; তৈমুরলঙ্গের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। তৈমুরলঙ্গ যে নগর অবরোধ করিতেন তাহারই সমস্ত অধিবাসিগণকে তরবারী মুখে প্রক্ষেপ করিতেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দিল্লী উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত তৈমুরলঙ্গ ৭।৮টী নগর এই রূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন ; অন্যান্য নগরের অধিবাসিগণ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। দিল্লীতে উপস্থিত হইলে নগরবাসীরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তৈমুর নগরবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিবেন, আশ্বাস দিলে, নগরবাসীরা নগরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। তৈমুর দিল্লী প্রবেশ করিয়া আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইহার পরই লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। পাঁচ দিন দিল্লীতে মনুষ্যরক্তে নদী বহিতে লাগিল। শবরাশিতে রাস্তাগুলি এরূপ পরিপূরিত হইতে লাগিল, যে, তাহার উপর, যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। ৫ দিনের পর তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করিলেন। পথে সমস্ত মিরাটবাসীদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া উত্তরমুখে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; তথায় হিন্দুরা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তরবারি হস্তে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে পার্ব্বত্য পথ দিয়া জম্বু নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নৃত্য করিতে লাগিল। মানব সমাজের

যত ভয়ানক শক্র মনুষ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে জঙ্গিস ও তৈমুর প্রধান। নিষ্ঠুরতায় দুজনেই সমান, তবে জঙ্গিস তৈমুরের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। দিল্লী দুই মাস জনশূন্য রহিল। তাহার পর মামুদের মন্ত্রী একবাল দিল্লী অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইল। তখন মামুদ আপন রাজধানীতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নামমাত্র ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতেই দিল্লীতে মুদ্রা প্রস্তুত বন্ধ করা হইয়াছিল, এবং দিল্লীর অধীশ্বর ভারতবর্ষের আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

———

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লী রাজবংশ।

মামুদের মৃত্যুর পর কিছুদিন ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। পরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ সায়দ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। খিজির খাঁ রাজ উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি আপনাকে তৈমুরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা চারি পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। ইঁহাদেরই নাম সায়দবংশ। ইঁহাদের সময়ে রাজ্যসীমা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া দিল্লীর প্রাচীর মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। লোদী বংশীয় পাঠানদিগের সহিত সায়দদিগের বড়ই বিরোধ ছিল। এই বংশীয় বিলোললোদী সহিন্দ ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলে শেষ সায়দ রাজা আলাউদ্দীন, তাঁহার হস্তে দিল্লী সমর্পণ করিয়া, বদাউন নগরে, আপন উদ্যানে, জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম্ম চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন।

বিলোল দিল্লীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই রাজোপাধিধারণ করিলেন, এবং মুলতান রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি মুলতানে পৌছিবার পূর্ব্বে জৌনপুরের সাকারাজ দিল্লী আক্রমণ করায় তিনি মুলতান পরিত্যাগ করিয়া জৌনপুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার পর জৌনপুরের স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস হইল ও সমস্ত রাজ্য দিল্লী রাজ্যভুক্ত হইল। ১৪৭৮। খৃষ্টীয় ১৪৮৮ সালে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সেকেন্দর রাজা হয়। বিহার দেশ দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইনি অত্যন্ত হিন্দুদ্বেষী ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের তীর্থযাত্রা নিষেধ করিয়া ছিলেন। ১৫১৬ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অতি উদ্ধত ও গর্ব্বিত স্বভাবের লোক ছিলেন এবং রাজ্যের প্রধানলোকদিগকে অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছাল্য করিতেন। এইজন্য তাঁহার সময়ে বহুবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জৌনপুর রাজ্য পুনর্ব্বার স্বাধীন হয়। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলতখা লোদী কাবুলাধিপতি তৈমুর বংশীয় বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। বাবর ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া লাহোর অধিকার করিয়া লন। পরে তিনি সারহিন্দ প্রদেশে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম লোদী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। পাণিপথে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী প্রাণত্যাগ করেন এবং বাবর জয়লাভ করেন। ইব্রাহিমের প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। বাবর অবিলম্বে আগরা ও দিল্লী অধিকার করিয়া লন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা।

ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সমসুদ্দীনের সহিত যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হইয়া ১৩৫৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ইহার পর বৎসরেই সমসুদ্দীনের মৃত্যু হয়। সমসুদ্দীন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সমসুদ্দীনের পুত্র সেকেন্দর পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ আদিনা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেকেন্দরের পুত্র ও পৌত্রগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন না। দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ তাঁহার প্রপৌত্রকে বিনাশ করিয়া বাঙ্গালার অধিপতি হন ১৪০৫; এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মনোরঞ্জন করত ৮।৯ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র যত্ন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করত জেলাল উদ্দীন নাম ধারণ করেন এবং পৌত্র আহম্মদ সাহ প্রজাপীড়ন করায় নিহত হন। ১৪৪৫। মুসলমানেরা আবার সমসুদ্দীনের বংশীয় একজনকে রাজা করেন। ইনি ও ইঁহার বংশধরগণ ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহারা খোজা ও হাবসীদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। উহারা এতই পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে পরিশেষে রাজবংশ ধ্বংস করত আপনারাই ৭।৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল। এই সময়ে আসাম বা কমতাপুর এবং ত্রিপুরার হিন্দুরাজারা বাঙ্গালার অনেক

অংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং জৌনপুররাজ বিহার অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সায়দ বংশীয় হোসেন সা, খোজা ও হাবসিদিগকে দমন করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি নিজে সুবুদ্ধি খাঁ নামক একজন কায়স্থের অধীনে কার্য্য করিতেন। হিন্দুদিগের উপর ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ইঁহারই রাজত্বকালে রূপ ও সনাতন দবীরখাস ও সাকরমল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ইনি কমতাপুর রাজ্য ধ্বংস করেন ও উড়িষ্যার সহিত বারম্বার যুদ্ধ করেন; কিন্তু বিহার অধিকার করিতে গিয়া সেকেন্দর লোদীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইঁহার দুই পুত্র নসরৎ ও মামুদ ১৫৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুবিখ্যাত সেরসাহ মামুদকে দূরীভূত করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসাহ দিল্লীর অধিপতি হইলে বাঙ্গালা আবার পাঠান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সের সাহের বংশীয়গণ দিল্লী হইতে দূরীকৃত হইয়াও বাঙ্গালায় রাজত্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; তাহাতে বাঙ্গালায় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। কররাণীবংশীয় সুলেমান এই সমস্ত গোলযোগ নিবারণ করিয়া ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় অধিপতি হন এবং তাঁড়ানগরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন।

কালাপাহাড় নামে সুলেমানের একজন সেনাপতি ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি হিন্দু দেব দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিয়া

উড়িষ্যা দেশ অধিকার করেন এবং জগন্নাথের বিগ্রহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যু হইলে পাঠানেরা তাঁহার ভ্রাতা দায়ুদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দায়ুদ আকবর বাদসাহের সহিত বিবাদ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যচ্যুত হন এবং বাঙ্গালা মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

জৌনপুর।

জৌনপুর রাজ্যের স্থাপয়িতা একজন খোজা ছিলেন। ইহার নাম মালিকসারওয়ার, উপাধি খোজা জাহান। মামুদ তোগলক ইহাকে দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চলের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া মালিক উস্ সর্ক এই উপাধি প্রদান করেন। ১৩৯৪। ইনি অবিলম্বে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আপন পালিত পুত্র মোবারিক্ সাহকে আপন রাজ্য ও উপাধি প্রদান করিয়া যান। এই হইতে সরকী বংশ আরম্ভ হয়। খোজা জাহানকে লইয়া এই বংশে ছয় জন রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্ব বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা হইতে কনোজের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইহারা বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া জৌনপুর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। বিলোল লোদী জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিলেও শেষ রাজা হোসেন সা

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তথায় সেকেন্দর লোদী কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি বাঙ্গালায় পলায়ন করেন। ইহার ৫ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাতেই সর্‌কী বংশ লোপ হয়। সেকেন্দর লোদী জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া সর্‌কী দিগের অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য বিনষ্ট করেন। সর্‌কী বংশ ধ্বংস হইলেও বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্ব কালে পাঠানেরা দরিয়া খাঁ লোহানী ও তাঁহার পুত্র বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে জৌনপুরে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পাঠান বংশীয় সেরসাহ সম্রাট হইলে পর, জৌনপুর রাজ্যের আর কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুলতানরাজ্য।

তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করার পর হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুলতানে অনেক অরাজকতা ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। দিল্লীর অধীশ্বরেরা দিল্লী লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন; দূরবর্ত্তী মুলতানের প্রতি তাঁহাদের বড় লক্ষ্য থাকিত না। ঐ অব্দে মুলতানবাসীরা একত্র হইয়া সেখ্ ইউসফ্‌কে আপনাদের রাজা করেন। ইউসফের শ্বশুর রায়

সেহরা আপন জামাতাকে হত্যা করিয়া ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে মুলতানের রাজা হইলেন। ইনি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন বলিয়া ইঁহাকে ও ইঁহার স্বজাতীয়গণকে লুঙ্গা বলিত। হুমায়ুনের রাজত্ব কালে লুঙ্গাবংশ লোপ প্রাপ্ত হয় এবং মুলতান দিল্লীসাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। যিনি লুঙ্গাদিগের শেষ রাজাকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন, তাঁহার নাম সা হোসেন আরঘুন। সা হোসেনের পিতা সা বেগ আরঘুন, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, সিন্ধুদেশের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সুমানা রাজপুত বংশীয় জাম্ উপাধিধারী রাজগণের জ্ঞাতিবিরোধের সুবিধা পাইয়া ঐ দেশ অধিকার করিয়া লয়েন। তাঁহার পুত্র মুলতান অধিকার করিলে সিন্ধু ও মুলতান এক রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। আরঘুনেরা মুখে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও কার্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গুজরাট।

দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের সেনাপতি মল্লিক কাফুর ১২৯৭ খৃঃ অব্দে গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিয়া বাঘেল মহিষী কমলা দেবীকে আলাউদ্দিনের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি প্রায় একশত বৎসর গুজরাট প্রদেশ দিল্লীর পাঠান সম্রাটদিগের

অধীন ছিল। ইতিমধ্যে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফাহৎ উলমুলুক দেব মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি হিন্দুদিগের সন্তোষকর কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে ছিলেন ; তাহাতে দিল্লীর সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করত পাণিপথ নিবাসী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী একজন রাজপুতকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ইহার নাম জাফর। ইনি মোজাফর নাম ধারণ পূর্ব্বক গুজরাটে প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজা হয়েন, এবং হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংস ও তীর্থাদি অপবিত্র করত মুসলমান ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র আমেদ অনহিলবারা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আমেদাবাদে লইয়া যান। আমেদের নামানুসারেই উহার নাম আমেদাবাদ হইয়াছিল। তিনি এই নগর নানা সুরম্য প্রাসাদ ও মসজিদে এরূপ সুশোভিত করিয়াছিলেন যে অদ্যাপি উহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান সৌন্দর্য্যশালী নগব বলিয়া বিখ্যাত আছে। মালবের সুলতান হোসঙ্গ সা ও খান্দেশের ফেরুকীরাজগণের সহিত আমেদের অনেক বার যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই গুজরাটপতি জয় লাভ করিয়াছিলেন। আমেদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে মামুদ বিগারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাটস্থিত দুইটি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া জুনাগড় বা গিরিব্রজ ও চম্পানগর নামক দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বয় অধিকার করেন। ইনিও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। মামুদ বিগারার উত্তরাধিকারী মোজফার মান্দূনগর অধিকার করিয়া মালব দেশের মুসলমান রাজাকে একান্ত পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তিনি

জলযুদ্ধে পটু ছিলেন এবং পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গুজরাটের মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে বাহাদুর সাহ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জৌনপুর রাজ্য প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-বাসী ওমরাওগণ তাঁহাকে আহ্বান করায় তিনি গুজরাটে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং ১৫২৬ সালে গুজরাট সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অবিলম্বে মালবপতি সুলতান মামুদ খিলিজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে মালবের স্বাধীনতা লোপ পায় এবং মালব প্রদেশ গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হয়। চিতোরাধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহ মালবরাজের সহায়তা করায়, বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন, এবং উক্ত নগর সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন। চিতোরের রাজপুত কামিনীগণ মুসলমান হস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুষ্কর জহরব্রত অনুষ্ঠান করেন। মৃত রাণা সংগ্রামসিংহের মহিষী কর্ণাবতী হুমায়ুনকে ধর্ম্মভ্রাতা সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকটে "রাখি" প্রেরণ করেন। হুমায়ুনও ধর্ম্মভগ্নীর রক্ষার্থ সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে বাহাদুর সাহের শাসনকর্ত্তাকে দূরীভূত করিয়া গুজরাটে আগমন করেন, এবং বিপুল বিক্রমের সহিত দুর্ভেদ্য চম্পানগরের দুর্গ অধিকার করত গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং গুজরাট আরও ৬৭ বৎসর স্বাধীন থাকে।

হুমায়ুনের আক্রমণে পরাজিত ও ভগ্নপ্রভাব হইয়া বাহাদুর সাহ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা সোমনাথপত্তনের সমীপবর্ত্তী দিউ নামক একটি স্থান অধিকার করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু বাহাদুর সাহ কিছুতেই ঐ স্থান তাহাদিগকে অধিকার করিতে দেন নাই। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় তিনি উক্ত স্থান পর্ত্তুগীজদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। পরে যখন অল্প দিনের মধ্যেই হুমায়ুনের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল, তখন তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা তাঁহা অপেক্ষাও ধূর্ত্ত। উহারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া জাহাজে লইয়া গেল এবং সেই খানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহার পর গুজরাটের ইতিবৃত্তে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে শেষ রাজা তৃতীয় মোজাফর সাহ সম্রাট আকবরের হস্তে গুজরাট সমর্পণ করিয়া, আকবরের রাজসভায় একজন সদস্য হইলেন। এইরূপ ৯ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া রাজসভা হইতে পলায়ন করত কাটিয়ারের হিন্দুরাজা রায় সিংহের আশ্রয়ে নিজ হতভাগ্য জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন।

গুজরাটের সুলতানগণ বোখারা দেশীয় মোল্লাদিগের অত্যন্ত বশীভূত ছিলেন এবং হিন্দু প্রজাগণের উপর ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মালব ও খান্দেশ।

মালব। সম্রাট ফিরোজ তোগ্‌লকের রাজত্বকালে দেলো-য়ার খাঁ ঘুরী মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হয়েন। দামস্কসের ঘুরী সুলতানগণ ইঁহার আদিপুরুষ। ইনি অল্পদিনের মধ্যেই মালব প্রদেশে স্বকীয় স্বাধীনতা স্থাপন করেন; এবং উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া মান্দুনগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। দেলোয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মান্দুনগর সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত ও সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র হোসঙ্গ বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেন, কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। হোসঙ্গের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই ঘুরীবংশ নির্ব্বংশ হয়, এবং খিলিজী বংশীয় মামুদ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি আজমীর, কেরোলি, ও রণস্তম্ভপুর নগর সমূহ অধিকার করিয়া রাজপুতদিগকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ খিলিজী ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন রাজার সময়ে মালব বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৫১২ খৃঃ অব্দে নাসিরুদ্দীন খিলিজীর মৃত্যুর পর, উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, তাহাতে মেদিনীরায় নামক একজন রাজপুত সেনানী মালব

রাজ্যের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া উঠেন। সাক্ষীগোপাল রাজা মামুদ খিলিজী মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তনায় রাজপুতদিগকে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা করায়, তাঁহার এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইল, যে তিনি পলায়ন করিয়া গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুজরাট-রাজ মোজাফর মান্দূনগর অধিকার করত মামুদকে স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। মেদিনীরায় পলায়ন করিয়া চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া যে সকল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মালবপতি আহত হইয়া সংগ্রাম সিংহের বন্দী হয়েন। সংগ্রাম সিংহ সুচিকিৎসা দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্য করিয়া সসম্মানে নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। একজন ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, মুসলমান যদি এইরূপ কোন হিন্দুকে বন্দী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, হয়, তাহার প্রাণনাশ করিতেন, নতুবা বিপুল নিষ্ক্রয় লইয়া তাঁহার প্রাণদান করিতেন। মামুদের সহিত বাহাদুর সাহের বিবাদ হওয়ায়, কিরূপে মালব গুজরাট-রাজ্য ভুক্ত হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

খান্দেশ। সম্রাট ফিরোজ তোগলক মল্লিক-রাজা ফেরুকীকে খান্দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ফেরুকীরা বোগ্‌দাদের অন্যতম খলিফার বংশ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতেন। ফিরোজ তোগলকের মৃত্যুর পর, মল্লিক রাজা আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্র নাসীর বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে আসীরগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। বহুকাল অবধি এই দুর্গ আহিরীদিগের রাজধানী ছিল। ফেরুকীগণ মোল্লাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি

করিতেন। আসীরগড় অধিকৃত হইলে তাঁহারা দুইজন মোল্লার নামানুসারে দুইটি নগরের নামকরণ করিলেন। একটির নাম জৈনাবাদ, অপরটির বুর্হানপুর। বুর্হানপুর ক্রমে খান্দেশের রাজধানী হইয়া উঠিল এবং বিচিত্র সৌধমালায় শোভিত হইয়া ফেরুকীদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিল।

বাদসাহ আকবরের সময় খান্দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। নিকটবর্ত্তী মুসলমান রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাহ, সন্ধি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণের স্বাধীনতা হরণ ভিন্ন ফেরুকীদিগের রাজত্বকালের আর কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা দৃষ্ট হয় না।

সপ্তম অধ্যায়।

বামনী রাজ।

১৩৩৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলকের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্য রাজ্য কিরূপে দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হোসেন গঙ্গু যে রাজবংশ স্থাপন করেন তাহার নাম বামনী বংশ। যে ব্রাহ্মণ দিল্লীতে হোসেনের প্রভু ছিলেন হোসেন তাহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মুসলমানের অধীনে হিন্দুর উচ্চতম কর্ম্মলাভের এবং হিন্দু ও

মুসলমানে পরস্পর সদ্ভাবের এই প্রথম সূত্রপাত। বামনীগণের প্রথম রাজধানী কোলবর্গ এবং দ্বিতীয় রাজধানী বিদর। বিদর প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা তৈলঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণসীমা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমসীমা সমুদ্র এবং উত্তরসীমা মালব। ইহাদিগকে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, এবং বিজয়নগর ও তৈলঙ্গ দেশের রাজাদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইতে হইত।

১৩৫৮ খৃঃ অব্দে হোসেন গঙ্গুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহম্মদ সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি তৈলঙ্গ রাজার ভ্রাতা বিনায়ক রায়কে পরাস্ত করত গোলকুণ্ডা দুর্গ আত্মসাৎ করেন। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। একদিন বাইনাচ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বিজয়নগরের রাজার উপর নৃত্যকারিণীদিগকে বক্সীস দিবার হুকুম জারী করেন। স্বাধীন হিন্দুরাজ এই অপমানে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সসৈন্যে মুসলমান রাজ্যে প্রবেশ করত কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী রাইচর দোয়াব অধিকার করেন, এবং তথাকার প্রধান নগর মুগ্দুলের সমস্ত অধিবাসীদিগের প্রাণ সংহার করেন। মহম্মদের নিকট এই সংবাদ পঁহুছিলে তিনি যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে লক্ষ হিন্দুর মস্তকচ্ছেদন না করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন না। হিন্দু সেনাপতি ভোজমল্লও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মুসলমানরাজের মস্তক বল্লমের অগ্রে না আনিতে পারিলে তিনি বিজয়নগরে আসিবেন না। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম যুদ্ধেই হিন্দুরা পরাভূত হইলেন এবং তাঁহাদের তোপখানা মুসলমানের হস্তগত হইল। ভারতীয় যুদ্ধ

বিগ্রহে তোপখানার ব্যবহার এই প্রথম। মুসলমানেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বিজয়নগরের সমীপবর্ত্তী হইলে রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, এবং নৃত্যকারিণীদিগকে বক্সীস দিয়া বিদায় করিলেন। এই যুদ্ধে লক্ষাধিক হিন্দুর প্রাণনাশ হয়। মহম্মদ বহুকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া এবং নানা উপায়ে রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করত ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বামনী সুলতান ফিরোজ সাহের রাজত্ব সময়ে মুগ্দুলে একজন স্বর্ণকারের একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বিজয় নগরের রাজা তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এক-দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে কন্যা পলায়ন করিয়া ফিরোজ সাহের শরণাপন্ন হয়। এই সূত্রে বিজয়নগরাধিপতির সহিত বামনীদিগের আবার যুদ্ধ হয়। হিন্দুরাজ এবার বিজয়-লাভের বিলক্ষণ আশা করিয়া ছিলেন, কারণ ফিরোজ সাহ তৈমুরলঙ্গের নিকট সাহায্যার্থ দূত প্রেরণ করায় গুজরাট ও মালবের রাজগণ ভীত হইয়া বিজয়নগরাধিপ দেবরায়কে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদের সহায়তা না পাওয়ায়, রাজা দেবরায় ফিরোজকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪২২ অব্দে ফিরোজ সাহের মৃত্যু হয়।

ফিরোজের ভ্রাতা আহম্মদ সাহা নাম ধারণ করত সিংহাসনা-রোহণ করিয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনিও একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি বিশ হাজার হিন্দুর প্রাণবধ করিতে পারিলে তিন দিবস উৎসব করিতেন;

এইরূপে তিনি যে কতবার উৎসব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তিনি বিদর নগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান, এবং ১৪৩২ সালে পরলোক গমন করেন।

তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন রাজা হইয়া কোঙ্কন দেশ অধিকার করেন এবং তত্রত্য স্বাধীন হিন্দুরাজগণকে কর দিতে বাধ্য করেন। তিনি কোঙ্কনরাজের এক কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার নাম "পরিচেহারা"। শাসনকার্য্যে আলা অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন; এবং মাদক সেবন নিবারণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পান। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সাহ সুলতান হইয়া খোজা মহম্মদ গাওয়ানকে প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করেন। হুমায়ুন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার নামে সকলেরই হৃৎকম্প হইত।

বামনী রাজ্যের এই অভ্যুত্থানের সময়েই তথাকার মুসলমানগণের মধ্যে দুইটি প্রবল বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল বৈদেশিক ও অপর দল দক্ষিণী মুসলমান। প্রথমোক্ত দলের লোক পারস্য, আরব, তুরস্ক ও মিসর প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বামনী রাজ্যে বাস করিত; দ্বিতীয় দলের অধিকাংশই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু ও আবিসিনীয়াদিগের বংশধর। আলাউদ্দীন পুত্রদিগের নাবালকতাবস্থায় রাজ্যরক্ষার্থ যে তিন ব্যক্তির উপর ভার দিয়া যান, তন্মধ্যে মহম্মদ গাওয়ান বৈদেশিক দলের এবং খোজা জেহান তুর্ক দেশীয় দলের নেতা। সুলতানের মাতা ইহাদিগকে আপনার বশে রাখিয়া বিপক্ষরাজগণকে দমন ও স্বরাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। কিন্তু খোজা জাহান তুর্ক সুযোগক্রমে মহম্মদ গাওয়ানকে দূরদেশে প্রেরণ করিয়া বেগমের

সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। নিজাম সাহ বালক হইলেও প্রকাশ্য দরবারে, খোজা জাহানকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। এই অবধি মহম্মদ গাওয়ান বামনী সুলতানের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন। মুসলমানদিগের মধ্যে মহম্মদ গাওয়ানের মত নির্লোভ, নিরহঙ্কার, বিদ্বান ও বিবেচক লোক অতি বিরল। তিনি সওদাগররূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নিজের ক্ষমতাবলে বামনী রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়াদি স্থাপন, বিদ্বান ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহারই ভুজবীর্য্যবলে বামনীগণ তৈলঙ্গ রাজ্য ধ্বংস করত বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বামনী রাজ্যের প্রান্তস্থিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য তাঁহারই প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া সুলতান নিজামের রাজ্যভুক্ত হয়। এতৎকালাবধি বালেশ্বরের নিকট হইতে কুমারিকা বেষ্টন করিয়া বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল ভাগ অবিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুদিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এই সময়েই উত্তর সরকার প্রদেশ ও কোঙ্কন মুসলমান রাজ্যভুক্ত হওয়ায় হিন্দুরাজ্য সমূহ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়েই মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম কাঞ্চী নগর আক্রমণ করেন, এবং তথাকার বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া অপরিমিত মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করেন। আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান মহম্মদ সাহ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; তিনি স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া "গাজী" উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই

উক্ত হইয়াছে, বামনী রাজ্য স্থাপয়িতা হোসেনের প্রভু ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে বামনী রাজ্যে এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হত্যা হয় নাই। মহম্মদ সাহ ব্রহ্ম হত্যা করায় অনেকে মনে করিয়াছিল, যে এ রাজ্য আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। ফলতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। মহম্মদ গাওয়ান সুবিস্তীর্ণ বামনী রাজ্যের রাজস্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন বিচার, শিক্ষা ও সৈনিক বিভাগেও তিনি অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু করিলে কি হয়, দক্ষিণী মুসলমানেরা তাঁহার প্রবল শত্রু ছিল। উহাদিগের নেতা নিজাম উলমুলুক এক দিন একখানি জালচিটি মহম্মদ গাওয়ানের স্বাক্ষরিত বলিয়া নিজাম সাহের হস্তে অর্পণ করেন; তাহাতে সাহ এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন যে, মহম্মদ গাওয়ান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র নিজাম তাঁহার প্রাণনাশের আজ্ঞা দেন। মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুতেই বামনী রাজ্যের ধ্বংস হয় বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কারণ, তাঁহার মৃত্যুর পরই, তাঁহার পালিত পুত্র ইউসফ আদিল খাঁ বিজাপুরে স্বাধীন হইলেন। ইমাদউল্‌মূক বেবারে স্বাধীন হইলেন। ১৪৮৯। মহম্মদসাহ আপন রাজ্যে আপন ক্ষমতা বিলুপ্ত প্রায় দেখিয়া শোকে, ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর হইতে,নিজাম উলমুলুক বিদরে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সহসা তৈলঙ্গদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং তৎকালীন সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ সাহ যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। নিজাম উলমুলুক তাঁহাকে শিবিরে রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কোষাগার হইতে

সমুদয় অর্থ লইয়া আপন পুত্র ও অনুচরবর্গকে বিতরণ করিলেন; এবং তথা হইতে আপন জায়গীরে গমন করত স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদরের গবর্ণর পসন্দ খাঁ এই সকল সংবাদ সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলে, সুলতান নিজাম উলমুলুককে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। হত্যা কাণ্ড শেষ হইয়া গেল; নিজামের পুত্র মল্লিক আমেদ সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া জুনের নামক স্থানে গমন করতঃ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। আমেদনগরে নিজাম সাহী রাজবংশের উৎপত্তি হইল। নিজাম উলমুলুক নিজে একজন ব্রাহ্মণ পাটওয়ারির সন্তান, সুতরাং তাহার পুত্রের রাজ্যে হিন্দুদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

মহম্মদ সাহ নিজ রাজ্য উদ্ধারের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নানা দেশ হইতে গায়ক, বাদ্যকর ও নৃত্যকারিণী আনাইয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বেরার, বিজাপুর ও মহারাষ্ট্রদেশ এইরূপে হস্তচ্যুত হইলে বিদর, তৈলঙ্গ, ও উত্তর সরকার মহম্মদ সাহের অধীন রহিল। ১৫১২ খৃঃ অব্দে উত্তর সরকার ও তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুতব উলমুলুক স্বাধীন হইলেন। অবশিষ্ট বিদর প্রদেশে বামনী রাজগণ নামে মাত্র ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা থাকিয়া পরাক্রান্ত মন্ত্রী আমীর বারিদের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি বারিদ সাহী বংশ বিদরের রাজা হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

বেরার ও বিদর।

বেরারের ইমাদসাহী রাজগণ।

ফতেউল্লা ইমাদ সাহ খৃষ্টীয় ১৪৮৯ অব্দে বেরারে একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইহার নিবাস কর্ণাটদেশে, ইনি হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। মহম্মদ গাওয়ান ইহার মুরুব্বি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে বেরারের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুরম্য গিরিদুর্গ গোয়ালগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। বামনীরাজগণ বেরার অধিকারের কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু আমেদ নগরের রাজগণ অনেক বার ইমাদসাহী রাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইজন্য ১৫২৭ খৃঃ অব্দে ইহারা গুজরাটরাজের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। দক্ষিণের মুসলমান ও হিন্দুরাজগণ কখন যে কাহার সহিত সন্ধি করিতেন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, বুঝা যায় না। ১৫৬৫ সালে যখন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান রাজগণ সমবেত হইয়া বিজয় নগররাজকে তালিকোটের ভীষণ সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করেন, তখন বেরাররাজ আমেদনগররাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আদিল সাহীরাজ

যখন হিন্দু রাজ্যটী আপন রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; নিজামসাহীরাজ তাহাতে বাধা দিলেন। তাহাতে উভয়ে এই সন্ধি হইল, যে আদিলসাহী রাজা হিন্দুরাজ্য অধিকার করিবেন এবং নিজামসাহী রাজা বেরার অধিকার করিবেন। এইরূপে বেরার আমেদনগর রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু বেরার রাজের মন্ত্রী তুর্ফান খাঁ আকবরের শরণাগত হইলেন। ১৫৭২।

বিদরের বারিদসাহী রাজবংশ।

বামনী রাজ্যের শেষ মন্ত্রী কাসিম বারিদ অত্যন্ত চতুর, কার্য্যকুশল, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোক ছিলেন। তিনি নানা কৌশলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যগুলি আবার বামনী রাজ্যভুক্ত করিয়া আপনার প্রভুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, তাঁহার পুত্র বামনী বংশের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, লোপ করতঃ স্বয়ং রাজা হইলেন। ১৫২৭। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই বিজাপুরের রাজা বিদর অধিকার করতঃ উহা আমীর বারিদকে প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি বারিদসাহীগণ বিজাপুরের অধীনভাবে ১৬০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

নবম অধ্যায়।

আমেদনগরের নিজামসাহী রাজবংশ।

বেরারের অন্তর্গত পুত্রী নামক স্থানে এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে নিজাম উলমুলুকের জন্ম হয়। তিনি যুদ্ধে বন্দী হয়েন এবং বিপক্ষেরা তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। মহম্মদ গাওয়ান তাঁহার কার্য্যকুশলতা দৃষ্টে তাহাকে উচ্চ পদ প্রদান করেন এবং তদবধি দেশীয় মুসলমানেরা তাঁহাকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া বোধ করিত। তিনি যে কৌশলে মহম্মদ গাওয়ানের প্রাণসংহার করেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ২।৩ বৎসরের মধ্যে নিজেও গুপ্তঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার পুত্র আমেদ পৈতৃক জায়গীর জুনের নগরে গিয়া, আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আমেদ নগর সংস্থাপন করত তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। ইনি দৌলতাবাদের স্বাধীনপ্রায় জায়গীরদারদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করেন। পৈতৃক গ্রাম পুত্রীর অধিকার লইয়া বেরাররাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তিনি ঐ গ্রাম অধিকার করিয়া আপনার ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণকে বেরারের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে বেরাররাজ গুজরাটের শরণাপন্ন হওয়ায় গুজরাটের সহিত নিজামসাহী-দিগের যুদ্ধ হয় এবং গুজরাটপতি বাহাদুর সাহ আমেদ নগরের

উপর আপনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু নিজামসাহীগণ অচিরকাল মধ্যে আবার স্বাধীন হয়েন। ইহারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদাই প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ বিজয়নগরপতির সহিত মিলিত হইয়া নিজামসাহীরাজকে অত্যন্ত হীনবল করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৫৬৫ অব্দে ইহারাই আবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া সমস্ত মুসলমানরাজগণকে সমবেত করিয়া বিজয় নগর রাজ্য ধ্বংস করেন। কিন্তু পাছে, হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়া বিজাপুর প্রবল হইয়া উঠে, এই ভয়ে, ইহারা আবার বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন এবং এই সুযোগে বিজয়নগরের অধীন হিন্দুরাজগণ আপন আপন রাজ্যে বলবৃদ্ধি করেন। আমেদনগরের রাজগণ সহ্যপর্ব্বতস্থিত মহারাষ্ট্রগণের বহুসংখ্যক গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। ইহারা হিন্দুদিগকে রাজ্যসংক্রান্ত উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। কুমারসেন বহু দিবস "পেশোয়া" ছিলেন এবং শেষ অবস্থায় এই রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গোয়ার পর্ত্তুগীজ দিগের সহিতও ইহাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমান সেনাপতি পরাজিত হন। পোর্ত্তুগীজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করে ও তথায় তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। এ রাজ্যের মুসলমানদিগের মধ্যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দুইটি দল হয়। একদল আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করায়, তিনি আমেদ নগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। আমেদনগরের কন্যা ও বিজাপুরের পুত্রবধূ, চাঁদ সুলতানা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতেই মোগলেরা আমেদনগর

অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রাজধানী অধিকার হওয়ার পরেও নিজামসাহীগণ প্রায় ৪০ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে একজন আবিসিনীয় তাঁহাদের প্রধান-সহায় ছিলেন। ইঁহার নাম মালিক আম্বর। ইঁহার রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ১৬৩৬ অব্দে নিজামসাহীর বংশলোপ হয় এবং সমস্ত রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

দশম অধ্যায়।

গোলকণ্ডার কুতবসাহীরাজবংশ।

মহম্মদ গাওয়ান কুতুবউদ্দীনকে গোলকণ্ডার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুতুব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আপনার শাসনাধীন প্রদেশে গমন করেন। কাসিমবারিদ যতদিন জীবিত ছিলেন। গোলকণ্ডাপতি ততদিন বামনীরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫১২ সালে কাসিমের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন হয়েন। ইঁহারা ছয় জনে ১৭৬ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রায় সকল রাজারই অপঘাতে মৃত্যু হয়। ইঁহাদের তিন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা তাঁহাদের রাজ্যগুলি একে একে অধিকার করিয়া লয়েন। আমেদসাহ

বামনী কাকতেয় রাজ্য ধ্বংস করিলেও ওরঙ্গল বহুদিন হিন্দু-দিগের অধীন ছিল। কুতব সাহ ঐ নগর অধিকার করেন। ইঁহারা তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ের রাজধানী রাজমহেন্দ্রী ইঁহারাই অধিকার করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত মুসলমান অধিকার বিস্তৃত করেন। গোলকণ্ডা ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু এই নগর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, ইঁহারা হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করত, তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। পঞ্চম রাজা আবদুল্লা কুতব সাহের কর্ম্মসচিব মীরজুম্লা স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। আবদুল্লা ইঁহাকে কর্ণাটদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সমূহ স্ববশে আনয়নার্থ প্রেরণ করেন। এই কার্য্যে জুম্লা কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন। রাজা দেখিলেন, জুম্লাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি উহার সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। জুম্লা সন্ধান পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের শরণাগত হইলেন এবং কুতবসাহী বংশ ধ্বংস করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীব কিন্তু সম্রাট্ হইয়া জুম্লাকে দক্ষিণে রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারে, দেখিয়া তাঁহাকে সুবেদার করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কুতবসাহীরাজ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এই সকল ঘটনার পর ইঁহারা আর প্রায় ২৫ বৎসর স্বাধীন ছিলেন। ১৬৮৮ অব্দে ইঁহাদের রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বিজাপুর আদিলসাহী রাজবংশ।

বামনীরাজ্য ধ্বংসের পর যে কয়টী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে বিজাপুর রাজবংশ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। এই বংশের আদিপুরুষ ইউসফ আদিল সাহ্ কনস্তান্তিনোপলের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন বলিয়া তথাকার সম্রাট্ মহম্মদ ইহার প্রাণনাশের আজ্ঞা প্রদান করেন। স্বীয় জননীর কৌশলে কোনরূপে পলায়ন করিয়া ইনি পারস্থে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় স্বপ্ন দেখেন যে ভারতবর্ষে যাইলে রাজা হইতে পারিবেন এবং তদনুসারে ভারতবর্ষে আসিয়া মহম্মদ গাওয়ানের ক্রীতদাস হয়েন। গাওয়ান ইহার সদ্গুণ পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া ইহাকে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা ও সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন, এবং আপন পোষ্য পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। মহম্মদ গাওয়ানের হত্যাকাণ্ডের পর ইউসফ বিজাপুরে প্রত্যাগমন করেন ও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশীয় মুকুন্দ রাও নামক এক জন সামন্ত নরপতির ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমণী পরিণামে বুবুজী খান্নম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইউসফ স্বাধীন হইলে কাসিম বারিক আমেদ নগর ও বেরারের রাজগণের সহিত

মিলিত হইয়া উত্তর দিক হইতে বিজাপুর রাজধানী আক্রমণ করেন এবং বিজয়নগর সেনাপতি তিম্বরাজ দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করেন। ইউসফ প্রথমতঃ তিম্বরাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শিবির লুঠ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় আড়াই কোটী টাকা প্রাপ্ত হয়েন। ১৫১০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা গোয়া আক্রমণ করিলে,ইনি তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫১৬ অব্দে গোয়া পুনরায় পর্ত্তুগীজদিগের হস্তগত হয়। বহুদিন পারস্য দেশে বাস করায় সিয়াদিগের প্রতি ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং এইজন্য তিনি বিজাপুরে সিয়ামত প্রচলিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি। সুন্নিরা এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ছিল। কোন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দ্বেষ ছিল না। হিন্দুদিগের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ও তাঁহাদেরই ভাষায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বিজাপুরে বহুতর সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহার দুর্গপ্রাচীর দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন।

প্রথম হইতে বিজাপুর রাজ্যে মুসলমানদিগের মধ্যে দুইটি দল হয়, একটী দেশীয় ও একটী বিদেশীয়, দেশীয় মুসলমানেরা আদিলসাহী বংশের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। ইউসফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইস্মাইলের নাবালকতাবস্থায় দেশীয় মুসলমানেরা প্রবল হইয়া ইস্মাইলের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বুবুজী খানুমের সতর্কতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি দেশীয় মুসলমানদের নেতৃগণকে দূরীকৃত করিয়া বিদেশীয় গণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইস্মাইল বাল্যকাল

হইতেই কি রাজকার্য্যে, কি যুদ্ধকার্য্যে, অত্যন্ত দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর ভিন্ন তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ মুসলমান রাজা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রথম হইতেই আমীরবারিদ ইঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইনি প্রতিযুদ্ধেই তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, ক্রমে, তাঁহার আশ্রয় স্থান বিদর নগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন; এবং আমীর বারিদকে বন্দীকৃত করেন। ইহার পরে আমীর বারিদ ও তাহার বংশীয়গণ বিজাপুরের অধীন ভাবেই কালাতিপাত করেন। আমেদ নগরের রাজা বুর্হান নিজাম সাহ ইস্মাইলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। বর্হান সাহ ইস্মাইলের ভগিনীপতি ছিলেন। এই পরাজয়ের পর শ্যালক ও ভগিনীপতিতে যুক্তি হইল, যে বুর্হান নিজাম সাহ বেরার অধিকার করিয়া লইবেন ও ইস্মাইল গোলকণ্ডা অধিকার করিবেন। গোলকণ্ডা আক্রমণ করিতে গিয়া ইস্মাইল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন ও প্রাণত্যাগ করেন। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দ। ইস্মাইল আপন রাজ্য হইতে সিয়া ধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বুবুজী খান্নম্ ইব্রাহিম আদিল সাহকে রাজা করেন। তিনি বিজয় নগর ও আমেদ নগরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র আলি আদিল সাহ রাজা হইয়া বিজয়নগররাজ রামরাজের সহিত মিলিত হন। এবং ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে আমেদ নগর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন; তাহাতেই বিরক্ত হইয়া সমস্ত মুসলমান রাজগণ মিলিত হইয়া বিজয় নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে

তালিকোটের ভীষণ যুদ্ধে রামরাজ পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত ও বিদ্ধস্ত হয়। বিজয়নগর ধ্বংস হইলেও আমেদ নগর ও বিজাপুরে পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে আলি আদিল সাহ ও মর্ত্তুজা নিজাম সাহ একত্রিত হইয়া গোয়া নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। বিজয় নগর ধ্বংস হইলেও মুসলমানেরা ঐ রাজ্যের অতি অল্পভাগই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিজয় নগরের সামন্ত নরপতিগণ এক্ষণে স্বাধীন হইয়া আপন আপন রাজ্য রক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৫৭৯ অব্দে একজন খোজা আলিআদিল সাহের প্রাণ সংহার করে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা মহিষী চাঁদ বিবি তাঁহার শিশু পুত্র ইব্রাহিমের অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যাহাকেই প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেন, সেই সর্ব্বে সর্ব্বা হইবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। দেশীয় মসলমান ও আবিসিনীয় দলে সর্ব্বদাই বিবাদ হইত এবং গোলকণ্ডা ও আমেদ নগরের রাজগণ ইহাদের সহায়তা করিতেন। যাহা হউক ১৫৮৪ অব্দে চাঁদ বিবি আমেদ নগরে তাঁহার পিতৃকুলে গমন করেন। তথায় তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন পৈতৃক রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

এদিকে ইব্রাহিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুষ্ট মন্ত্রীদিগকে দূরীভূত করতঃ বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কলহপ্রিয় নিজামসাহীগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিত ;

এই জন্য ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর আমেদনগর জয়ার্থ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলে, ইব্রাহিম তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং তাহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইব্রাহিমের পর, আর তিন জন রাজা বিজাপুরে রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন এবং শিবজীর অধীনে সেতারা রাজ্য সংস্থাপন করেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, এই রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পাঠান সভ্যতা।

মহম্মদ তোগলকের সময় দিল্লীর পাঠানসাম্রাজ্য হীনবল হইতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা লোপ হইয়া যায়। পাঠান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বার তেরটি মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হয়। পাঠানেরা দুই পাঁচটী সৈনিক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুদিগকে শাসনে রাখিতেন; রাজ্যসম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয়, শাসনসম্বন্ধীয়, কোন কার্য্যেই তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল বিষয়ে হিন্দুরা যেরূপে পারিত চালাইয়া লইত। পাঠানেরা লুঠপাঠ করিয়া টাকা আনিতেন, মোগল ও হিন্দুদিগের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন, এবং আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতেন; কিন্তু প্রাদেশিক রাজ্য

সমূহ স্বাধীন হওয়ায় মুসলমানদিগের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইল। উহাদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইতে হইল ও দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইল। যেখানে মোল্লারা প্রবল লোক সেখানে অনেক দেশীয় লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই আপন ধর্ম্মে রহিল। সমতল ভূমিতে হিন্দুদিগের রাজা ছিল না। কিন্তু এই গুলিই হিন্দু সভ্যতার আকর। এই জন্য হিন্দুরা আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য কঠিনতর সমাজ শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের স্মৃতি গ্রন্থগুলি অধিকাংশই এই সময়ে সঙ্কলিত হয়। মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতি মিশ্র, আচার্য্য চূড়ামণি, প্রতাপ রুদ্র, ও রঘুনন্দন এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া যান। রাজহীন হিন্দুগণ এই সকল বিধি ব্যবস্থার বলেই আজও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর উপপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। মুসলমানদিগের সংস্রবে অনেক হিন্দু একেশ্বরবাদী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে নূতন নূতন প্রকারের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা হিন্দু সমাজ শাসনের বিরোধী ছিলেন না। ইঁহারা হিন্দু সমাজে থাকিয়াই লোক সমূহকে বৈরাগ্য পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন; অনেক গৃহস্থ বৈরাগীর চেলা হইত। খৃঃ পূঃ পাঁচ ছয় শতাব্দীতে যেরূপ হইয়াছিল, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও তাহাই হইল। ব্রাহ্মণ ও বৈরাগী দুইপ্রকার উপদেষ্টা হইল। সেকালের ও একালের বৈরাগীতে প্রভেদ এই যে সেকালের

বৈরাগীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন না; কিন্তু একালের সকলেই একেশ্বরবাদী হইলেন। সেকালের ন্যায় একালেও বৈরাগীর চেলারা স্ব মত প্রচারার্থ দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিল। সেকালে যেরূপ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের চেষ্টায় প্রাকৃত ও পালি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; একালেও সেইরূপ নানক, কবীর, চৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতির শিষ্যগণ পাঞ্জাবী, হিন্দী, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী ভাষার বহুল প্রচার করিয়া তুলিল।

প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যসমূহের দ্বারা হিন্দুদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি গুলি অধিকাংশই পাঠানদের করকবলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গম মরুভূমি, নিবিড় কানন, দুস্তর জলরাশি, অগম্য পর্ব্বতমালা, ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ আশ্রয় করিতে বহুসংখ্যক হিন্দু নরপতি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেগুলি একে একে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। গুজরাটে জুনাগড় ও চম্পানগর; মালবে রায়সিন ও রণস্তম্ভপুর; বাঙ্গালায় কমতাপুর ও কুমিল্লা; জৌনপুরে কাল্পি ও মিথিলা; খান্দেশে আসীরগড়; বেরারে গোয়ালগড়; তৈলঙ্গে কার্লি ও ওরঙ্গল; দ্রাবিড়ে রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান হিন্দু স্বাধীনতার শেষ গৌরব এই সময়েই বিলুপ্ত হয়। বিজয় নগর ধ্বংস হইলেও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে মুসলমানের অধিকার বিস্তীর্ণ হয় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিজয় নগর।

দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য লোপ পাইলে যেমন কয়েকটি মুসলমান রাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠে, তেমনি কয়েকটি হিন্দুরাজ্যও প্রবল হয়। ইহাদের মধ্যে বিজয় নগর, মেওয়ার, উড়িষ্যা ও বাঘেলখণ্ড প্রধান। বিজয় নগর দক্ষিণ ভারতবর্ষে, মেওয়ার ও বাঘেলখণ্ড মধ্যদেশে, এবং উড়িষ্যা পূর্ব্ব ভারতে। চারিটিরই উৎপত্তি পাঠান রাজত্ব সময়ে এবং চারিটিই মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিজয় নগর। আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুর দ্বারসমুদ্রের বল্লালবংশীয় রাজগণকে উৎসাদিত করিয়া একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও অপরদিকে মলয়বর আক্রমণ করিলে পর, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজগণ কিছুদিন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু কএক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা আবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। তখন দক্ষিণ ভারতে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ, প্রাচীন রাজগণ, এবং নূতন নূতন রাজ্যলিপ্সু সেনাপতিগণ স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনার্থ বদ্ধপরিকর হয়েন। এই ঘোর অরাজকতার সময়ে বিজয় নগরের রাজবংশের উৎপত্তি। এই

বংশের আদিপুরুষ বুক্ক, তাঁহার পুত্র সঙ্গম, ও তাহার দুই পৌত্র হরিহর ও বীর বুক্করায়। মহামণ্ডলেশ্বর নামে ভূষিত হইয়া ১৩৩৬ হইতে ১৩৭৯ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারা যে কেবল নানাদেশ জয় করিয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এমন নহে, ইহারা হিন্দুধর্ম্মেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। হরিহর ও বীর বুক্করায়ের প্রধান অমাত্য মাধবাচার্য্য সমস্ত বেদের টীকা রচনা করেন ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়া যাহাতে হিন্দুগণ আবার বেদোক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন,তাহার সবিশেষ চেষ্টা করেন। মাধবাচার্য্য যে শুদ্ধ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এমন নহে। তিনি গোয়ানগর হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। বীরবুক্কের পুত্র হরিহরের সময়ে বামনী বংশীয় মুসলমানগণ বিজয়নগর আক্রমণ করেন। বিজয় নগরের সহিত মুসলমানগণের বৈরীভাব বরাবরই সমান ছিল। হরিহরের পুত্র দেব রায়,পৌত্র বিজয় ভূপতি এবং প্রপৌত্র দেবরায় বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইযাছিলেন। খৃঃ ১৪৪৪ অব্দে খোরাসান অধিপতির দূত আবদুল রজথ্ বিজয় নগরের যেরূপ শোভা সমৃদ্ধি ও সভ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দেবরায় বুক্ক বংশের শেষ রাজা—ইহার পরে মন্ত্রীগণ রাজার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠেন। পরে তাঁহাদেরই মধ্যে নরসিংহ নামক একব্যক্তি রাজা হইয়া অপর সকলের উচ্ছেদ সাধন করেন। নরসিংহের স্থাপিত রাজবংশ বুক্কবংশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক পরাক্রমশালী হইয়াছিল। নরসিংহের পুত্র কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সমস্ত দক্ষিণ-

ভারত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র অচ্যুত রায় ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অচ্যুতের তিন পুত্র; সদাশিব, রামরাজা ও তিরুমল্ল। সদাশিব অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এইজন্য তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহারই নামে যাহা ইচ্ছা করিতেন। রামরাজা যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন,তিনি বিজয়পুরের মুসলমান ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া আমেদ নগরের রাজাকে বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত করেন, এবং শেষ আমেদ নগর পর্য্যন্ত অবরোধ করেন। এই সময়ে তিনি মুসলমান বন্দিগণের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া সমস্ত দক্ষিণ দেশীয় মুসলমান রাজগণ সমবেত হইয়া বিজয়নগর ধ্বংসকরণার্থ অগ্রসর হন। তালিকোটের ঘোরতর যুদ্ধের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই যুদ্ধে বিজয়নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তত্রত্য রাজগণের প্রাধান্য লোপ পায়। এই যুদ্ধে রামরাজা নিহত হয়েন। কিন্তু সদাশিব ইহার পরও ৩।৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। পাছে পরাজিত রাজ্য অধিকার করিয়া বিজয়পুরপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এই ভয়ে আমেদনগরপতি তাহাকে অন্যত্র যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত রাখিলেন। ইতিমধ্যে তিরুমল্ল বিজয় নগর রাজ্যের ভগ্নাবশেষ একত্রিত করিয়া পেন্নাকোণ্ডা নগরে রাজধানী স্থাপন করত একটী হিন্দুরাজ্যস্থাপন করেন। তিরুমল্লের পৌত্র বেঙ্কটপতি, চন্দ্রগিরিতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। বেঙ্কটপতির রাজত্ব অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পাঁচজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা তাঁহার অধীনে মদুরা তাঞ্জোর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ শাসন করিতেন। এই বংশীয় তৃতীয়

রাজা শ্রীরঙ্গের রাজত্বকালে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা মান্দ্রাজ নগরে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে আনেগুণ্ডির পেনসন ভোগী রাজাই বিজয়নগরের নরসিংহ গোষ্ঠীর বংশধর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রেওয়া, মেওয়ার, উড়িষ্যা।

গুজরাটের চালুক্যবংশীয়গণ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে তাঁহাদেরই জ্ঞাতি বাঘেলাগণ, তথায় প্রায় ১২০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বাঘেলাদিগের এক শাখা বিবাহসূত্রে বঘেল খণ্ডে আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে তথায় একটী বিস্তীর্ণ রাজত্ব স্থাপন করে। এই বংশীয় দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর বুলবন বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা গোন্দগণের রাজ্যের কোন কোন অংশ অধিকার করিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহাদের সহিত যুদ্ধে ত্রিপুরী চেদিগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হন। মুসলমানেরা হীনবল হইলে ইঁহারা মুসলমানদিগের অধিকৃত দেশও অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কয়েকটী মুসলমানের মসজিদ হিন্দু দেবমন্দিরে পরিণত হইয়া এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জোনপুরের সুলতানগণের সহিত কাল্পীর অধিকার লইয়া ইঁহাদিগের বারবার যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। সেকেন্দর লোদী, বাবর, ও

আকবর সকলেই বাঘেলারাজগণকে সমাদর করিতেন। আকবরের প্রধানগায়ক মিঞা তানসেন প্রথমতঃ এই বংশীয় রামচন্দ্রদেবের গায়ক ছিলেন। পরে আকবর তাঁহাকে আপন দরবারে আহ্বান করিয়া লয়েন। ইঁহাদিগের প্রথম রাজধানী বন্দোগড়। উহা একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ। পরে ঐ রাজধানী রেওয়া নগরে স্থাপিত হয়। এই বংশীয় রাজগণ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

মেওয়ার। রাজপুতানার রাজ্যসমূহের মধ্যে মেওয়ার কখন মসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। মেওয়াররাজ মহিষী পদ্মিনী অলোকসামান্যরূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপরাশির প্রশংসা শুনিয়া দুর্বৃত্ত সম্রাট আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। বহুদিবসব্যাপী অবরোধের পর নগর শত্রু-হস্তে পতিত হয়; কিন্তু পদ্মিনী জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আপন সম্মান রক্ষা করেন। আলাউদ্দীন নগর লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। কিন্তু চিতোর অচিরাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। চিতোর রাজবংশীয় হাম্বীর ঐ নগর পুনরায় অধিকার করিয়া লয়েন। হাম্বীরের বংশে অনেক গুলি বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপুত নামের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে রাণা কুম্ভ ও রাণা সংগ্রামসিংহ প্রধান। মহারাণা কুম্ভের সময়ে গুজরাট ও মালবের মুসলমান রাজগণ সমবেত হইয়া মেওয়ার আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বিদূরিত হয়েন। রাণা সংগ্রামসিংহ দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লোদীদিগের সহিত তাঁহার বরাবরই শত্রুতা ছিল; তিনি ১৮টী যুদ্ধে মুসলমান রাজগণকে পরাজিত করেন।

এই সময়ে চন্দেরীর অধিপতি মেদিনীরায় মালব রাজার প্রধান সহায় হওয়ায় তত্রত্য মুসলমানগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া দেয়। মেদিনীরায় রাণাসংগ্রামসিংহের শরণাগত হয়েন। তখন রাণা মালবদেশ আক্রমণ করিয়া মালবাধিপতিকে বন্দী করেন, এবং অত্যন্ত উদারতা সহকারে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রেরণ করেন। মালবের অনেক স্থান রাণা সংগ্রামসিংহের হস্তগত হয়। এই সময়ে রাণা সংগ্রামসিংহ মুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। মুসলমানদিগের অনৈক্য ও লোদী সুলতানের দুর্ব্বলতা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুকূল ছিল। কিন্তু বাবর যখন দিল্লী অধিকার করিয়া নূতন রাজবংশস্থাপন করিলেন, তখন রাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে সংগ্রামসিংহ পরাজিত ও নিহত হয়েন। বাবর কাল বিলম্ব না করিয়া চন্দেরী অধিকার করত রাজপুতগণের ভাবী উন্নতির আশা সমূলে উৎপাটন করিয়া দিলেন।

মেদিনী রায় ও রাণা সংগ্রামসিংহ উভয়ের মৃত্যু হওয়ায় গুজরাট নিবাসী সুলতান বাহাদুর সাহা, অল্প প্রয়াসেই মালবদেশ জয় করত মেওয়ার আক্রমণ করিলেন। তখন মেওয়ারে অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বাহাদুর এই সুযোগে রাণা বিক্রমজিৎকে পরাজয় করিয়া চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। এই অবরোধে কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল। অচিরাৎ চিতোর শত্রুহস্তে পতিত হইল। বাহাদুর চিতোর লুঠ করিলেন। রাজপুত রমণীগণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আপনার ধর্ম্ম

রক্ষা করিলেন। এই সময়ে রাণী কর্ণাবতী বাদসাহ হুমায়ুনের নিকট প্রসিদ্ধ "রাখি" পাঠাইয়া দিলেন। যে যাহাকে "রাখি" দেয় সে তাহার ভাই বা ভগিনী হয়। যাহাকে "রাখি" দেওয়া যায় সে তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য, এইজন্য "রাখি" পাইয়াই বাদসাহ চিতোরাভিমুখে আগমন করিলেন। কিন্তু তখন চিতোর ভগ্নাবশেষ হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুন বাহাদুরকে চিতোর হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, আকবর ও দুইবার চিতোর অবরোধ করেন এবং অধিকাব করেন। এইজন্য রাণাগণ আরাবলী পর্ব্বতের দুর্ভেদ্যস্থানে উদয়পুরনগর নিম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তথায় মোগল সেনা প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইঁহাদের কথা মোগলদিগের সংস্রবে বারম্বার উঠিবে বলিয়া এখানে বলা হইল না।

উড়িষ্যা।

মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণ অংশে বহুকালাবধি গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের অধিকার অল্প ছিল। অনেক সময় ইঁহাদিগকে প্রতিবেশবাসী পরাক্রান্ত রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে এই বংশের এক শাখা কলিঙ্গ দেশে আসিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এই বংশীয় রাজরাজ, দিগ্‌বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলদেবের কন্যা রাজ্যসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব ১০৮১ হইতে ১১১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেঙ্গী ও উৎকল দেশ জয় করেন। তিনিই উৎকলে জয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আলা

উদ্দীনের সময়, এই বংশীয় শ্রীনরসিংহদেব গৌড় নগব আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে অত্যন্ত প্রপীড়িত করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় রাজগণের মধ্যে প্রতাপরুদ্রদেব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি চৈতন্য দেবের শিষ্য হইয়া উড়িষ্যায় চৈতন্য ধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। প্রতাপ রুদ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তৈলঙ্গ বংশীয় মুকুন্দদেব গঙ্গবংশ ধ্বংস করত উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ পরিবর্ত্তন হইলেই দেশে নানারূপ গোলোযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় এই সকল গোলযোগের সময় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লয়েন। ১৫৬৭।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পর্ত্তুগীজগণের আগমন।

এই পর্য্যন্ত যে কোন জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্থলপথে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের পশ্চিমাংশবাসী জাতিগণ জলপথে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইহাদের প্রথম উদ্দেশ্য বাণিজ্য, দ্বিতীয় দেশাধিকার। পোর্ত্তুগালের অধিবাসীরা, সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন; ইহাদিগকে

পোর্ত্তুগীজ কহিত। ইহারাই ফিরিঙ্গী নামে ভারতবর্ষে অভিহিত। ইঁহাদের পর হলণ্ডবাসীরা আগমন করেন ইঁহাদিগকে হলণ্ডিজ্ বা ওলন্দাজ্ বলিত। ইঁহাদের পর ইংলণ্ডবাসীরা আগমন করেন। ইহারাই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধীশ্বর ইংরাজ জাতি। ইংরাজদিগের পর ফ্রান্স্ বাসীরা ভারতে আগমন করেন ইঁহারা ফরাসী নামে অভিহিত।

আলেকজান্দারের সময় হইতে ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরবেরা প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারাই জলপথে বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিতেন। ইঁহারা এই সকল স্থান হইতে রেশম ও তূলার কাপড়, রান্নার মসলা ও পানের মসলা প্রভৃতি বহুতর দ্রব্য প্রচুর লাভে জেনোয়া ও বিনিসবাসী-দিগকে বিক্রয় করিতেন। ইঁহারাও আবার সেই সকল দ্রব্য বহুমূল্যে ইউরোপের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় করিতেন। এই ব্যবসায়ে একচেটিয়া থাকায় বিনিস ও জেনোয়াবাসীগণ যত ইচ্ছা মূল্য গ্রহণ করিতেন। এই জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোর্ত্তুগাল্ ও অন্যান্য দেশের লোকের এই একচেটিয়া উঠাইয়া দিবার একান্ত বাসনা হয়। কিন্তু ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর ভিন্ন ভারতবর্ষে আসিবার অন্য পথ ছিল না। ভূমধ্যসাগরে জেনোয়া ও বিনিসবাসিগণ অত্যন্ত প্রবল, লোহিত সাগর মুসলমানদিগের অধিকৃত, সুতরাং তাঁহাদিগকে অন্য পথের চেষ্টা করিতে হইল। কেহ মনে করিলেন, পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইব। এইরূপ করিতে গিয়া কলম্বস্ ১১৯২ খৃঃ অব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন

তাঁহার ধারণা, তাহাই ভারতবর্ষ। এইজন্ত সেই সকল দেশের নাম নিউ ইণ্ডিয়া ও তত্রত্য তাম্রবর্ণ আদিম অধিবাসীদের নাম নিউ ইণ্ডিয়ান। কেহ উত্তরাভিমুখে রুসিয়া বেষ্টন করিয়া বরফাবৃত উত্তরসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কেহবা আফ্রিকাব দক্ষিণাংশ বেষ্টন করিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদেরই চেষ্টা পরিণামে ফলবতী হইয়াছিল। বাস্কোডিগামা নামক পোর্ত্তুগালের একজন সুবিখ্যাত নাবিক ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া নির্ভীকচিত্তে ভারতমহাসাগরের অগাধজলরাশি অতিক্রম করত ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী কালিকট্ নগরে উপস্থিত হন। কালিকট্ তখন বিজয় নগবেব অধীন একজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজধানী ছিল। রাজার উপাধি সমরিন্। পোর্ত্তুগীজ ইতিহাসে তিনি জাম্‌রিন নামে অভিহিত। পোর্ত্তুগীজেরা উপস্থিত হইলে আরব বণিকেবা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কচিন, কানানর এবং কুইলনের রাজারা পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত সদ্ব্যবহাব করিলেন। পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পোর্ত্তুগীজদিগের ধারণা হইতে লাগিল, যে মুসলমান বণিক্‌দিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষেব বাণিজ্যে তাহাদের লাভ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে লাগিল। ১৫০৭ খৃঃ অব্দে জামরিনের চেষ্টায় ও মুসলমান বণিকগণের উত্তেজনায় বিজাপুর, গুজরাট এমন কি মিসরেরও রাজগণও মিলিত হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক

রণতরী প্রেরণ করেন। পোর্ত্তুগীজেরা দুই একবার পরাজিত হইয়াও পরিশেষে সম্পূণ জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই উহারা বিজাপুর রাজার অধীনস্থ গোয়া নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। বিজাপুর সেনানী এক বৎসরের মধ্যেই উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু উহারা পুনরায় গোয়া নগর অধিকার করে এবং তদবধি উহা ভারতবর্ষীয় পোর্ত্তুগীজ অধিকারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। পোর্ত্তুগীজদিগের দুইজন প্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তার নাম আল্‌মীদা ও আল্‌বুকার্ক। এই ঘটনার পর পোর্ত্তুগীজেরা পূর্ব্ব উপদ্বীপে ও ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের বাণিজ্য ও আধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হয়েন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বাবর।

বাবরের পিতা তৈমুরলঙ্গের বংশে ও মাতা জঙ্গিস খাঁর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং বাবর মধ্য এসিয়ার ফরগণা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন। কিন্তু এই বয়সেই তিনি দুইবার তৈমুরলঙ্গের রাজধানী সমরকন্দ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে উজবেকেরা মধ্য এসিয়ায় অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল। উহারা তাঁহাকে প্রথমতঃ সমরকন্দ হইতে, পরে ফরগণা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল। বাবর বাহ্লীকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোক তাঁহার পিতৃব্য পুত্রকে দূরীকৃত করিয়া তাঁহাকে রাজা করিল। এখান হইতেও উজবেকেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তিনি অতিকষ্টে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাবুলবাসীরাও তাঁহার পিতৃব্যপুত্রকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে রাজা করিলেন। এই সময়ে পারস্য রাজের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় উজবেকেরা কাবুল আক্রমণ করিতে পারিল না।

বাবর নির্ব্বিঘ্নে কাবুলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র।

ইব্রাহিম লোদীর গর্ব্বিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে বাবরকে আহ্বান করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয় লাভ করত বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুল হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহার অধিকৃত হয়। কিন্তু পাঠানেরা দরিয়া খাঁ লোহানী নামক এক ব্যক্তির অধীনে জৌনপুরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিবার উদ্যোগী হইল। বাবর এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বসৈন্যে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে বারাণসী ও পাটনা অধিকার করিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন অযোধ্যা প্রদেশ বাদসাহের অধীনে আনয়ন করেন।

এই সময়ে মেওয়ারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহ একজন পাঠান সর্দ্দারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবরের রাজ্য আক্রমণ করেন। কয়েক পুরুষ ধরিয়া মুসলমানদিগকে দিল্লীরাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য রাজপুতেরা চেষ্টা পাইতেছিল। সংগ্রাম সিংহ মুসলমানদিগের সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। বাবরের রাজ্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সুতরাং এই সময়ে আক্রমণ করায় সংগ্রাম সিংহের বিলক্ষণ রাজনীতি-নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি দিল্লী রাজ্য আক্রমণ করিলে বাবর সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী ফতেপুর সিকরী নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই রণনিপুণতার পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানদিগেরই জয় হয়; সমর সিংহ এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হন। রাজপুতদিগের উন্নতির আশা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়।

রাজপুতদিগের মধ্যে চন্দেরীর মেদিনীরায় অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য বাবর ফতেপুর সিকরীর যুদ্ধের কিছু দিন পূর্ব্বেই চন্দেরী নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যু হয়।

আর্য্যাবর্ত্তে এই সময়ে পাঠান ও রাজপুতগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। বাবর পাণিপথের যুদ্ধে পাঠান-দিগের ও ফতেপুর সিকরীর রাজপুতদিগের পরাজয় সাধন করেন। কিন্তু এই উভয় জাতিই বহুকাল ধরিয়া তাহার বংশধর-গণের প্রধান শত্রু ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হুমায়ুন।

বাবরের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম হুমায়ুন; ইনি দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মধ্যম কামরান কাবুল ও কান্দা-হারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কামরানকে পঞ্জাব প্রদেশ প্রদান করেন; এবং অন্যান্য ভ্রাতাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। হুমায়ুনের এক ভগ্নীপতি তাঁহার প্রাণনাশের জন্য

ষড়্‌যন্ত্র করে, কিন্তু ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ পাওয়ায় সে পলাইয়া গুজরাটের রাজা বাহাদুর সাহের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই এক জন লোদী বংশীয় প্রধান পুরুষও মোগলদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্ব্ববন্ধু বাহাদুরের রাজধানীতে উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে হুমায়ুনের সহিত বাহাদুরের বিবাদ বাঁধিয়া উঠে। সংগ্রাম সিংহের বিধবা পত্নী কর্ণাবতীও বাহাদুরের হস্ত হইতে চিতোর রক্ষা করিবার জন্য হুমায়ুনের নিকট "রাখি" প্রেরণ করেন। হুমায়ুন বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই চিতোর শত্রু হস্তে পতিত হয়। হুমায়ুন মান্দুসরে আসিগা দেখিলেন, বাহাদুর শিবিরের চারিদিকে গড়খাই করিয়া বহুসংখ্যক কামান পাতিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হুমায়ুন উপস্থিত হইয়াই বাহাদুরের শিবিরে রসদ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহাদুর যুদ্ধে জয় লাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মান্দু তৎপরে কাম্বে ও পরিশেষে দিউ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন কাম্বে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন; পরে যখন দেখিলেন বাহাদুরকে আর পাওয়া যাইবে না; তখন তিনি গুজরাট রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ চম্পানগর অধিকার করিবার সময় হুমায়ুন স্বহস্তে ইস্পাতের প্রেক পুঁথিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হুমায়ুন পূর্ব্বাঞ্চলে সেরসাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় বাহাদুর দিউ হইতে আসিয়া পুনরায় গুজরাট রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। (১৬৩৬)

পূর্ব্বাঞ্চলে সেরসাহ নামক সুরবংশীয় একজন পাঠান সর্দ্দার

অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন, ইঁহারা মহম্মদ ঘোরীর সহিত একবংশ। ইঁহার পিতা বিহারের অন্তর্গত সাসিরাম (সহস্রম্) প্রদেশে জৌনপুরের একজন শাসন কর্ত্তার নিকট একটি জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকালে জৌনপুরে থাকিয়া ইতিহাস ও কাব্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠেন। ইহার পর তিনি নানা লোকের অধীনে সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হন। যখন যেখানে চাকরি করিয়া সুবিধা পাইতেন, তখন তাহারই নিকট চাকরী করিতেন। তিনি মোগলের নিকটও চাকরী করিয়াছিলেন এবং বিরোধী পাঠান সর্দ্দারদিগেরও অনেকের নিকট চাকরী করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তি কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। ১৫২৯ সালে যখন সেকেন্দর লোদীর পুত্র মামুদ লোদী বিহার অধিকার করেন, তখন সের সা তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হন। বাবর মামুদ লোদীকে পরাজিত করিলে দরিয়া খাঁ লোহানীর পৌত্র জেলাল বাবরের শরণাপন্ন হন; বাবর তাঁহাকে সমস্ত বিহারের ভার অর্পণ করেন। জেলাল নাবালক ছিলেন, তাঁহার মাতা দুদু তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। সেরসাহ দুদুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুতরাং সমস্ত বিহার সেরসাহের হস্তগত হইল এবং তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক চুনারের দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন; ইহার পরই তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। হোসেন সাহের বংশীয় শেষ রাজা মামুদ রাজ্যচ্যুত হইয়া হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন গুজরাট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই বহুসংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে সের সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। চুনারের দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে তাঁহার

অনেক বিলম্ব হইল। সেরসাহ ইতি মধ্যে বাঙ্গালার বন্দোবস্ত শেষ করিয়া লইলেন। হুমায়ূন ক্রমে পাটনা অধিকার করিয়া সিক্রিগলির মধ্যদিয়া নির্বিঘ্নে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেরসাহ গৌড় হইতে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হইল; সমস্ত বাঙ্গালা দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। হুমায়ুনের প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ হইয়া গেল। সেরসাহ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহার, বারাণসী, চুনার অধিকার করিয়া জৌনপুর ও কনোজ আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন বিষম বিপদে পড়িয়া বর্ষা শেষ হইবা মাত্র গৌড় হইতে বহির্গত হইয়া আগরা অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। কিন্তু বক্সারের নিকট সেরসাহের সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে গড়খাই করিয়া দুইমাস অবস্থিতি করিলেন। পরে সেরসাহ শূন্য শিবিরাদি যথা স্থানে রাখিয়া সসৈন্যে পশ্চাদ্ভাগ হইতে হুমায়ুনকে আক্রমণ করিলেন। হুমায়নের সৈন্যগণ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইয়াছে, মনে করিয়া, ভীত হইয়া, পলায়ন কবিল। হুমায়ুন অশ্বারোহণে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। রণক্লান্ত অশ্ব জলমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। এই সময়ে এক ভিস্তীওয়ালা ভিস্তী ফুলাইয়া গঙ্গা পার হইতেছিল হুমায়ন তাহার ভিস্তীতে ভর করিয়া গঙ্গা পার হইলেন; ক্রমে আগরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সে সকল ষড়্যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। সেরসাহ পুনরায় বাঙ্গালা অধিকার করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। হুমায়ুন ও উদ্যোগের ত্রুটি করিলেন না।

পরবৎসর কনোজের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। হুমায়ুন সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া সপরিবারে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কামরান পঞ্জাব প্রদেশ সের সাহের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। আবার ভারতে পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সেরসাহ।

পঞ্জাব প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াই সেরসাহ আফগানদিগের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্য আফগানিস্থানের পথে বিতস্তা নদীর উপর রোটাস্ নামক এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরবৎসর তিনি মালবদেশ অধিকার করিয়া রায়সিন নামক হিন্দু দুর্গ অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধগণ জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস পাইয়া তাঁহার হস্তে দুর্গ অর্পণ করিল, কিন্তু সের সাহ স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা প্রণোদিত হইয়া দুর্গস্থ সমস্ত লোককে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ১৫৪৪ সালে তিনি মাড়োয়ার আক্রমণ করেন। মাড়োয়ারের রাজপুতগণ অত্যন্ত যোদ্ধা ছিলেন। উহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেরসাহ মাড়োয়ার শিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিবার জন্য কৌশলে রাজার নিকট কতকগুলি জাল চিঠি প্রেরণ

করেন ; তাহাতে একজন ঠাকুরের প্রতি রাজার অত্যন্ত সন্দেহ হয়। সেই ঠাকুর ১২০০ স্বজাতি সমভিব্যাহারে আপন দোষ-ক্ষালনার্থ এরূপ ভীমবেগে সের সাহকে আক্রমণ করিলেন যে তাঁহার শিবির বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। যাহা হউক ঠাকুরের সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলে সেরসাহ বলিয়াছিলেন যে এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য আমি এখনি ভারত সাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম। পরবৎসর তিনি কালঞ্জরের দুর্গ অবরোধ করেন। চন্দ্রাদিত্য বংশীয় শেষ রাজা কীর্ত্তিসিংহ দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেরসাহ তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু রায়সিনের কথা ভাবিয়া রাজা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি দুর্গ প্রাচীর হইতে অনবরত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একটি গোলা সের সাহের বারুদ খানায় পতিত হইল, সের সাহ নিকটে ছিলেন, তাঁহাব সর্ব্বশরীর পুড়িয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া সুবিখ্যাত চণ্ডেল বংশ ধ্বংস করেন।

সের সাহ একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র তিনি অসামান্য অধ্যবসায় বলে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ। তিনি প্রথম বয়সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিহার প্রদেশস্থ দুর্ভেদ্য রোটাস্ দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া লোদী, ও লোহানী বংশের শেষ আশা উন্মূলিত করেন। কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি গৌড় হইতে পঞ্জাবস্থ রোটাস পর্য্যন্ত এক

প্রশস্ত রাজবর্ম্ম প্রস্তত ও উহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপ-খনন ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া পথিকগণের বিশেষ উপকার করেন। তিনি ফসলের চতুর্থাংশ রাজকর নির্দ্ধারিত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথমে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সের সাহের উত্তরাধিকারিগণ।

সেরসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল দুর্ব্বলচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হওয়ায় ওমরাহেরা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র সেলিমকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। সেলিম বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে নয় বৎসর পিতৃদত্ত বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন ও তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ সাহ তাঁহার শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি অত্যন্ত কুক্রিয়ান্বিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচসংসর্গসেবী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে আদিলি বলিত।

রাজপুতানায় ভার্গবনামে এক জাতীয় লোক আছেন, ইঁহারা আপনাদিগকে জামদগ্ন্যের বংশ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণও নহেন অথচ ক্ষত্রিয়ও নহেন। এই বংশে হেমচন্দ্র নামে এক অতি কদাকার ব্যক্তি দিল্লীতে দোকান করিয়া খাইত। সে আদিলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠিল। আদিলি তাহার উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। লোকে হেমচন্দ্রকে হিমু বলিত। এই সময়ে চুনারে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় আদিলি ও হিমু সসৈন্যে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিদ্রোহ দমিত হইল, কিন্তু ইব্রাহিম সুর নামক আদিলির এক নিকট জ্ঞাতি দিল্লী ও আগরা, এবং সেকেন্দর সুর নামে আর এক জন জ্ঞাতি, পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল। সেকেন্দর আবার ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লীও অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম সসৈন্যে রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে ধাবিত হইলেন। কিন্তু হিমু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ সুর বিদ্রোহী হওয়ায় হিমু তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ সুশাসনের অধীন করিলেন।

হিমু যখন পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপে ব্যাপৃত আছেন, সেই সময়ে হুমায়ুন পাঠান রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং সেকেন্দরের শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন, এবং সর্হিন্দ প্রদেশে ঘোরতর যুদ্ধে সেকেন্দরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগরার অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু হুমায়ুনের অদৃষ্টে দ্বিতীয় বার রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনি নিজ পুস্তকালয়ের মার্জ্জিত মার্ব্বল নির্ম্মিত সোপানে পদস্খলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া হিমু ত্রিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। আগরা

সহজেই তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি দিল্লীতে হুমায়ুনের নগর-রক্ষি সৈন্য সমূহকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন; এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিলেন। ভার্গবেরা এখনও বলে, যে হিমু তিন দিন দিল্লীর রাজছত্র মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দিল্লী অধিকারের পরই হিমু পঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় হুমায়ুনের পুত্র সুবিখ্যাত আকবর সাহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে আকবরের বয়স ১৪বৎসর মাত্র। হিমুর আক্রমণের কথা শুনিয়া তিনি মন্ত্রসভা আহ্বান করিলেন। সকলেই কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিল। বালক হইলেও এ পরামর্শ আকবরের মনঃপূত হইল না। আকবরের শিক্ষক, অভিভাবক ও তাঁহার পিতার পরম মিত্র বেহ্রাম খাঁ আকবরের মতে মত দিলেন। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। আকবরের সৈন্যসংখ্যা অল্প এবং হিমুর সৈন্য অনেক অধিক, তথাপি আকবর সাহসে ভর করিয়া পাণিপথ নামক স্থানে হিমুর সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হিমু যুদ্ধনিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পাঠানদিগের দোষে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। হিমু পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। তাঁহাকে আকবরের সমীপে লইয়া গেলে বেহ্রাম খাঁ কোষমুক্ত তরবারি আকবরের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি এই বিধর্ম্মীর শিরশ্ছেদন করিয়া গাজী হও। আকবর তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হিমুর মস্তক স্পর্শ করত অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেহ্রাম খাঁ স্বীয় তরবারির আঘাতে হিমুর মস্তক ছেদন করিলেন। কি যুদ্ধকার্য্যে, কি রাজ্য শাসনে, হিমু অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় আদিলি চুনারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

আকবর—বাল্যকাল।

কনোজের যুদ্ধে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া হুমায়ুন হতাবশিষ্ট সৈন্যের সাহায্যে সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময়ে সা হুসেন আরঘুণ মুলতান ও সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি নামে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও হুমায়ুনকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হুমায়ুন ও গোপনে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। হুমায়ুন রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া যোধপুরের রাজা মালদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মরুভূমির উপর দিয়া যোধপুরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মরুভূমিতে কষ্টের পরিসীমা ছিল না। সিন্ধুদেশে অবস্থান কালে তিনি হামীদা নাম্নী এক খোরাসান সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। পলায়ন কালে হামীদা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মরুপ্রদেশে তাঁহার ও

কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। যোধপুরের নিকটে পৌঁছিলে রাজা হুমায়ুনকে আশ্রয় দিলেন না। তখন হুমায়ুন আবার মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া অমরকোট নামক স্থানের রাজার আশ্রয় লইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। পথে যোধপুরের রাজা মালদেবের পুত্র গোহত্যাকরণ অপরাধে তাঁহাকে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। যাহাহউক অমরকোটের রাণা রাণাপ্রসাদ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন এবং সিন্ধুদেশ জয়ার্থ তাহার সাহায্যও করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামান্য কারণে তিনি রাণাপ্রসাদকে এতই বিরক্ত করিয়া তুলিলেন যে, শেষ রাণাপ্রসাদও হুমায়ুনকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

হুমায়ুনের অমরকোটে অবস্থিতি কালে হামীদা ১৫৪২ খৃঃ অব্দের ১৫ অক্টোবরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। হুমায়ুন তখন রাণাপ্রসাদের সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করত অমরকোট হইতে বহির্গত হইয়া একদিনের পথ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তথায় এই শুভসম্বাদ পৌঁছিলে হুমায়ুন বন্ধুবর্গকে কিছু কিছু উপহার দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে একটি মৃগনাভি বই আর কিছুই ছিলনা। তিনি উহাই ভাঙ্গিয়া বন্ধুবর্গকে উপহার দিলেন এবং বলিলেন, এই মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় আমার পুত্রের যশঃ যেন জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়। ইহারই কিছুদিন পরে রাণাপ্রসাদের সহিত মনোবাদ ঘটায় তাঁহাকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি পারস্যরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাইবার সময় আকবর ও তাঁহার মাতাকে হিণ্ডালের হস্তে অর্পণ করিয়া যান; হিণ্ডাল তখন কামরানের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আকবর চারিবৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতৃব্যগণ কর্ত্তৃক

প্রতিপালিত হন। পরে হুমায়ুন পারস্যরাজের সাহায্যে কান্দাহার জয় করিলে, আকবর তাঁহার নিকটপ্রেরিত হন। কামরনের সহিত কাবুলের অধিকার লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ কালে আকবর দুইবার কামরানের হস্তে পতিত হন, এবং একবার কামরান তাঁহাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন কামরানের চক্ষু উৎপাটন করিয়া কাবুলরাজ্যে নির্ব্বিঘ্ন হয়েন। এই সময় হইতেই হুমায়ুন আকবরকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। গজনী অধিকার কালে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, পিতার পার্শ্বদেশে থাকিয়া, আকবর তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যু কালে আকবরের বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি যেরূপে আদিলির প্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবর দিল্লী ও আগরা অধিকার করিলেন। এইবার মোগল রাজত্ব ভারতবর্ষে চির-স্থায়িভাবে স্থাপিত হইল। বেহ্রাম খাঁ সকল বিষয়েই অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। কি যুদ্ধকার্য্যে, কি রাজকার্য্যে,আকবর সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেন। বেহ্রামের চেষ্টায়ই, চারিদিকে ভীষণ শত্রু সঙ্কুল হইলেও, দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বেহ্রাম অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। যখন হিমু দিল্লী অধিকার করেন, তখন তারদিবেগ্ খাঁ মোগলদিগের পক্ষে দিল্লী রক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে নগর সমর্পণ করায় বেহ্রাম বিনা বিচারে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন।

এইরূপে কয়েক জন লোকের প্রাণসংহার করিলে, আকবর দেখিলেন, বেহ্রামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে,কোন মতে রক্ষা নাই। এই জন্য তিনি একদিন মাতার পীড়ার ভাণ করিয়া বেহ্রামের শিবির হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন (১৫৬০)। বেহ্রাম মক্কায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিবেন বলিয়া কাম্বে নগরাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে একজন পাঠান তাঁহার প্রাণনাশ করে; ঐ পাঠানের পিতাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার।

খৃষ্টীয় ১৫৬০ অব্দে আকবর সাহ স্বহস্তে রাজভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য নামে বহুদূর বিস্তৃত হইলেও কার্য্যতঃ কাবুল পঞ্জাব ও দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল প্রদেশেও সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হয় নাই।

পাঠানরাজগণ আফগানিস্থানবাসী ছিলেন। তাঁহাদের প্রয়োজন হইলে আফগানেরা তাঁহাদের সহায়তা করিত। কিন্তু বাবরের বংশ আফগানিস্থানেও নূতন; সুতরাং তাঁহারা আফগানদিগের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না।

হিন্দুস্থানেও আফগানেরা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সুতরাং আকবর যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি এক প্রকার নিঃসহায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাতার, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি স্বাধীনবৃত্তি যুদ্ধব্যবসায়ী লোক মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইহারা আপনাদের লাভালাভের প্রতি যতদূর দৃষ্টি রাখিত, আকবরের রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ইহাদের ততদূর দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকবর সাহ নিজের বুদ্ধি, নীতিজ্ঞতা ও কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণে হিন্দুস্থানের একছত্র রাজা হইতে পারিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আকবর আপন সমভিব্যাহারিগণের বিদ্রোহদমনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুরবংশীয় দ্বিতীয় সেরসাহের অধীনে পাঠানেরা জৌনপুর আক্রমণ করিলে, আকবর খাঁজমানকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খাঁ জমান পাঠানদিগকে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু নিজে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মালবরাজের সেনাপতি বাজ বাহাদুর মালবরাজ্য অধিকার করিয়া লওয়ায়, আকবর আদমখাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনিও মালবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। আকবর তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন। আদম খাঁ আপনার দোষ স্বীকার করায় আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্থানান্তরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা খাঁ উজবেগের উপর রাজাবাহাদুরকে দমন করিবার ভার হয়। রাজ পরাজিত হইয়া

আকবরের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। আসবখাঁ নামক একব্যক্তি গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীকে পরাজয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। আকবর ঐ অর্থ চাহিয়া পাঠাইলে, আসবখাঁ বিদ্রোহী হন। এইরূপে আপনার পূর্ব্ববন্ধুগণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেও আকবর ভীত হইলেন না। তিনি দক্ষতা সহকারে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া একে একে সকলকেই দমন করিলেন। আকবরের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে তিনি অশ্বারোহণে বা পদব্রজে বহুদূর গমন করিয়াও ক্লান্ত হইতেন না; নৌকা উপস্থিত না থাকিলে বড় বড় নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিতেন। শত্রুগণকে তিনি মিলিত হইবার ও যুদ্ধ কার্য্যে সুবন্দোবস্ত করিবার অবসর দিতেন না। তাহারা যখন মনে করিত, আকবর দিল্লীতে, তিনি হয়ত তখন তাহাদের শিবিরের অনতিদূরে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

এই সময়ে আকবরের ভ্রাতা মির্জ্জা হাকিম ও তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিল। যাহাই হউক আকবর পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্বরাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করত পররাজ্যাধিকারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। অম্বরের রাজা বিহারমল্ল ও তাঁহার পুত্র ভগবান দাস প্রথম হইতেই আকবরের মিত্র ছিলেন। আকবর বিহারীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই দিল্লীতে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। মাড়োয়ারের রাজা কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া আকবরের সহিত সন্ধি করেন। মেওয়ারের রাজা রাণা উদয় সিংহ আকবরের প্রথম আক্রমণেই চিতোর পরিত্যাগ

করিয়া পলায়ন করেন। চিতোর শক্রহস্তে পতিত হয়। (১৫৬৮)। ইহার নয় বৎসর পরে উদয়ের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ মেওয়ার রাজ্যে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে উদয়পুর নগর স্থাপন করত পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণারা কখনও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই ও কখন দিল্লীশ্বরের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। খৃষ্টীয় ১৫৭০ সালে কালঞ্জর ও রণস্তম্ভপুর আকবরের হস্তগত হয়।

এই সময়ে গুজরাটে ইতিমাদ্‌খাঁ নামক একজন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুক্রীতদাস অত্যন্ত প্রবল হইয়া তৃতীয় মোজাফরসাহের নামে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। তৈমুরের বংশধর কতকগুলি লোক আকবরের রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করে; উহারা অসন্তুষ্ট গুজরাটীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত করায়, ইতিমাদ্‌খাঁ গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য আকবরকে আহ্বান করেন; আকবর উক্ত রাজ্য অধিকার করত মোজাফরকে আপন সদস্যগণের মধ্যে স্থান প্রদান করেন। ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পাঠানেরা যতই হিন্দুস্থান হইতে তাড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহারা বাঙ্গালায় আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার শেষ মুসলমান রাজা দায়ুদ উপদ্রব নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন; কিন্তু পরে আবার গোলযোগ উপস্থিত করায় আকবর সৈন্য প্রেরণ করিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন।

১৫৭২। দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে পাঠানেরা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। এদিকে মোগল সেনাপতিরা পাঠান দিগের জায়গীরগুলি অধিকার করিয়া আপনারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। মোগল ও পাঠান দুইজাতি বিরোধী হইলে আকবর রাজা মানসিংহ ও রাজা তোড়ল মল্লকে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া ঐদেশ শাসন করেন। কিন্তু পাঠানেরা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইলেও উড়িষ্যা অঞ্চলে অনেক দিন প্রবল থাকে। এই সময়ে মির্জ্জা হাকিম আবার বিদ্রোহী হওয়ায় আকবর স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে গমন করত তাহাকে দমন করেন, এবং রাজা ভগবান দাসকে পঞ্জাবের সুবেদার নিযুক্ত করেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরাজগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ হিন্দু রাজা তাঁহার মুসলমান মন্ত্রীকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য ও নিহত হন। এই মুসলমান সচিবের নাম সমসুদ্দীন। আকবরের রাজ্যাধিরোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভুটিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করায় কাশ্মীরে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে গোলযোগ আর নিবারিত হয় না। আকবর এই সুযোগে কাশ্মীর অধিকার করিয়া আপন সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন ও তথাকার রাজাকে বিহারে জায়গীর প্রদান করেন।

এই সময় আরঘুণেরা সিন্ধুদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু সিন্ধুর নূতন সুলতান এখনও স্বরাজ্যে দৃঢ়ীভূত হইতে পারেন নাই। এই সুযোগে আকবর সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং সিন্ধুরাজকে আপন সদস্য

শ্রেণীতে স্থান প্রদান করেন। এইরূপে সমস্ত হিন্দুস্থান আকবরের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়।

হিন্দুস্থানের বাহিরে কাবুল প্রদেশ পূর্ব্বাবধিই মোগল রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু মির্জ্জাহাকিমের বিদ্রোহ দমন করার পর হইতে উহা সম্পূর্ণ রূপে আকবরের হস্তগত হয়। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন পারস্যরাজ উজবেগদিগের সহিত যুদ্ধে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, সেই সময় আকবর কৌশলে কান্দাহার আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

সপ্তম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার।

এইরূপে সমস্ত হিন্দুস্থান ও কাবুল কান্দাহার অধিকার করত আকবর ক্রমে দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আমেদ নগরের সুলতান বেরার অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যেই উত্তরাধিকার লইয়া আমেদনগরে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় একপক্ষ আকবরের শরণাগত হয়। আকবর অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন নাই। আরও কয়েক বৎসর গোলযোগের পর ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আবার একদল আকবরের শরণাপন্ন হন। রাজধানী আমেদ নগর

ইঁহাদেরই হস্তগত ছিল। কিন্তু মোগলেরা আমেদনগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ চাঁদ বিবি ইঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া আমেদনগরে স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়াছিলেন। ইনি মোগলদিগের হস্ত হইতে আমেদনগর রক্ষা করিবার জন্য সকল পক্ষকেই সম্মিলিত হইতে বলেন এবং সকলে মিলিয়া আমেদ নগর রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হন। মোগলেরা আমেদ নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু চাঁদবিবি তাহাদের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য বেরার প্রদেশ আকবরের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করেন। নগরবাসীরা অল্প দিনের মধ্যেই চাঁদ বিবিকে হত্যা করায় মোগলেরা আমেদ নগর অধিকার করিয়া লয় ও আমেদনগরের রাজাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু ইহাতেও আমেদ নগররাজ্য অধিকৃত হয় নাই। নিজামসাহী বংশ আরও ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

খান্দেশের রাজা সর্ব্বদাই আমেদনগরের রাজাকে ভয় করিতেন। সেই ভয়ে তিনি প্রথম হইতেই আকবরের শরণাগত হন। কিন্তু আমেদ নগর অধিকৃত হইবার পর, আকবর খান্দেশ অধিকার করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ, বেরার ও আমেদ নগরের কিয়দংশ অধিকৃত হইলে আকবর আপন পুত্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। বিজয়পুর ও গোলকন্দার স্বাধীন রাজারাও দূত প্রেরণ করিয়া আকবরের সহিত সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময়ে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম অত্যন্ত দুর্বৃত্ত

হইয়া উঠেন। তিনি অত্যন্ত মদ্য পান করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক সকল সময়ে স্থির থাকিত না। কিন্তু তথাপি আকবর তাঁহাকে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া ছিলেন; তাঁহাকে আজমীরের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন এবং উদয়পুরের সহিত যুদ্ধের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যখন আকবর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় সেলিম বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া এলাহাবাদ, বেহার ও অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করিয়া লন এবং রাজোপাধি ধারণ করেন। আকবর তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার মনোমালিন্য দূর করেন। ইহার অল্প দিন পরেই সেলিম আগ্রায় উপস্থিত হন। আকবর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সেলিমের মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না. এই জন্য আকবর তাঁহাকে এলাহাবাদে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এলাহাবাদে সেলিম অত্যন্ত দুর্বৃত্ততা করিতে আরম্ভ করায় আকবর তাঁহাকে দুই জন চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করেন ও তাঁহার প্রতি কঠোর শাসনের আজ্ঞা দেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু হয়। অত্যন্ত মদ্যপানই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। এই সময় হইতেই আকবরের শরীর ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয়। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহার উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। অমনি কে উত্তরাধিকারী হইবে, এই কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। আকবরের আর পুত্র ছিলনা, সুতরাং নিয়ম মতে সেলিমই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহার বিদ্রোহাচরণ ও পিতৃদ্বেষ নিবন্ধন

তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ছিল না। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় এবং আকবরের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি খানি আজিমের জামাতা। সুতরাং তাঁহাকে সিংহাসন প্রদানের জন্য অনেকের চেষ্টা হয়। সেলিম ভীত হইয়া রাজপ্রাসাদ গমন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সেলিমের তৃতীয় পুত্র খরম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতক্ষণ পিতামহ জীবিত থাকিবেন, আমি তাঁহার শয্যা পার্শ্ব পরিত্যাগ করিব না। আকবর ঐ সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সেলিমকে আপন শয্যাপার্শ্বে আনয়ন করিলেন ও তাঁহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ওমরাহদিগের সহিত যাহাতে তাঁহার প্রীতি থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আকবর অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জন্ম সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা মৃগনাভি বিতরণ কালে বলিয়া ছিলেন এই মৃগনাভির সৌরভের ন্যায় আমার পুত্রের যশঃ সৌরভ যেন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। আকবরের ন্যায় যশস্বী রাজা আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি অকারণ কাহার উপর অত্যাচার করিতেন না। হিমুর প্রাণবধে অনিচ্ছা প্রকাশই ইহার

জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিয়া নানাদেশ জয় করিতে হইয়াছিল, সত্য, কিন্তু তিনি যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। যাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, তিনি সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু অধিকদিন তথায় থাকিতেন না। শেষ অবস্থায় সেনাপতিদিগের উপর ভার দিয়া স্বয়ং রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন ও দূরভ্রমণে কাতর হইতেন না। এই জন্য তাঁহাকে কোন যুদ্ধেই দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতে হয় নাই।

তিনি প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের জন্য বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতেন। মুসলমানেরা হিন্দু প্রজার উপর জিজিয়া নামক যে জঘন্য কর স্থাপন করিয়াছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সতীদাহ হইতে পারিত না। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সমান আস্থা ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের অধ্যাপকগণের স্বধর্ম্মস্থাপনার্থ তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যে কোন ধর্ম্ম হইতেই মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি নিজে এক নূতন মত প্রকাশ করেন, উহার নাম এলাহি ধর্ম্ম। উহা এক প্রকার সূর্য্যোপাসনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি একেশ্বর বাদী ছিলেন। কিন্তু সূর্য্যকেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দাড়ি রাখার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। দাড়ি লইয়া তাঁহার দরবারে যাইবার হুকুম ছিলনা। ইহাতে মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট

হইয়াছিল। মুসলমান রাজগণ হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগের উপর কর স্থাপন করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু আকবর কোন ধর্ম্মকেই কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন না; সুতরাং তিনি ধর্ম্মের উপর এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে উৎসাহ দিতেন না এবং আরবী নামের পরিবর্ত্তে মুসলমানদিগকে পারসীনাম দিতে বাধ্য করিতেন। তাঁহার সভায় সংস্কৃতের বিশেষ আদর ছিল। একজন মুসলমান ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন, যে সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে না পারিলে, আকবরের নিকট কোন মুসলমানই রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন না, পাইলেও উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না। তাহার সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে উর্দ্দু ও হিন্দী কবিগণ বিলক্ষণ উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রের বিলক্ষণ উৎসাহ দিতেন। তিনি যেরূপে মিঞা তান সেনকে বাঘেল খণ্ডের রাজার নিকট হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আকবর নিজে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ ও রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, তাহার ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। ফিজী ও আবুল ফাজল নামক দুই ভ্রাতা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ফিজী সর্ব্ব প্রথম হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। দুই ভ্রাতাই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিলনা। অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া

ঘৃণা করিত। রাজকুমার সেলিম আবুল ফাজেলকে এতই ঘৃ করিতেন, যে, তিনি একজন পার্ব্বত্য রাজাকে নানা উপহারে বাধ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা উহার প্রাণসংহার সাধন করেন। আবুল ফাজেলের মৃত্যুসম্বাদে আকবর দুই তিন দিন অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত রহস্যপ্রিয় ছিলেন। রাজপুতরাজ বীরবল তাঁহার কর্ম্মসচিব ছিলেন। খাইবর পাশের পার্ব্বত্যজাতিরা আকবরের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিলে, বীরবল তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বীরবলের মৃত্যুতেও আকবর অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

আকবর সমস্ত হিন্দুস্থানকে ১৫ পোনেরটী সুবায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সুবায় এক একজন সুবাদার থাকিতেন। ইহারা দেশের শান্তি রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক সুবায় এক একজন দেওয়ান থাকিতেন। রাজস্বসংক্রান্ত সমুদায় ভার দেওয়ানের উপর অর্পিত ছিল। ইঁহারাই দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। আকবরের পূর্ব্বে সেরসাহ হিন্দুস্থানে ও মহম্মদ গাওয়ান দক্ষিণে রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেরসাহ উৎপন্নের চতুর্থাংশ করগ্রহণ করিতেন। আকবর উৎপন্নের তৃতীয়াংশ রাজকর হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার সময় সমস্ত হিন্দুস্থান জরীপ হয়, এবং উৎপন্নের তারতম্য অনুসারে ভূমির শ্রেণী বিভাগ হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে রাজা তোড়লমল্ল তাঁহার বিশেষ সহায় ছিলেন।

আকবর সৈন্যদিগকে বেতন না দিয়া, উহাদের ভরণ-পোষণার্থ জায়গীর দিতেন। সেনাপতিরা পদমর্য্যাদা অনুসারে

নিয়মিত সংখ্যক সৈন্যরক্ষার্থ জায়গীর প্রাপ্ত হইতেন। সেনাপতিদিগের নাম মনসবদার ছিল। একসহস্র হইতে পাচ সহস্র পর্য্যন্ত সৈন্যের অধ্যক্ষতা ভার ওমরাহদিগের উপর প্রদত্ত হইত। বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন না করিলে ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্যের ভার কাহারও উপর প্রদত্ত হইত না। বারহাজারী মনসবদারী কেবল রাজপুত্রেরাই প্রাপ্ত হইতেন।

নবম অধ্যায়।

আকবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর বা ভুবন বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন সমস্ত হিন্দুস্থানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। উদয়পুরের রাণার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, বটে, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সে অতি সামান্য ব্যাপার। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু পিতার সিংহাসনারোহণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন; এবং লাহোর নগর অধিকার করিয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর সসৈন্যে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহ শান্তি হয়, এবং খসরু ও তাঁহার অনুচরেরা ধৃত হন; খসরুর সাত শত অনুচরকে শূলে চড়াইয়া তাহাদের প্রাণবধ করা হয়। খসরু এই অবধি কারাগারে বাস করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি

খসরু সাজিয়া পাটনায় বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করে। কিন্তু সে ব্যক্তি ধৃত ও প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আমেদ নগর অধিকৃত হইলেও নিজাম সাহী রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। মালিক আম্বর নামক একজন হাবসী আরঙ্গাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করত রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত মহারাষ্ট্রের সুন্দর বন্দোবস্ত করেন। নিজরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে মালিক আম্বব মোগলদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দমন কবিবার জন্য গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ হইতে যুগপৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু মালিক আম্বর জাহাঙ্গীরের সমস্ত বন্দোবস্ত ব্যর্থ করিয়া দেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মালিক আম্বর আমেদ নগর পুনর্গ্রহণে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষিণী মুসলমানেরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে মালিক আম্বর মোগলদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। আমেদনগব মোগলেরা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মালিক আম্বর আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমেদ নগর অধিকার করেন এবং নর্ম্মদানদী পার হইয়া সসৈন্যে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজেহান তাঁহাকে পুনরায় সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীর লুৎফউন্নেসা নাম্নী এক বিধবা রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী নুরজেহান বা ভুবনজ্যোতি উপাধি ধারণ কবিয়া জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় তাঁহার নাম খোদিত থাকিত। পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে তাঁহার এক মাত্র কন্যা ছিল। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সুরাপায়ী

ও অহিফেনসেবী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নামে নুরজেহানই রাজত্ব চালাইতেন। নুরজেহান আপন কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র সেহেরিয়ারের বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহাতে রাজা হন, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেই জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ কালে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের প্রিয় পুত্র খরম বা সাজেহান বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে একবার স্বাধীন হইয়া উঠেন। মহব্বৎ খাঁ নামক একজন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুত সেনাপতি সিন্ধুতীরে আপন শিবিরে জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নুরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যতদিন জাহাঙ্গীর জীবিত ছিলেন নুরজেহানের ক্ষমতা লোপ হয় নাই। তাঁহার ন্যায় চতুরা, বুদ্ধিমতী ও শ্রমশীলা রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আপন পিতা ও ভ্রাতাকে সাম্রাজ্যের প্রধান পদে উন্নীত করিয়া তাঁহাদিগেরই দ্বারা সাম্রাজ্যশাসন করিতেন।

জাহাঙ্গীর নিজে সুরাপায়ী ও অকর্ম্মণ্য হইলেও তিনি অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি সুরা ও অহিফেনসেবী হইলেও প্রজারা যাহাতে এই দুই মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করে সে বিষয়ে বিশেষ তাঁহার মনোযোগ ছিল। তাঁহার রাজত্ব কালেই পর্ত্তুগীজ বণিকেরা আমেরিকাস্থ টোবেগো নামক দ্বীপ হইতে তামাকু আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবর্গকে তামাকু সেবন করিতে নিষেধ করিতেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমসের দূত

সার টমাস রো ভারতবর্ষে আসিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার পত্রাবলী হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা অনেক অবগত হওয়া যায়। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

দশম অধ্যায়।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পার্ব্বিজের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার তৃতীয় পুত্র খরম "সাজেহান" অর্থাৎ ভূবনাধিপতি নামগ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাধিরোহণ কালে নুরজেহান সেহেরিয়ারকে সিংহাসন প্রদানের জন্য যত্ন করায় কারারুদ্ধ হন। এই সময় হইতে রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে নুরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হয়।

সাজেহানের রাজত্বের প্রথম বর্ষেই খাঁজেহান লোদী নামক তাঁহার এক প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের রাজার সহিত মিলিত হন। সুতরাং এই বিদ্রোহ লইয়া আমেদনগরের সহিত পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দশবৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর সমস্ত নিজামসাহী রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। নিজামসাহী রাজ্যের শেষ অবস্থায় সাহজী ভোঁসলা নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ঐ রাজ্য রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মোগলদিগের সহিত একাকী যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি মোগল দিগের হস্তে

আত্মসমর্পণ করেন এবং পরে বিজাপুর রাজ্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হন। ইনিই মহারাষ্ট্ররাজ্যস্থাপয়িতা শিবজীর পিতা। সাজেহান তৈমুরলঙ্গের রাজত্বের এক অংশ অধিকার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি কাবুল হইতে কএকবার সৈন্য প্রেরণ করিয়া বাধকসান নামক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আমেদনগর রাজ্য ধ্বংস হইলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা অত্যন্ত ভীত হন। তাঁহারা প্রথমতঃ সন্ধি দ্বারা দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সাজেহান আপন তৃতীয় পুত্র আরঙ্গীবকে দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর প্রদেশ দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার আদেশ থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজা আপন প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী মীরজুম্‌লার উপর অত্যাচার করায়, কিরূপে মীরজুম্‌লা দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সময়ে যদি সাজেহানের নিদারুণ পীড়া উপস্থিত না হইত এবং উত্তরাধিকার লইয়া দিল্লীর সাম্রাজ্যে বিষম গোলযোগ না ঘটিত, তাহা হইলে এই দুইটী রাজ্য সত্বরই লোপ প্রাপ্ত হইত। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সাজেহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, চিকিৎসকেরা প্রকাশ করিয়া দেন, যে তাঁহার জীবনের আশা নাই। আরঙ্গীব এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, এবং দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে থাকেন।

সম্রাট সাজেহানের চারিটী পুত্র ছিল। প্রথমটীর নাম দারা-সিকো, ইনি আকবরের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইনি এলাহি ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং অনেকগুলি উপনিষদ্ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি নানাজাতীয় বহুসংখ্যক পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন। সাজেহান ইহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। ইনি পিতার নিকটে থাকিয়া রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় সাসুজা; ইনি যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন; কিন্তু অনুচিত ইন্দ্রিয়সেবায় ইঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। তৃতীয় আরঙ্গজীব অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। ইনি দক্ষিণের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। চতুর্থ মোরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মসলমানেরা আকবরের নূতন ধর্ম্মের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। সুতরাং আকবরের মতাবলম্বী দারাসিকোর উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। আরঙ্গীব এই সুযোগে আপনাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, এবং যাহাতে নাস্তিক দারা সিংহাসন প্রাপ্ত না হন, এবিষয়ে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ মোরাদকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, যে, আমি তোমায় বড় ভালবাসি; আমার নিতান্ত ইচ্ছা তুমি রাজা হও। নাস্তিক দারা রাজা হইলে মুসলমান ধর্ম্ম লোপ হইবে। আমার প্রতি তুমি অবিশ্বাস করিও না, কারণ রাজ্য লাভে আমার ইচ্ছা নাই। তবে মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমি মক্কায় গিয়া বাস করিব। মোরাদ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া

আরঙ্গীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয় ভ্রাতায় একত্র হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের শত্রু বিনাশ করিবার জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দারাসিকো এই সময়ে বারাণসীর নিকট সাসুজাকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। রাজপুতগণ তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল। যশোবন্তসিংহ দারার পক্ষ হইয়া উজ্জয়িনীর নিকট আরঙ্গীব ও মোরাদের সৈন্য আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন।

এই সময় সাজেহানের শরীর অনেক সুস্থ হইয়া উঠে। তিনি পুত্রগণকে গৃহ বিবাদ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। আগরার অনতিদূরে দারা ও আরঙ্গীবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন। আগরা হস্তগত করিয়া আরঙ্গীব তাঁহার পিতার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু সাজেহান দারাকে এতই ভালবাসিতেন, যে তিনি কোনমতেই দারার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তখন আরঙ্গীব বিশ্বস্ত সৈন্য দ্বারা রাজপ্রাসাদ অবরোধ করত পিতাকে তথায় বন্দী করিয়া রাখিলেন, এবং মোরাদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং আলম্‌গীর উপাধি ধারণ করত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তথনও পূর্ব্ব অঞ্চলে সাসুজা ও পশ্চিমে দারাসিকো যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আরঙ্গীব তাঁহার প্রধান মিত্র মীরজুম্‌লাকে সাসুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ংও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। বারাণসীর সন্নিকটে কাজোয়ানামক স্থানে উভয় পক্ষের

যুদ্ধ হয়। সুজা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করেন। মীরজুম্‌লা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন। সুজা আরাকানের বৌদ্ধ রাজার আশ্রয়ে কিছুদিন বাস করেন। ইহার পর তাহার কি হইয়াছিল, বিশেষ জানা যায় না। এদিকে দারা দিল্লীতে অধিকদিন অবস্থান করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া লাহোরে পলায়ন করেন। পরে তিনি লাহোর হইতে মুলতান, মুলতান হইতে বক্কর এবং তথা হইতে গুজরাট গমন করেন। সমস্ত গুজরাট তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু আরঙ্গীব কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে জয়পুরের নিকট তাঁহার শিবির আক্রমণ করেন, এবং দারা পুনরায় পরাজিত ও পলায়নপরায়ণ হন। সিন্ধু দেশের অন্তর্গত জুনের রাজা তাঁহাকে আরঙ্গীবের হস্তে সমর্পণ করেন। আরঙ্গীব মোল্লাদিগকে একত্র করিয়া দারার নাস্তিকতা ও বিধর্ম্মিতার জন্য বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে স্থির হয়, যে দারার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত; আরঙ্গীব তাঁহার প্রাণবিনাশের আজ্ঞা প্রদান করেন। দারার মৃত্যুতে আরঙ্গীব নিষ্কণ্টক হইলেন। সাজেহানেরও কারামুক্তির সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল।

সাজেহানের সময় ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জের সুখ ও সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। সাজেহান অত্যাচার করিতেন না, সুবিচারের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনিও পিতামহের অনুবর্ত্তী হইয়া হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করিতেন না। তিনি জাঁকজমক বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি দিল্লীতে যে ময়ূরাসন নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ছয়কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে আগরা নগরে তাঁহার প্রিয় মহিষী মম তাজ-

মহলের যে সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম প্রাসাদমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ নানা কার্য্যে অমিতঅর্থব্যয় করিয়াও তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময় রাজকোষে চব্বিশকোটি টাকা মজুদ ছিল।

একাদশ অধ্যায়।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব দিল্লীর অধীশ্বর হন। কিন্তু একবৎসর তাঁহার অভিষেকও হয় নাই এবং তিনি দিল্লীর সম্রাট এই উপাধিও গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিষ্কণ্টক হইয়া দেখিলেন, যে মীরজুম্লা নামক সেনাপতি অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি মীরজুম্লাকে দিল্লী হইতে দূরে রাখিবার জন্য তাহাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। দুই বৎসর সুচারুরূপে বাঙ্গালা শাসন করিয়া মীরজুম্লা আসাম দেশ অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মীরজুম্লা অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ লোক ছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আসাম অধিকার করিয়া চীন দেশ আক্রমণ করিব। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া আসাম আক্রমণ করিলেন ও অনায়াসেই উহার রাজধানী তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করিল। মীরজুম্লা আসাম পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া যেমন গৌহাটী পরিত্যাগ করিবেন, অমনি আসামরাজ জয়ধ্বজ সিংহ

পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরাজিত ও অবমানিত হইয়া মীরজুম্লা কতিপয় মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা দূরে থাকুক, আরঙ্গীব পরম শত্রুপাত হইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমেদনগর রাজ্যের শেষ অবস্থায় সাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার রাজ্যরক্ষার্থ বিশেষ প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শিবজী জন্মগ্রহণ করেন; ইনি মহারাষ্ট্রদিগের সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন। মীরজুম্লার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই শিবজী মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্রদেশের মোগল শাসনকর্ত্তাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের উৎপত্তি বিবরণ পরে লিখিত হইবে। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব শিবজীর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করেন, যে তিনি শিবজীকে কএকটী সুবার চৌথ প্রদান করিবেন ও শিবজীর পুত্রকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী দিবেন। এই সন্ধিতে আশ্বস্ত হইয়া শিবজী আরঙ্গীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হন। তথায় আরঙ্গীব তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত তাঁহাকে বসিবার স্থান প্রদান করেন। ইহাতে অবমানিত হইয়া শিবজী নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। তথায় তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য আরঙ্গীব নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর শিবজী তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন

বিতরণ ব্যপদেশে কতকগুলি বড় বড় ওড়া বাড়ী হইতে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং সুযোগ মত, তাহারই একটীতে আসীন হইয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এক বৎসর কাল সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করত নিজ রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গজীবের বিশ্বাসঘাতকতায় মোগলদিগের প্রতি তাঁহার এতই দ্বেষ হইয়াছিল যে, তিনি মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আরঙ্গজীবের যুদ্ধ বিবরণ পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে হিন্দুদ্বেষী আরঙ্গজীব আপনার হিন্দুপ্রজাবর্গের উপর জিজিয়া নামক কর স্থাপন করেন। আকবর এই কর উঠাইয়া দিবার পর দিল্লীর সাম্রাজ্যে হিন্দুপ্রজাগণ পরম সুখে বাস করিতেন। আরঙ্গজীব ঐ কর পুনঃ স্থাপন করায় তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। দিল্লীর হিন্দুপ্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া আরঙ্গজীবের নিকট উহার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। আবেদনে কোন ফল হয় নাই। একদিন আরঙ্গজীব হস্তী আরোহণে মস্‌জীদে যাইতে ছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ সহস্র হিন্দুপ্রজা আবেদন হস্তে তাঁহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সেই ভীষণ জনসঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া হস্তী চালাইয়া দিলেন। অনেক লোক হস্তীর পদতলে প্রাণ হারাইল। আরঙ্গজীবের রাজপুত সেনাপতিরা এই কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় বিদ্রোহী হইলেন। আরঙ্গজীব অতি কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন, বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার

সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল। কারণ মুসলমান ওমরাহগণের অধিকাংশই বিদেশীয়লোক,আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। সকলেরই মনে মনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য সংকল্প থাকিত। রাজপুতগণের সহায়তায় আরঞ্জীবের পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহগণ ইহাদিগকে দমনে রাখিতে পারিতেন। রাজপুতগণের সহিত বাদসাহদিগের বিরোধ উপস্থিত হইলে মুসলমানেরাই বাদসাহের প্রধান সহায় হইল; এবং আরঞ্জীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনেকেই এক একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। বাদসাহের সহিত যুদ্ধে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ রাজপুতগণের অগ্রণী ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে একপ অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশ বাৎসল্য প্রদশন করিয়াছিলেন, যে তদ্দর্শনে ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আরঞ্জীবের যুদ্ধে পরাজিত হয়েন নাই। কএক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর আরঞ্জীব তাঁহার কথায় বাধ্য হইয়া তাঁহারই মনোমত সন্ধি স্থাপন করেন। সাজেহানের রাজত্বকালে আরঞ্জীব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বদা বিজাপুর ও গোলকুন্দার রাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তদবধি তাঁহার মনে মনে সংকল্প ছিল যে তিনি এই দুইটী রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিবেন। কিন্তু রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে একান্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি এ অভিপ্রায় সফল করিতে পারেন নাই। এইজন্য রাজপুতদিগের বিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাণে দমিত হইলে তিনি ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে উক্ত রাজ্যদ্বয় ধ্বংস করিবার জন্য

সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া, প্রথমত বুরহান্‌পুরে ও পরে আরঙ্গাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহাসন লাভার্থ দিল্লী প্রস্থান করিবার পর দাক্ষিণাত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকুন্দা ভিন্ন তথায় একটা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবজী। শিবজী বিজাপুর রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও কোঙ্কণ প্রদেশ অধিকার করত দুইশত মাইল দীর্ঘে ও একশত মাইল প্রস্থে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতসঙ্কুল ও বহুসংখ্যক দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে সুরক্ষিত। শিবজী দীর্ঘকাল ঐ রাজ্য ভোগ করিয়া ৫৩ বৎসর বয়সে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আরঙ্জীব যখন দাক্ষিণাত্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে সময় শিবজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী মহারাষ্ট্রের রাজা। আরঙ্জীবের দুই তিন জন প্রধান সেনানী এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সাহ আলম শম্ভুজীর রাজ্য ধ্বংসের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিত না, সাহ আলম কোঙ্কণ দেশ অধিকার করিতে আসিলে তাহারা পলায়ন করিল। তিনি দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিয়া সমস্ত কোঙ্কণ দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। কিন্তু দুর্গম পার্ব্বত্য পথে

তাঁহার সমস্ত অশ্ব, উষ্ট্র ও গাভী বিনষ্ট হইল। এমন কি তাঁহার শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। শম্ভুজী সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। সাহ আলম কতিপয় মাত্র নিরশ্ব অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। আরঙ্গাবাদ হইতে শিবির উঠাইয়া আরঞ্জীব আমেদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বিজাপুর আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় শম্ভুজীর সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া দেশ লুণ্ঠন ও নগর দাহ আরম্ভ করিলেন। বিজাপুররাজও যুদ্ধের যথেষ্ট আয়োজন করিলেন। আরঞ্জীবের সেনাপতিরা অকৃতকার্য্য হইলে, তিনি স্বয়ং সোলাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শম্ভুজী গুজরাটে উপস্থিত হইয়া ভৃগুকচ্ছ নগর লুণ্ঠন করিলেন এবং গোলকুন্দারাজের সহিত মোগলদের বিরুদ্ধে সন্ধি করিলেন। আরঞ্জীব আপাতত শম্ভুজীর বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া গোলকুন্দা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। গোলকুন্দার শেষ রাজা আবুলহাসেন মদনপন্থ নামক একজন ব্রাহ্মণের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মদনপন্থ রাজ্যের অশেষ প্রকার উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। হিন্দুর উন্নতিতে মুসলমান সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন। মোগলেরা রাজ্য আক্রমণ করিবামাত্র ইব্রাহিম মোগলদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নগরবাসী মুসলমানেরা হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া মদনপন্থকে নিহত করিল। মোগলরাজপুত্র সাহ আলম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তিন দিন ধরিয়া নগর লুঠ হইল; রাজা পলায়ন

করিয়া গোলকুন্দার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরঙ্গীব ঐ সুযোগে তাহার সহিত সুবিধামত সন্ধি করিলেন।

ইহার পরই আরঙ্গীব স্বয়ং বিজাপুর রাজধানী অবরোধ করিলেন, এবং বিশাল নগরপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া ভগ্নদ্বারপথে নগরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে কারারুদ্ধ করত বিজাপুর রাজ্য লোপ করিয়া দিলেন। বিজাপুর ধ্বংস করিয়া তিনি সন্ধিসত্ত্বেও গোলকুন্দা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে গোলকুন্দাও তাঁহার হস্তে পতিত হইল। ১৬৮৭। এই দুই রাজ্য অধিকৃত হইলে আরঙ্গীব সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাবেরীর দক্ষিণবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যগুলি লোপ করিতে লাগিলেন। তাঞ্জোরে শিবজীর ভ্রাতৃপুত্র বেঙ্কজী রাজত্ব করিতেছিলেন; আরঙ্গীব তাঁহারও রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্গ আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় ভাগ্যলক্ষ্মী আরঙ্গীবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জন সেনাপতি সন্ধান পাইলেন যে শম্ভুজী কোঙ্কনপ্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে নিশ্চিন্তভাবে আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছেন। এই সম্বাদ পাইয়া তিনি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া শম্ভুজীকে বন্দী করিলেন। শম্ভুজী আরঙ্গীবের সমীপে নীত হইলে আরঙ্গীব তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে শম্ভুজী আরঙ্গীবকে এরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন, যে আরঙ্গীব তৎক্ষণাৎ তাঁহার জিহ্বা ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করেন। ১৬৮৯। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আরঙ্গীব মহারাষ্ট্র রাজধানী রায়গড় অবরোধ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রায়গড় অধিকৃত

হইল ও নাবালক রাজা শিবজী বা সাহু দিল্লীর সম্রাটের হস্তে পতিত হইলেন। শিবজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম পলায়ন করিয়া গিঞ্জীর দুর্গ আশ্রয় করিলেন। আরঞ্জীবও গিঞ্জী অবরোধার্থ প্রধান সেনাপতি জুলফিকারকে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চারিদিকে মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

আট বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে গিঞ্জী মোগলদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু রাজারাম পলায়ন করিলেন। বিজাপুর, গোলকুন্দা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে মোগল দিগের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের কিছুই হইল না। সম্রাট স্বয়ং গিরিদুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সামান্য সৈনিকের ন্যায় দিবানিশি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা কিছুতেই দমিত হইল না। মোগল দিগের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেও বহুতর অর্থ ব্যয় করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে রসদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইত; সর্ব্বত্রই হাট বাজারের ব্যবস্থা করিতে হইত; একশত জন সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে দুইশত বাজেলোক পাঠাইতে হইত। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের এসকল কিছুই প্রয়োজন হইত না। তাহাদের ঘোড়ার পৃষ্ঠে জিন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইত না; দুই সের ছোলা কাপড়ে বাঁধিয়া তাহারা দশদিন ভ্রমণ করিতে পারিত। রাত্রিতে তাহাদের তাম্বুর প্রয়োজন হইত না; তাহারা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াই রাত্রি যাপন করিত। এইরূপ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা মোগল সৈন্যের পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিত না, পশ্চাদ্ভাগ হইতে রসদলুঠ করিত। দেশলুঠ করিয়া রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ

করিত। সময়ে সময়ে মোগল শিবির হইতে লাভ লাভ ঘোড়া ও উট চুরি করিয়া আনিত। মোগল সৈন্যের বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক ছিল। একজন সৈনিক প্রাণত্যাগ করিলে তাহার স্থানে আরএকজন লোক পাওয়া দুর্ঘট হইত। কিন্তু মহাষ্ট্রীয়দিগের সকলেই অশ্বে আরোহণ করিতে জানিত এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিলনা। এজন্য যতই মোগল সৈন্য কমিতে লাগিল মহাবাষ্ট্রীয় সৈন্য ততই বাড়িতে লাগিল। তাহারা দাক্ষিণাত্য সমস্তই লুঠ করিয়াছিল, এক্ষণে মালব ও গুজরাটে লুঠ আরম্ভ করিল; মোগল সাম্রাজ্য যুদ্ধের ব্যয় ভাব বহন করিতে অসমর্থ হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় গিরিদুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিল।

আরঞ্জীব হতাশ হইয়া আমেদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিতে উননবতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ৫০ বর্ষ রাজ্যভোগের পর সম্রাট আরঞ্জীব দেহত্যাগ করিলেন।

আরঞ্জীব মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করেন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিই যে রাজ্যের মূলভিত্তি, হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধেই সেই রাজ্য ধ্বংস হইল। আরঞ্জীব মুসলমানদিগের প্রিয় হইবার জন্য হিন্দুদিগের উপর যারপর নাই অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপুত শিখ ও জাঠ সকলেই মুসলমানদের বিরোধী হইয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় দিগের ত কথাই নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। প্রথম প্রথম কোনস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে একজন

হিন্দু ও একজন মুসলমানকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিতেন। পরে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত দিগের সহিত বিরোধ হইলে, তিনি হিন্দুদিগকে বড়ই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন কোথায়ও সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে একজন পাঠান বা মোগল সেনাপতি ও সেই সঙ্গে একজন মোগল রাজকুমার প্রেরণ করিতেন। রাজকুমার দিগের কাহারও উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিলনা। তিনি সর্ব্বদাই ভয় করিতেন তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে সাজেহানের অবস্থায় ফেলিবে। কোন রাজকুমার হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, চতুর হিন্দুরা তাহাকে সাম্রাজ্যের লোভ দেখাইয়া পত্র লিখিত। আরঙ্গীব সে পুত্রের প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। আকবর নামক তাহার এক পুত্র এইরূপে অবিশ্বাসভাজন হইয়া রাজপুত-শিবির হইতে মহারাষ্ট্রীয় শিবির ও তথা হইতে পারস্য শিবিরে পলায়ন করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গোলকুন্দা অধিকারের সময় রাজকুমার সাহ আলম আবুল হাসেন কুতবসাহের সহিত পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন। তাহাতে আরঙ্গীব পুত্রের প্রতি বিশেষ সন্দেহ করেন, এবং উহাকে কিছুদিন নজরবন্দী রাখিয়া, পরে, কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাবুলে সম্রাট উপাধি ধারণ করেন ও বাহাদুর সাহ নামগ্রহণ করিয়া

সসৈন্যে আগরা অভিমুখে আগমন করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার আজিম পিতার শিবিরের নিকটেই ছিলেন। তিনিও শিবিরে উপস্থিত হইয়া সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। আগরার নিকটে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আজিম সবংশে নিহত হইলেন।

এই সময়ে আরঙ্জীবের তৃতীয় পুত্র কাম্‌বকস হায়দ্রাবাদে ছিলেন, তিনি বাহাদুর সাহকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তাহাতে সম্রাটের সহিত তাহার যুদ্ধ হইল এবং কাম্‌বকস প্রাণ হারাইলেন। বাহাদুর সাহ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জুলফিকারখাঁকে দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার করিয়া প্রেরণ করিলেন। জুলফিকার দায়ুদকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি রাখিয়া দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। আজিম সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়াই রাজা সাহুর কারামোচন করিয়াছিলেন। দায়ূদ রাজা সাহুর সহিত সন্ধি করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময়ে অন্তর্বিবাদে এরূপলিপ্ত ছিল, যে তাহারা অনেকদিন মোগলদিগের রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত করিতে পারে নাই। বাহাদুর সাহ রাজপুতরাজগণের সহিতও সন্ধি স্থাপন করিলেন, উদয়পুর, যোধপুর ও জয়পুর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া উঠিল। কিন্তু এই সময়ে শিখেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অংশে বাবানানক এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। তাঁহার মত এই ছিল, যে হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক, ভক্তিভাবে পূজা করিলে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। নানকের শিষ্যগণকে শিষ্য বা শিখ কহিত। ইহারা বহুকাল শান্তভাবে লাহোর বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করিত। গোঁড়া মুসলমানেরা

ইহাদিগের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। গোঁড়াগণের প্রবর্ত্তনায় ১৬০৬ খৃঃ অব্দে ইহাদের গুরুর প্রাণবধ হয়। তাহাতে শিখেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহ শান্তির পর শিখদিগকে লাহোর হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করে। কিন্তু মুসলমান-দিগের প্রতি তাহাদের দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে দশম গুরু গুরুগোবিন্দ উহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন এবং যাহাতে মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে পারেন তাহার জন্য সম্পূর্ণ উদ্যোগ করেন। কিন্তু মুসলমানেরা তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুর্গ গুলি অধিকার করিয়া লয়, গুরুগোবিন্দের পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে এবং শিখদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করে। গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন ও তথায় তাঁহার শত্রুপক্ষীয় কোন লোক তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। এই প্রকার নিষ্ঠুরতায় শিখেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বন্দু নানক একজন বৈরাগীর অধীনে পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিয়া মসজীদ ভঙ্গ করে, মোল্লাদের প্রাণসংহার করে, এবং গ্রামকে গ্রাম তরবারিমুখে নিক্ষেপ করে। সরহিন্দপ্রদেশে তাহাদের অত্যাচার অধিক হয়, তাহারা সাহা-রনপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। মোগলেরা তাহাদের দমন করিবার উদ্যোগ করিলে তাহারা পলায়ন করিয়া পর্ব্বত আশ্রয় করে। পরে বাহাদুর স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বন্দুকে গিরিদুর্গমধ্যে অবরোধ করেন। গিরিদুর্গ হস্তগত হয়। কিন্তু বন্দু পলায়ন করেন।

১৭১২ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অবস্থান কালে

বাহাদুর সাহের মৃত্যু হয়। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জেহান্দারসা উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্রাট হন। ইনি ছয়মাস রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহার চরিত্র দূষিত থাকায় দিল্লীর ওমরাহগণ সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। বাহাদুরসাহের দ্বিতীয় পুত্র আজিম ওসান বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি বাদসাহের নিকটেই থাকিতেন এবং তাঁহার পুত্র ফেরোকসের বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেন। জেহান্দর সাহের সহিত যুদ্ধে আজিম ওসানের মৃত্যু হইলে ফেরোকসের নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া বেহারের গবর্ণর সায়দ হোসেন আলির শরণাগত হন। তখন হোসেন আলি ও তাঁহার ভ্রাতা এলাহাবাদের গবর্ণর সায়দ আবদুল্লা বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করত দিল্লী আক্রমণ করেন। জেহান্দর পরাজিত হন ও জুলফিকার খাঁর প্রাণ দণ্ড হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ফেরোকসের সম্রাট হইয়া আবদুল্লাকে উজীর ও হোসেন আলিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে সায়দেরাই প্রকৃত পক্ষে দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ফেরোকসের ইহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেন—প্রথম তিনি হোসেন আলিকে মাড়োয়ারের রাজা অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং অজিতকে বহুকাল ধরিয়া হোসেন আলির সহিত যুদ্ধ করিতে উপদেশ

দেন। হোসেন আলি জানিতেন দিল্লী হইতে অধিক দিন দূরে থাকিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং তিনি অবিলম্বে অজিতের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। অজিত ফেরোকসেরের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন। সায়দেরা দিল্লীতে বাদসাহকে বন্দীপ্রায় করিয়া আপনারাই তাঁহার নামে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য হোসেন আলিকে তদ্দেশে যাইতে হইল। ফেরোকসের অমনি গুজরাটের সুবাদার দায়ুদ খাঁকে হোসেন আলির বিনাশ সাধনের জন্য আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও এই যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলেন। হোসেন আলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহারা আরঙ্গীবের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ যুদ্ধে হোসেন আলিকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। ওদিকে ফেরোকসের তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। হোসেন আলিও দিল্লী প্রতিগমনের জন্য ব্যস্ত হইলেন, তিনি রাজা সাহুর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে শিবজী পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন রাজা সাহু সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন, এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখী পাইবেন। সাহু ইহার পরিবর্ত্তে দশ লক্ষ টাকা কর দিবেন ও পোনের হাজার অশ্ব সৈন্য দিবেন। এইরূপ সন্ধি করিয়া দশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে হোসেন আলি দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ফেরোক সের অনেকগুলি ওমরাহের সহিত মিলিত হইয়া সায়দ দিগের উচ্ছেদ সাধনার্থ চেষ্টা করিতে-

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভীরুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততায় বিরক্ত হইয়া তাঁহারা আবছুল্লার দলে মিলিত হইলেন। হোসেন আলি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসেই দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া ফেরোক সেরের প্রাণ সংহার করিলেন। ফেরোক সেরের মৃত্যুর পর সায়দেরা ছয় মাসের মধ্যে ছুইজন আরঙ্গীব বংশীয়কে রাজাসন প্রদান করেন। উভয়েই রাজযক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পরে তাঁহারাই আবার মহম্মদ সা নামক ঐ বংশীয় এক বালককে রাজ্যপ্রদান করিয়া তাঁহারই নামে আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন।

সায়দ আবছুল্লা নিজে অলস প্রকৃতি ও বিলাসপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বণিক জাতীয় রতনচাঁদ নামক একজন হিন্দুর উপর সমস্ত কার্য্য ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। রতন চাঁদ অত্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলেন এবং বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কিন্তু মুসলমান ওমরাহেরা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। সায়দেরাও বহুদিন রাজক্ষমতা উপভোগ করিয়া ক্রমে অত্যন্ত অসাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে লাগিল। সায়দেরা বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চিরশত্রু চিনক্লিচ খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। ইনি আরঙ্গীবের প্রিয় সেনাপতি গাজী খাঁর পুত্র। নিজেও আরঙ্গীবের অধীনে সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল। সায়দেরা ইঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনিয়া মুরদাবাদের নবাবী দিয়াছিলেন। ফেরোকসের সায়দদিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে

ইনি তাহাতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ইনিই আবার সর্ব্বাগ্রে সম্রাটকে পরিত্যাগ করিয়া সায়দদিগের সহিত মিলিত হন। ইনি প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন, সায়দেরা ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের স্থবাদারী দিবেন। কিন্তু তাহা না দিয়া সায়দেরা তাঁহাকে মালবের স্থবাদারী প্রদান করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া চিনক্লিচ বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমত আসীরগড়ের দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় আপন আত্মীয়বান্ধবগণকে সংগ্রহ করিলেন। সায়দেরা উত্তর ও দক্ষিণ হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিনক্লিচ উভয় সৈন্যকেই পরাজিত করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার হইলেন। এই অবধি দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন প্রায় একটী মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। চিন্‌ক্লিচ্ পরিণামে নিজাম উলমুলুক আসব জা উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জন্য তাঁহার বংশীয়েরা হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশীয় নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। নিজাম বলপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের স্থবাদারী গ্রহণ করায় সায়দেরা অত্যন্ত ভীত হইলেন। মহম্মদ সা গোপনে উহাদের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ আমীন খাঁ নামক একজন তুর্কি ওমরাহ এবং সাদত খাঁ নামক একজন পারস্য দেশীয় বণিক তাঁহার প্রধান সহায় হইল। মহম্মদ সা তুর্কী ভাষায় আমীনের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্থবাদারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হোসেন আলি সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি যাইবার সময় সম্রাট মহম্মদ সাকে সঙ্গে লইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর মীর হাইদার নামক একজন কাল্‌মক গুপ্তভাবে হোসেন আলিকে

হত্যা করিল। হোসেন আলির মৃত্যুর পর আবদুল্লার বিনাশ সাধন করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সম্রাট স্বাধীন হইলেন। মহম্মদ আমীন উজীর হইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সম্রাট নিজামকেই উজীরি দিলেন। নিজাম দিল্লী আসিয়া দেখিলেন যে দিল্লীর সাম্রাজ্য রক্ষার কোন উপায় নাই। এদিকে বাদসাহও গোপনে তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; তিনি উজীরি ত্যাগ করিয়া আপন নিজামীতে গমন করিলেন। বাদসাহ কামারউদ্দীনকে উজীরি প্রদান করিলেন ও সদত আলিকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদ প্রদেশের সুবাদার করিয়া দিলেন। ইহাতেই অযোধ্যার স্বাধীনপ্রায় মুসলমান রাজবংশের সৃষ্টি হইল।

কএক বৎসর ঘোরতর অরাজকতার পর একজন কোঙ্কণ ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের পেশোয়া নিযুক্ত হইলেন। ইনি রাজসভার অন্যান্য সদস্যের ক্ষমতা হরণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্র রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ইনি ও ইঁহার পুত্র নিজামকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন সে কথা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসে উক্ত হইবে। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে গুজরাট ও মালবদেশ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট যোধপুররাজ অভয় সিংহকে

গুজরাটের ও গিরিধর সিংহকে মালবের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। বাজীরাও পেশোয়া মালব অধিকার করিয়া লইলেন। গিরিধরসিংহ সবংশে নিহত হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সুবাদার জয়পুররাজ জয়সিংহ মালবদেশ বাজীরাওর হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধিবন্ধন করিলেন। আপন মনোরথসিদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে বাজীরাও নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ দিল্লীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ অগত্যা নিজামকে দিল্লী আসিতে অনুরোধ করিলেন। বাজীরাওএর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম নর্ম্মদা হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ বাজীরাওকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে পারস্যদেশে বারম্বার রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৭২০ হইতে ১৭২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী কাজার জাতীয় একজন যোদ্ধৃপুরুষ ইস্পাহান অধিকার করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করেন; ইনিই সুপ্রসিদ্ধ নাদির সাহ। ইনি একদিকে রুষিয়া, তুরস্ক ও অপরদিকে খিলিজী ও আরদালীদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে বারম্বার জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। লুঠ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার আক্রমণের প্রধান:উদ্দেশ্য। দিল্লী হইতে একশত মাইল পশ্চিমে মহম্মদ সাহের সেনাপতি সাদত খাঁ ও নিজামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। মহম্মদ সাহের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। নাদির দিল্লীর অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মহম্মদ সাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদের পাগড়িতে দীপ্যমান কোহিনুর হীরা বিরাজ করিতেছে, দেখিয়া অসভ্য নাদির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বাদসাহকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়াই বলিলেন আমাদের দেশে বন্ধুতার প্রধান চিহ্ন পাগড়ি বদল। মহম্মদসাহের কোহিনুর সমন্বিত পাগড়ি নাদিরের মস্তকে স্থাপিত হইল। বাদসাহ নাদিরের পাগড়ি মাথায় দিয়া দিল্লী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীতে আসিয়া নাদির রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা কএকদিন অবধি তাহার সৈন্যদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, পরে দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁহার উপরও ইটপাটকেল ফেলিতে ও তাঁহার প্রতি বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া নাদির নগর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের হুকুম দিলেন। প্রাতঃকাল হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বহুসহস্র লোক হত্যা হইল। নগরের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রদান করা হইল। দিল্লী প্রেতপুরীর ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিল। মহম্মদ সাহ নাদিরের অনেক স্তবস্তুতি করিলে নাদির হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের শিক্ষা এমন চমৎকার ছিল, যে হুকুম পাইবা মাত্র হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইল। নাদির দিল্লীর রাজকোষের সমস্ত অর্থ, মণিমুক্তাদি ও ময়ূরাসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসী প্রত্যেক ধনীর গৃহ লুণ্ঠন করিলেন। সমস্ত সুবা হইতে কর আদায় করিলেন পরে মহম্মদসাহকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া ভারতবর্ষীয় ওমরাহগণকে তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে বলিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

নাদির প্রস্থান করিলে পর, দৃষ্ট হইল যে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত দক্ষিণ দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। মালব ও গুজরাট দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়াছে, শিখেরা সরহিন্দ্ ও পঞ্জাবের পূর্ব্ব অঞ্চলে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা হইতে যদিও অদ্যাপি রাজকর আসিতেছে, কিন্তু তথায় বাদসাহের কিছুমাত্র আধিপত্য নাই, দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চলে সাদৎ খাঁ সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়াছেন, নিজ দিল্লী ও আগরা সুবার কিয়দংশে রোহিল্লা আফগানেরা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে, কাবুল কান্দাহার এমন কি সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ পারস্য সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাদসাহের রাজকোষ শূন্য ও সৈন্য সামন্ত হতাশ প্রায়। বাদসাহ নামেমাত্র ভারতের অধীশ্বর, কিন্তু দিল্লীর রাজবাটীর বাহিরে তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করে না। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোসলার অধীনে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিল; বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁ দেশরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি বাদসাহের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, বাদসাহ পেশোয়াকে বাঙ্গালা রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন, পেশোয়া উপস্থিত হইয়া রঘুজীকে দূর করিলেন বটে কিন্তু নিজে বাঙ্গালার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ এই সুযোগে দিল্লীতে কর প্রেরণ

বন্ধ করিয়া দিলেন। রঘুজী বারম্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ ১৭৫২ খৃঃ অব্দে সমস্ত কটক প্রদেশ তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন, ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে রোহিলখণ্ডে রোহিল্লা আফগানেরা বড়ই প্রবল হইতে লাগিল এবং তাহাদের স্বদেশে অর্থাৎ আফগানিস্থানে ভারতবর্ষের প্রধান শত্রুর আবির্ভাব হইল। ইহার নাম আমেদ সা আব্দালী বা দুরাণি। পারস্য দেশের রাজবিপ্লবে দুরাণিরা বরাবরই বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই দুরাণিদিগের আমীর আমেদ সাই নাদিরের একজন প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। নাদিরের রাজত্ব ধ্বংস হওয়ার পর তিনি দুর্দ্দান্ত আফগানদিগকে স্ববশে আনয়ন করত ক্রমে ক্রমে কান্দাহার, বাহ্লীক, সিন্ধু ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে লাহোর তাঁহার হস্তগত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি শতদ্রু নদীর তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র মহম্মদ সাহের পুত্র আমেদ সাহ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে উজীর কামার উদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার একমাস পরে মহম্মদসাহও প্রাণত্যাগ করেন, ১৭১৮। ঐ বৎসরে নিজামেরও দেহত্যাগ হয় এবং শিবজীর পৌত্র মহারাষ্ট্ররাজ সাহুও মানবলীলা সম্বরণ করেন। আরঙ্গীবের মৃত্যুর পর যে কয়েকজন লোক ভারতের ভাগ্য পরিচালনা করিতেছিলেন একই সময়ে সকলেরই মৃত্যু হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আমেদ সা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অযোধ্যার সুবাদার সাদত খাঁর পুত্র সফদরজঙ্গকে উজীরি প্রদান করিলেন। নূতন উজীর অযোধ্যার প্রতিবাসী রোহিল্লা আফগানদিগকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু রোহিল্লারা দিল্লী ও অযোধ্যায় সমবেত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া উজীর মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিল্লাদিগের দমন সাধন করিলেন। আমেদসাহ আব্দালী দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন এবং দিল্লী আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা নাদির সাহের আক্রমণের কথা অদ্যাপি ভুলিতে পারে নাই, সুতরাং আমেদসাহের আক্রমণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। বাদসাহ পঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি করায় উজীরের সহিত বাদসাহের মনোবাদ হইল। তখন বাদসাহ দিল্লীর সেনাপতি নিজামের পৌত্র গাজী উদ্দিনের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করত উজীরকে দিল্লী হইতে তাড়িত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে গাজী উদ্দিন সম্রাটের প্রাণসংহার করিয়া আরঙ্গীব বংশীয় একজনকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া বাদসাহ নিযুক্ত করিলেন ও স্বয়ং তাহার উজীর হইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমেদ সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত

হইলেন। ১৭৫৬। আবার নগর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। আলমগীর তাঁহার শরণাগত হইলেন, আমেদসাহ স্বয়ং দিল্লীর এক রাজকন্যা বিবাহ করিলেন, এবং পুত্রের সহিত আর এক রাজকন্যার বিবাহ দিলেন এবং গাজী উদ্দীনের হস্ত হইতে সম্রাটের প্রাণ রক্ষার জন্য নজবউদ্দোলা নামক একজন রোহিল্লাকে দিল্লীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া গেলেন। গাজীউদ্দীন বাদসাহকে দমন করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিলেন। পেশোয়ার ভ্রাতা-রাঘব গাজীউদ্দীনের সাহায্যার্থ দিল্লীতে আসিয়া নগর অধিকার করিলে বাদসাহের পুত্র আলি গোহর ও নজব উদ্দৌলা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এই সময়ে আমেদ সাহের চিরশত্রু আদিনাবেগ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পঞ্জাব আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করে। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রাঘব সসৈন্যে পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া অল্পায়াসেই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয়কে পঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। আফগানেরা পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া আবার ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা বলিতে লাগিল। বাস্তবিকও এখন সমস্ত ভারত তাহাদের পদতলে; ভারতবর্ষের মধ্যে এমন আর কেহই ছিল না, যে তাহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহির হইতে দুই প্রবল শত্রু উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগের সমস্ত আশা ভরসা উচ্ছেদ করিল। এক শত্রু আমেদ সাহ, দ্বিতীয় শত্রু ইংরাজ।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের পঞ্জাব অধিকারকালে আমেদসাহ স্বরাজ্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহা-

রাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন। তদনুসারে, তিনি ১৭৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই পঞ্জাব প্রবেশ করিয়া অনায়াসে উহা অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই করিল না। তিনি একেবারে সাহারনপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গাজীউদ্দীন আলমগীরের প্রাণ সংহার করিল। বাদসাহের পুত্র তখন বেহারে ছিলেন। তিনি তথায় সাহ আলম উপাধি গ্রহণ করিলেন। আমেদ সাহ সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্য পরাজিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দেখিলেন আমেদসাহকে দূর করিতে না পারিলে হিন্দুস্থানে তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে না। এইজন্য তাঁহারা সদাশিব রাওভাওয়ের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য হিন্দুস্থানাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কখন সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইত না। কিন্তু এবার তাহারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের প্রয়াসী হইল। ওদিকে সদাশিব রাও স্বীয় উদ্ধত স্বভাবের দোষে আপন সেনাপতিদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। আমেদ সাহ ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুবাদার ও রোহিল্লারা তাঁহার সহিত যোগ দিল। উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল। কিন্তু কেহই অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। উভয়েই শিবিরে গড়খাই করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমেদ সাহ রসদাদির রীতিমত মূল্য দিতে লাগিলেন। তাঁহার রসদ প্রাপ্তির কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা লুটপাট করিয়া রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেশের লোক তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের রসদ বন্ধ হইয়া আসিল।

সদাশিবরাও বিপন্ন হইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেই স্বীকৃত হইল, কেবল নজবউদ্দৌলা স্বীকার করিলেন না। তিনি মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে মুসলমানদিগের ভদ্রস্থতা নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারি সদাশিবরাও কামান ছুড়িতে ছুড়িতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুসলমান সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ গার্ডি ভীমবেগে স্বদেশীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং রোহিল্লাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দিলেন। উজীর অশ্বচ্যুত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। জয়লক্ষ্মী মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই করকবলিতা হন, এমন সময় আমেদ সাহ্ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং পশ্চাদ্ভাগ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভোজবাজীর ন্যায় সমস্ত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; মহারাষ্ট্রীয়েরা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; আমেদসাহ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সদাশিব ও বিশ্বাসরাও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ গাডি ধৃত হইয়া সাহের সম্মুখে আনীত হইলে, উহার কারাবাস দণ্ডবিধান হইল। একদিনেই ভারতের ইতিহাস নূতন রূপ ধারণ করিল।

এদিকে ইংরাজেরা বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মুর্সিদাবাদের নবাবের নামে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন, বটে, কিন্তু বাদসাহী সনন্দ তখন পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হয়েন নাই। বাদসাহ পলাতক হইয়া তাঁহাদেরই প্রত্যন্ত প্রদেশে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্লাইব সুযোগ পাইয়া বাদসাহকে

বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর এবং কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশের অধিকার প্রদান করিয়া বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লিখাইয়া লইলেন, ১৭৬৫। বাদসাহ নিশ্চিন্তভাবে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া ২৬ লক্ষ টাকা খাজানা উপভোগ করিতে লাগিলেন। দিল্লীতে মোগল, আফগান, মহারাষ্ট্র, ও অযোধ্যার নবাবের সৈন্যগণ ঘোর অরাজকতা আরম্ভ করিল। কুক্ষণে বাদসাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা শুনিয়া এলাহাবাদ পরিত্যাগ করত দিল্লী প্রবেশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ইংরেজেরা কর বন্ধ করিলেন; কোরা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব অধিকার করিয়া লইলেন। বাদসাহের দুর্বৃত্ত উজীর গোলাম কাদর তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইল। সম্রাট দীনভাবে কারাগারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দিল্লীতে কতই বিপ্লব হইতে লাগিল, তাঁহার দুরবস্থার কিছুই উপশম হইল না। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা দিল্লী অধিকার করিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন ও তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আকবরকে ইংরাজেরা দিল্লীর সম্রাট ও বৃত্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় আকবরের পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর সাহ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে মিউটিনিতে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের বাহিরে রেঙ্গুনে স্থান প্রদান করিলেন। তথায় কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট এই উপাধিও লোপ হইয়াছে। তৈমুর বংশীয় কয়েকজন অদ্যাপি দিল্লীর সন্নিহিত কুতব নামক স্থানে ইংরাজ প্রদত্ত পেন্‌সন অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতেছেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

হিন্দুগণের পুনরুত্থান।

প্রথম অধ্যায়।

শিবজী।

মুসলমানেরা মহারাষ্ট্র দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিলেও সহ্যাদ্রি ও কোঙ্কনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ গাওয়ান উক্ত দুই প্রদেশ বামনী রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে রাজস্ব আদায় কার্য্যে হিন্দুরাই নিযুক্ত হইয়াছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারীর নাম দেশমুখ্যা বা দেশমুখ। বামনী রাজ্য ধ্বংস হইলে হিন্দু দেশমুখগণ কতক নিজামসাহী-কতক আদিলসাহী রাজবংশের অধীন হইলেন। ইঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, দুর্গ রক্ষা করিতেন এবং যুদ্ধকালে স্বীয় দলবল লইয়া মুসলমান সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন।

রাজকার্য্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অনেক বিস্তীর্ণ জায়গীর-প্রাপ্ত হইতেন।

যে সকল দেশমুখ এইরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজা মালজী ভোঁসলা একজন। নিজামসাহী রাজগণের অধীনে পুনা ইহার জায়গীর ছিল। নিজাম সাহী দিগের রাজত্ব ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাদসাহ পুনা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বিজাপুররাজকে প্রদান করেন; তদবধি ভোঁস্‌লার জায়গীর বিজাপুরের অধীন হয়। মালজী ভোঁসলার সাহজী নামে এক পুত্র ছিলেন। ইনি মালিক আম্বরের অধীনে যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মালিক আম্বর ও তৎপুত্রের মৃত্যুর পর নিজামসাহীবংশীয় একটি বালককে রাজা করিয়া স্বয়ং তাহার অভিভাবক হইয়া আমেদ নগর রাজ্য পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেলে তিনি বিজাপুররাজের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং কর্ণাট দেশ অধিকারার্থ নিযুক্ত হন। তিনি কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের অনেক অংশ জয় করিয়া তঞ্জাবুর নগরে সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্র রাজ্য স্থাপন করেন।

তাঁহার তঞ্জাবুরে অবস্থিতি কালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শিবজী পুনায় অবস্থিতি করিতেন। তখন শিবজীর বয়স দশ, বার বৎসর মাত্র। সাহজী, দাদাজী কোনদেও নামক একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে পুনা জায়গীরের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ছিলেন। দাদাজীর অধীনে শিবজী অল্প দিনের মধ্যেই অশ্বচালনে বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠিলেন। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা জন্মিল। রামায়ণ,মহাভারতের বীরত্ব কাহিনী

সমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল। মুসলমান দিগের উপর তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিল। গো, ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে পুনার নিকটবর্ত্তী উপত্যকা সমূহে মাওয়ালী নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত। দাদাজী তাহাদিগকে সভ্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং শিবজীও সর্ব্বদা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। মাওয়ালীরা শিবজীর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মনে করেন এই সময়ে কোঙ্কন অঞ্চলে যে সকল ডাকাতি ও লুটপাট হইত, মাওয়ালীরা তাহাতে লিপ্ত থাকিত এবং শিবজী তাহার ভাগ পাইতেন। দাদাজী প্রথমতঃ শিবজীকে এই সকল অসমসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন হিন্দুরাজ্য স্থাপন বিষয়ে শিবজীর প্রতিজ্ঞা অটল, তখন তিনি উহাকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। দাদাজী মৃত্যুকালে শিবজীকে নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়া যান, যে, তুমি কখন আপনার অভিলষিত কার্য্য হইতে নিরস্ত হইও না।

দাদাজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শিবজী পৈতৃক জায়গীরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পিতাকে কখনও এক কপর্দ্দকও দিতেন না। সাহজীর জায়গীরের মধ্যে একটীও গিরি দুর্গ ছিল না; এই জন্য শিবজী ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে টোর্ণা নামক গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া লন, এবং বিজাপুররাজকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে ঐ দুর্গ তাঁহার হস্তে থাকিলে সরকারের বিশেষ উপকার হইবে। টোর্ণা অধিকারের অব্যবহিত পরেই শিবজী রাজগড় নামে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

তিনি মুসলমান দুর্গ রক্ষককে বিস্তর উৎকোচ দিয়া সিংহগড় নামক দুর্গ আত্মসাৎ করেন। পুরন্দর নামক গিরিদুর্গের অধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতা করিতে গিয়া সে দুর্গটীও নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া লন, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে দুর্গাধিকারীদিগকে তিনি এতই ভূমি দিয়াছিলেন যে তাঁহারা চিরদিন তাঁহার অনুগত ছিল। এই রূপে কতকগুলি গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া শিবজী এতই সাহসী হইয়া উঠিলেন, যে, তিনি একদিন বিজাপুরের খাজানা লুঠ করিয়া লইলেন। ঐ খাজনা কোঙ্কন হইতে কল্যাণ নগরে যাইতেছিল।

খাজানা লুট করায় বিজাপুররাজ এতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, যে তিনি তঞ্জাবুর হইতে সাহজীকে রাজধানীতে আনয়ন করত তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, এবং শিবজী শান্ত না হইলে কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিবেন, বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। সাহজী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, শিবজী আপনার যেমন বিদ্রোহী প্রজা সে আমারও তেমনি বিদ্রোহী সন্তান। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। শিবজী দেখিলেন এ সময়ে নরম হইলে চারিদিকে সর্ব্বনাশ। এই জন্য তিনি সম্রাট সাজেহানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিজাপুর রাজ এই সংবাদ পাইয়া সাহজীকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু রাজধানীতে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ওদিকে বাদসাহ শিবজীকে তাঁহার সৈনিক কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে শিবজী পিতার পৈতৃক প্রাপ্য বলিয়া জুনের ও আমেদ নগরের সরদেশমুখী দাবী করিলেন। বাদসাহ এরূপ অসঙ্গত দাবী

গ্রাহ্য করিলেন না, শিবজীর বাদসাহের সেনায় প্রবেশ করা হইল না।

এই সময়ে কর্ণাট দেশে নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় সাহজী পুনরায় তথায় প্রেরিত হইলেন। শিবজীও নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও নামক একজন প্রধান মহারাষ্ট্র জায়গীরদারকে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পরামশ গ্রাহ্য না করায় শিবজী তাঁহাকে সবংশে সংহার করিয়া তাঁহার জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি আরও কয়েকটী গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমায় প্রতাপগড় নামে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৫৭। ঐ বৎসরেই শিবজী সর্ব্বপ্রথম মোগল রাজ্য লুট করিয়া দুই শত উৎকৃষ্ট অশ্ব ও তিন লক্ষ টাকা লাভ করেন। শিবজীর অশ্বারোহী সৈন্যের এই সূত্রপাত। এই সময়ে তিনি মুসলমান দিগকে আপন সেনামধ্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাদের সাহায্যে সমস্ত কোঙ্কন দেশ অধিকার করিয়া লয়েন। কোঙ্কনের মধ্যে ইংরাজাধিকৃত বোম্বাই, পোর্ত্তুগীজাধিকৃত গোয়া এবং হাব্‌সীদিগের অধিকৃত জিঞ্জিরা এই তিনটী স্থান তিনি কখনও অধিকার কবিতে পারেন নাই।

সমস্ত কোঙ্কন দেশ হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিজাপুর রাজ আবজুল খাঁ নামক একজন পাঠান সেনাপতিকে শিবজীর বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন। আবজুল অত্যন্ত গর্ব্বিত স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি পুরন্দর দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে শিবজী দেখাইতে লাগিলেন, যেন তিনি বড়ই ভীত হইয়াছেন। ইহাতে আবজুল খাঁ মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইতে

লাগিলেন। শিবজী আবজুলের ব্রাহ্মণকর্ম্মচারী পন্থ গোপীনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে, তিনি নিরস্ত্র হইয়া একজনমাত্র সমভিব্যাহারী লোক লইয়া আবজুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আবজুলও নিরস্ত্র থাকিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে একজনের অধিক লোক থাকিবে না। আবজুল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে শিবজী তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। পথে তিনি বারম্বার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন, যেন প্রতি পদেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করিতেছেন। আবজুলের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি যেমন শিবিরদ্বারে শিবজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবেন, অমনি শিবজী তাঁহার হস্তমধ্যে লুকায়িত বাঘনখ নামক অস্ত্র তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর মুসলমান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ১৫৫৯।

আবজুলের মৃত্যুতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিজাপুররাজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু কর্ণাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে তদভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি বিলোল খাঁ নামক মুসলমান ও বাজী ঘোড়পুরে নামক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে কোঙ্কনে রাখিয়া গেলেন। সাবন্তবাড়ীর রাজা তাঁহাদের সহায় হইলেন। বাজী ঘোড়পুরে সাহজীকে কর্ণাট দেশ হইতে ধরিয়া বিজাপুরে আনিয়াছিল। এজন্য সাহজী ও শিবজী উভয়েরই তাঁহার উপর বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। শিবজী এই সময়ে একদিন অতর্কিতভাবে ঘোড়পুরের রাজধানী অধিকার করিলেন ও তাঁহাকে সংবশে সংহার করিয়া পিতার

ক্রোধ উপশম করিলেন। তিনি সাবন্তদিগের দেশ অধিকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে ঐ দেশের সরদেশমুখী প্রদান করিলেন। ইহাতে তাহারা চিরদিন তাঁহার অনুগত হইয়া রহিল।

ঘোড়পুরের নিধন সংবাদে পুলকিত হইয়া সাহজী কর্ণাট হইতে পুত্রকে দেখিতে আসিলেন। পুত্র যে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং শিবজীকে রায়গড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়া গেলেন।

১৬৬১ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব সায়েস্তা খাঁ নামক প্রসিদ্ধ মোগল সেনাপতিকে শিবজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সায়েস্তা খাঁ অনেকগুলি গিরিদুর্গ অধিকার করত পুনায় আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু শিবজী একদিন অতর্কিতভাবে তাঁহার বাসস্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহার পুত্রের প্রাণ সংহার করেন। জানালা দিয়া পলায়নকালে শিবজীর অস্ত্রাঘাতে সায়েস্তাখাঁর একটী অঙ্গুলি কাটিয়া যায়। সায়েস্তা খাঁ প্রস্থান করিলে, শিবজী সুরাট নগর লুঠ করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার জলসৈন্যের সাহায্যে ও বিজাপুর রাজ্যের বার্সিলোর নামক প্রধান বন্দর লুঠ করেন এবং প্রচুর অর্থ লইয়া রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন তথায় তিনি রাজোপাধি ধারণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন।

এই সকল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া আরঙ্গীব ও দিলীর খাঁ ও মির্জা রাজা জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। ইহারা শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন

এবং এই যুদ্ধে শিবজীও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন এই সময়ে তিনি বাস্তবিকই দিল্লীর সম্রাটের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিবেন এরূপ বাসনা করিয়াছিলেন এবং এই অভিপ্রায়েই রাজা জয়সিংহের পরামর্শ মত তিনি দিল্লী গমন করেন। দিল্লীতে তাঁহার যেরূপ সমাদর হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্বরাজ্যে পুনরুপস্থিত হইয়া শিবজী মোগল সেনাপতিদিগের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিতেন এবং আরঙ্গীবের সহিতও পত্র লেখালেখি করিতেন। শিবজীর উদ্দেশ্য মোগলদিগের সহিত আর না যুদ্ধ বাধে। আরঙ্গীবের উদ্দেশ্য শিবজী আর একবার দিল্লী আসেন। আরঙ্গীব শিবজীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন ও মোগলেরা তাঁহার রাজ্যের যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করেন। বিজাপুর ও গোলকুন্দার রাজারাও তাঁহাকে চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। শিবজীও নিশ্চিন্ত হইয়া স্বরাজ্যের সুবন্দোবস্ত করণে মনোনিবেশ করিলেন।

শিবজী আপন সৈন্যদিগকে বেতন দিতেন, কখন তাহাদের বেতন বাকী পড়িত না। লুঠের টাকায় তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। সে সমস্ত রাজকোষে জমা হইত। তিনি প্রাচীন হিন্দু নিয়মানুসারে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, রাজস্ব বাকী পড়িতে দিতেন না। কিন্তু উপরি আদায়েও তাঁহার সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতেন। কোন প্রধান কর্ম্মচারী বন্দী হইলে তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহার

রাজসভায় ৮ জন প্রধান মন্ত্রী থাকিতেন। ইঁহাদের নাম প্রধান। পেশোয়া প্রধানদিগের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে মুখ্যপ্রধান বলিত। সেনাপতিও প্রধানগণের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইতেন। অশেষ শাস্ত্রবেত্তা একজন পণ্ডিতও অষ্টপ্রধানের মধ্যে একজন প্রধান থাকিতেন। ইঁহার নাম ন্যায়শাস্ত্রী বা পণ্ডিত রাও।

রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে শিবজীর প্রায় দুই বৎসব সময় লাগে। এই দুই বৎসরের পরই তাঁহাকে আবার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয। আরঙ্গীব শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পুত্র সাহ আলম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ শিবজীব নিকট হইতে অনেক টাকা উৎকোচ লইতেছেন। এই সংবাদে বিরক্ত ও ভীত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে পত্র লিখেন যে তুমি যত শীঘ্র পার শিবজী ও তাঁহাব সেনাপতি প্রতাপ রাও গুজরকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ কর। সাহ আলম গোপনে এই সংবাদ শিবজীকে প্রেরণ করিলেন। শিবজী কালবিলম্ব না করিয়া সিংহগড় নামক দুর্গ ও কল্যাণ প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুঠ করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করেন। প্রতাপরাও গুজরও খান্দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করেন। আরঙ্গীব বারম্বার সেনাপতি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল ও দূরতর দেশ পর্য্যন্ত লুঠ করিতে লাগিল। এই সময়ে বিজাপুররাজও শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রতাপরাও বিজাপুরের দ্বার দেশ পর্য্যন্ত লুঠ করেন।

১৬৭৪ খৃঃ অব্দে শিবজী মহারাজোপাধি গ্রহণ করত

রায়গড়ে মহাসমারোহে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গঙ্গাভট্ট নামক কাশীর একজন শাস্ত্রী হিন্দুশাস্ত্র মতে তাহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। অভিষেকের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্বিগুণতর উৎসাহে মুসলমান রাজ্যগুলি লুঠ করিতে থাকে। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে শিবজী রাজ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পৈতৃক রাজ্য তঞ্জাবুরে গমন করেন। তথায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজত্ব করিতেছিলেন। শিবজী পৈতৃক জায়গীরের অংশ ও মুসলমানাধিকৃত কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করে। বিজাপুররাজ শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। শিবজীও মোগলাধিকৃত প্রদেশ সকল লুণ্ঠন করিয়া মোগলদিগকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। ইহাতে বিজাপুররাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে তঞ্জাবুর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে শিবজীর মৃত্যু হয়।

শিবজী একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র। কিন্তু তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও রণকৌশলে যে কেবল একটা বৃহৎ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি মহারাষ্ট্রদিগের মনে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগকে একটা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়া যান। যাহারা শান্তভাবে হলচালনা করিয়া দিনপাত করিত, তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী করিয়া দিয়া যান। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাহারা বড় বড় জায়গীর ভোগ করিত তাহাদের অধিকাংশই মুসলমানদিগেরই অনুগত ছিল, অতি অল্প অংশমাত্র শিবজীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই মনে

মনে শিবজীর মঙ্গলকামনা করিত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সাহায্য করিত। মহারাষ্ট্র দেশের বাহিরেও এই সময়ে হিন্দুরা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গোল-কুন্দায় মদনপন্থ ও বিজাপুরে মুরারীপন্থ সুলতান দিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানেরাও অনেক সময় হিন্দুসেনাপতিদিগের উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু এই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে কেহই স্বাধীন হইবার প্রয়াস পায় নাই। সাহজী ও শিবজী প্রথমে স্বাধীন হইবার প্রয়াস পান। সাহজী স্বাধীন হইতে পারেন নাই, শিবজী হইয়াছিলেন। শিবজীর মৃত্যুর পরেই তাঁহার রাজ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রে যে জাতীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সমস্ত মহাদেশ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ও তাহারই বলে মোগল সাম্রাজ্য ও মুসলমান প্রাধান্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবজীর উত্তরাধিকারিগণ।

শিবজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। তিনি একটি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করায় শিবজী তাঁহাকে পানালার দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজা হন ইহা অনেকের ইচ্ছা ছিলনা। এই জন্য শিবজীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। কিন্তু শম্ভুজী কোনও রূপে সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পালানার দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন এবং ক্রমে নিজ দল বল সংগ্রহ করত রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল' তাহাদের অনেকের প্রাণনাশ করেন এবং অনেককে ভিন্ন ভিন্ন গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার পিতা গোয়া ও জিঞ্জিরা অধিকার করিতে পারেন নাই; শম্ভুজী এই জন্য ক্রম্যাগত ঐ দুইটি স্থান অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একজন হিন্দুস্থানী কনোজ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হইয়া শম্ভুজীর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তিনি উহাকে পণ্ডিতরাজ উপাধি প্রদান করেন এবং সে নিজে ছন্দোগামাত্য কবিকুলেশ এই উপাধি গ্রহণ করে মহারাষ্ট্রীয়েরা উহাকে দেখিতে পারিত না। তাহাদের সংস্কার এই যে, কবিকুলেশ

শম্ভুজীকে যাদু করিয়া রাখিয়াছে। নহিলে, শম্ভুজী তাহার এত বশ কেন হইবেন। কবিকুলেশের আদেশ ভিন্ন কেহ শম্ভুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না। গোলকন্দা ও বিজাপুর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। শম্ভুজী নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শম্ভুজীর রাজকার্য্যে ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কর্ণাট হইতে খাজনা আসা বন্ধ হইয়া গেল। লুঠের টাকা আর রাজকোষে পৌছিত না। শিবজীর সঞ্চিত অর্থ বিনষ্ট হইয়া গেল। কবিজী স্বরাজ্যের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ঘোর অসন্তুষ্ট হইল। আরঙ্গীব মুসলমান রাজ্য দুইটি ধ্বংস করিয়া পরম উৎসাহে শিবজীর গিরিদুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। কিরূপে শম্ভুজী ধৃত হইয়া আরঙ্গীবের সকাশে নীত হন ও কিরূপে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কবিকুলেশও আপন প্রিয় প্রভুর অদৃষ্টের ভাগী হইয়াছিলেন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)।

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর কিছু দিন নানারূপ গোলযোগ ঘটে। পরে শম্ভুজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাবালক শিবজী, রাজা হন এবং শিবজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম তাঁহার অভিভাবক হন। রাজারাম কখন এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিতেন না। কিন্তু নাবালক রাজা ও তাঁহার মাতা রায়গড়ে অবস্থিতি করিতেন। আরঙ্গীবের উজীর আসদখাঁর পুত্র জুলফিকার খাঁ কোঙ্কন দেশ জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইলে, সূর্য্যজী পিসল নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সহায় হইয়া অবিলম্বে রায়গড় দুর্গ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। মহারাষ্ট্ররাজ ও তাঁহার মাতা মোগল হস্তে বন্দী হইলেন। আরঙ্গীব আপন

রংমহলে তাঁহাদিগকে স্থান প্রদান করিলেন। তিনি শিবজী ও শম্ভুজীকে চোর বলিতেন, এই জন্য শম্ভুজীর নাবালক পুত্রকে সাহু বা সাধু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা, দ্বিতীয় শিবজী "সাহু" নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। আরঙ্গীব সাহুকে বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি আপন শিবিরে সাহুর দুইবার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং সাহুর ভরণ পোষণার্থ অনেক জায়গীরও দিয়াছিলেন; কিন্তু সাহুর রাজ্যটি বিনাশ করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একটি একটি করিয়া কোঙ্কনের অনেকগুলি গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। রাজারাম নিরুপায় হইয়া কর্ণাট দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজারাম গিঞ্জি নামক দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সাহুর মন্ত্রিবর্গকে আপন মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার প্রধান সহায় প্রহ্লাদ নীরজীকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতিনিধি নামে একটী সর্ব্বোচ্চ রাজপদের সৃষ্টি করিলেন। প্রসিদ্ধ শান্তজী ঘোড়পুরে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া মোগল রাজ্য লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল লুণ্ঠনকার্য্যে রাজারামের অধীনে শান্তজী ঘোড়পুরে, ধনজী যাদু ও কুন্দরাও ধাবাড়ি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কোঙ্কনে রাজকর সংগ্রহ করিতেন ও বেরার, খান্দেশ, আমেদনগর প্রভৃতি স্থান লুঠ করিতেন। এই সময়ে যে কেবল রাজারামের লোকই লুঠ করিত, এমত নহে, সকল মহারাষ্ট্রীয়েরাই লুঠ করিত। বিজাপুর ও গোলকন্দায় যে সকল সৈন্য পদচ্যুত হইয়াছিল, তাহারাও লুঠ করিত। বিজা-

পুরের ও গোলকন্দার হিন্দু সর্দ্দারেরাও লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোঙ্কনাধিকার শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুলফিকারখাঁ গিঞ্জি অবরোধার্থ প্রেরিত হইলেন। গিঞ্জির অবরোধ কার্য্য চলিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলাধিকৃত প্রদেশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামক দুই প্রকার কর আদায় করিত। সরদেশমুখী রাজার নিজ প্রাপ্য, চৌথ রাজ-কোষে জমা হইত। কিন্তু এই সময়ে লুণ্ঠনকারী সর্দ্দারদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য "ঘাসদানা" নামক করের সৃষ্টি হইল। রামচন্দ্র পন্থ নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি কোঙ্কনে অবস্থিতি করিয়া সুযোগক্রমে গিরিদুর্গ গুলি অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্রুতগামী ক্ষুদ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া গিঞ্জি অবরোধকারী মুসলমান-দিগের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন। মোগলেরা বিপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে, তাঁহারা বন্দীবাসে চলিয়া যাইবেন; তাঁহাদের প্রতি যেন কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়। এই সংবাদ শুনিয়া আরঙ্গীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে বহুতর সৈন্য গিঞ্জিতে প্রেরণ করিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে গিঞ্জি মোগলদিগের হস্তগত হইল। রাজারাম পলায়ন করিয়া পুনরায় কোঙ্কনে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে মোগল সেনাপতি রাজারামকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে শান্তজী ও ধনজীতে বড়ই বিবাদ চলিতেছিল। রাজারাম ধনজীকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় শান্তজী পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার মস্তক

ছেদন করত আরঙ্গীবকে উপহার প্রদান করেন। আরঙ্গীব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নানারূপে ঐ নরঘাতকের সম্মান বৃদ্ধি করেন (১৬৯৯ খৃঃ অঃ)। শান্তজীর পুত্র আর মহারাষ্ট্র দেশে গেলেন না। তিনি কর্ণাট দেশে গুটা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং চারিদিক লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র পন্থের অনুরোধে সেতারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হইল। কিন্তু রাজারাম কথনও এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিতেন না। এই সময়ে কুন্দরাও ধাবাড়ী গুজরাটে ও পার্শ্বজী ভোঁস্‌লা বেরারে মহারাষ্ট্রদিগের প্রাপ্য কর আদায় জন্য প্রেরিত হন। আরঙ্গীব দেখিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা দুর্ঘট; তথন তিনি আপন সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং এক ভাগ লইয়া কোঙ্কনের গিরি দুর্গ গুলি পুনরধিকার করিতে লাগিলেন ও আর এক ভাগ জুলফিকার খাঁর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত কর্ণাটের অধিকাংশ মোগলের কর-কবলিত হইল। এ দিকে, আরঙ্গীব সেতারা অধিকার করিয়া লইলেন এবং ক্রমশঃ অন্য অন্য দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজারাম স্বয়ং জালনা নামক প্রদেশ লুঠ করিতে গমন করিয়াছিলেন। জুলফিকার খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রাজারাম মহাবেগে পলায়ন করিয়া সিংহগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রম হওয়ায় তাঁহার রক্ত বমন হইতে লাগিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু

হইল (১৭০০)। রাজারামের দুই পুত্র ছিল, শিবজী ও শম্ভুজী। শিবজীর মাতার নাম তারাবাই, শম্ভুজীর মাতার নাম রাজিস্‌বাই। তারাবাইয়ের পুত্র রাজা হইলেন। তারাবাই তাঁহার নাবালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া স্বরাজামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তারাবাই অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে দেশ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার লুঠপাট করিতে চারিদিকে ধাবিত হইল।

আরঙ্জীবের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা কতকগুলি গিরিদুর্গ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিবার জন্য সাহুকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। তারাবাই আপন পুত্রের রাজ্য রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার সাহুর পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে সেতারার পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তারাবাই ও সাহুর পরস্পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তারাবাইএর পুত্রের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পক্ষীয়েরা রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুজীকে রাজাসন প্রদান করিলেন। এই গৃহবিচ্ছেদকালে মোগলেরা কখন সাহু ও কখন শম্ভুজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের গৃহবিবাদ বৰ্দ্ধিত করিয়া দিতেন। কিন্তু ১৭১১ খৃঃ অব্দে সায়দ হোসেনআলি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া, সাহুকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজা

বলিয়া স্বীকার করিলেন, ও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের ছয় সুবায় চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিলেন। সাহু ইহার পরিবর্ত্তে দিল্লীশ্বরের সাহায্যার্থ ১৫০০০ হাজার অশ্বসৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে স্বীকার করিলেন। ইহাতে সাহুর পক্ষীয়দিগের জয় হইল। শম্ভুজীর পক্ষীয়েরা কোলাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সহ্যাদ্রির অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইল। কোলাপুর ও সেতারায় বিবাদ চলিতে লাগিল।

এই সকল গোলযোগের সময় বালাজী বিশ্বনাথভট্ট নামক এক জন কোঙ্কন ব্রাহ্মণ রাজস্ব আদায় কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করায় সাহু তাঁহাকে পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহারই দক্ষতাগুণে সাহু সায়দ্ হোসেন আলির সহিত নিজ অভিলাষানুরূপ সন্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি দশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে হোসেন আলির সহিত দিল্লী গমন করিয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে আরঙ্গাবাদ, বেরার, বিদর, বিজাপুর, হায়দরাবাদ ও খান্দেশ এই ছয় সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সনন্দ লইয়া আসেন। এই সনন্দে শিবজী যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন, তাহার অধিকাংশ সাহুর স্বরাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সকল নানাপ্রকারের রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করায় সাহু বালাজীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হন। ইঁহারই সময় ১৭৩০ খৃঃ অব্দের সন্ধির দ্বারা কোলাপুর ও সেতারায় রাজগণের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিবাদ ছিল তাহার

নিষ্পত্তি হয়। এই সন্ধির দ্বারা কোলাপুর একটি স্বতন্ত্ররাজ্য রূপে পরিগণিত হয়। বাজীরাও কুড়ি বৎসর পেশোয়া পদে নিযুক্ত থাকিয়া মহারাজা সাহুকে সাক্ষীগোপাল রূপে পরিণত করেন। ১৭৪৮ সালে সাহুর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বাজীরাওয়ের পুত্র, বালাজী বাজীরাও, শিবজীর বংশীয় একটী বালককে সেতারার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাজক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। ঐ বালক নামে মাত্র রাজা ছিলেন। সেতারার দুর্গটিও পেশোয়ার লোকে রক্ষা করিত। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে পেশোয়ার আধিপত্য ধ্বংস করিয়া ইংরাজেরা সেতারার রাজাকে পুনরায় স্বাধীন করিয়া দেন। ১৮৪৮ সালে শেষ রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে সেতারা ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। কোলাপুরে শিবজীর বংশীয়গণ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাজীরাও পেশোয়া।

বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট পেশোয়া বংশের আদি পুরুষ। তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন না। কিন্তু তৎকালে রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে তাঁহার ন্যায় দক্ষ লোক আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

তিনি কয়েকটী কার্য্যে রাজা সাহুকে এতই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যে রাজা তাঁহাকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করেন। এই পদেও তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি পেশোয়াদিগকে মহাবাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত জাতি রূপে পরিণত করেন, তাঁহার নাম বাজীরাও। তিনি বিশ্বনাথ ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি দেখিতে সুপুরুষ, নম্র, বিনয়ী এবং অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। ইনি অতি অল্প-বয়সে যুদ্ধকার্য্য ও রাজকার্য্য উভয়কার্য্যেই বিলক্ষণ দক্ষতা-লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে ইহার বিশেষ আস্থা ছিল। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া আবার হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিব, বলিয়া ইহার মনে মনে দৃঢ়সংকল্প ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হইয়াই,ইনি খান্দেশে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রাপ্যকর আদায়ের জন্য গমন করেন এবং ক্রমে উত্তর মুখে যাইয়া হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেনাপতি ধাবাড়ী ও প্রতিনিধি শ্রীপতিরাও ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ধাবাড়ী, গুজরাট অঞ্চলে আপন প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি সেতারায় থাকিতেন। পাছে প্রতিনিধি রাজার মনে বাজীরাওয়ের প্রতি কোনও রূপ সন্দেহ জন্মাইয়া দেন, এই ভয়ে বাজীরাও প্রতি বৎসর সেতারায় ফিরিয়া আসিতেন। বাজীরাওয়ের অধীনস্থ সেনানায়কগণের মধ্যে মলহররাও হোলকার, রণজী সিন্ধিয়া ও উদয়জী পোয়ারপ্রধান ছিলেন। স্বরাজ্যে যেমন প্রতিনিধি ও সেনাপতি, মোগল রাজ্যেও তেমনি নিজাম, বাজীরাওএর

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নিজাম বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী অধিকার করিয়া দেখিলেন, কোঙ্কনী ব্রাহ্মণেরাই মহারাষ্ট্রে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রতিনিধির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে কর আদায়ের জন্য যে সকল লোক জন নিযুক্ত করিয়া ছিলেন তাহাদিগকে উঠাইয়া দিলেন এবং কোলাপুর ও সেতারার রাজদ্বয়কে আপন আপন স্বত্বসাব্যস্ত করিবার জন্য হায়দরাবাদে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রাজা সাহু ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন বাজীরাও বলিলেন, দিল্লীর সম্রাট স্বয়ং আসিলে আপনার যুদ্ধ যাত্রা শ্রেয়ঃ হইত। তাঁহার সেনানীর বিরুদ্ধে আমরাই যাইব। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং আমেদনগর ও খান্দেশ লুঠ করিতে লাগিলেন। নিজামের তোপের নিকট না গিয়া, দুর হইতে তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নিজাম স্বপক্ষীয় মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে তাঁহার রাজ্য লুটপাট করিতে অনুরোধ করিলে, তাহারা, বাজীরাওয়ের সঙ্গে পারিয়া উঠিবনা, বলিয়া জবাব দিল। নিজাম ভীত হইয়া বাজীরাওয়ের সহিত সন্ধি করিলেন; এবং বাকী-বকেয়া শুদ্ধ চৌথ ও সরদেশমুখীর সমস্ত টাকা শোধ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন (১৭২৮)। ইহার পরবৎসর গুজরাটের সুবাদার সরবুলন্দ খাঁ বাজীরাওকে গুজরাটের সরদেশমুখী ও চৌথ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। ১৭৩০ সালে প্রতিনিধির কর্ত্তৃত্বাধীনে সেতারা ও কোলা পুরের রাজগণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেল। কোলাপুর একটী

স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইল। গুজরাটের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা পেশোয়াকে প্রদত্ত হয়। তাঁহার পরম শত্রু সেনাপতি ধাবাড়ী ৩৫০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু বাজীরাও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রকারিতাগুণে ডুবায় নামক স্থানের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করেন (১৭৩১)। এই যুদ্ধে বৃদ্ধ ধাবাড়ীর মৃত্যু হয়। বাজীরাও তাঁহার নাবালক পুত্রকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পিলোজী গাইকোয়ারকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করেন। ইনিই গাইকোয়ার বংশের আদি পুরুষ।

নিজাম এই যুদ্ধে সেনাপতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, শুনিয়া বাজীরাও তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্থান করেন। কিন্তু চতুর নিজাম বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থান আক্রমণের পরামর্শ প্রদান করেন। উভয়ে এই স্থির হয়, যে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া যাহাতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হন, নিজাম তাহার চেষ্টা পাইবেন। আর নিজাম যাহাতে নিষ্কণ্টক হন, পেশোয়া সে চেষ্টা পাইবেন। এইরূপে উভয়েই "যা শত্রু পরে পরে" এই মহাবাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করত আপন আপন স্বার্থরক্ষা করিলেন। গুজরাটের চৌথ বাজীরাওকে দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া বাদসাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সরবুলন্দের চাকরী গেল তাঁহার অপমান হইল। যোধপুররাজ অভয়সিংহ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি গোপনে পিলজী গাইকোয়ারের প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু গাইকোয়ারেরা যোধপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করায় অভয়সিংহ গুজরাট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে বাজীরাও মালবে আসিয়া সিন্ধিয়া হোলকার

ও পোয়ারের সহিত মিলিত হইলেন। তথায় সুবেদার মহম্মদ খাঁ' বাঙ্গাস বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছিলেন। রাজা বাজীরাওকে আপন রাজ্যের একতৃতীয়াংশ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, বাজীরাও বঙ্গাসকে দূর করিয়া দিলেন। রাজা ঝান্সীপ্রদেশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। বঙ্গাসের পর জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মালবের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সমস্ত মালবের শাসনভার বাজীরাওয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন, (১৭৩৪)। এই সময়ে বেরারের কুর্নহোজী ভোসলা রাজার অবাধ্য হওয়ায় তাহাকে সেতারার দুর্গে আবদ্ধ করিয়া, রাজা সাহুর প্রিয় পাত্র রঘুজী ভোসলাকে "সেনাসাহেব সুবা" উপাধি প্রদান করিয়া বেরারে পাঠান হয়। এই সময়ে রাজা সাহু কোঙ্কনে আর একটী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। জিঞ্জিরার আবিসীনিয়দিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি প্রতিনিধিকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। তখন বাজীরাও তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিয়া তাহাদের রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক আত্মসাৎ করিয়া আইসেন। এই অর্দ্ধেকের মধ্যে শিবজীর রাজধানী রায়গড়ও ছিল। পৈতৃক রাজধানী উদ্ধার হওয়ায় রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া বাজীরাওকে কোঙ্কনের সুবাদার নিযুক্ত করেন। কোঙ্কনের কার্য্য সমাপন করিয়াই বাজীরাও আবার মালব যাত্রা করেন। তথা হইতে, তিনি মহম্মদ সাহকে, গুজরাট ও মালবের শাসনকর্ত্তা দিগের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা শেষ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান ও মালব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুঠ করিতে থাকেন। বাদশাহের উজীর খাঁ দৌরান বৃথা বাক্যব্যয়ে কাল হরণ করিতে

থাকেন এবং গোপনে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। সাদত খাঁ অযোধ্যা হইতে আসিয়া বাজীরাওকে যমুনা পার করিয়া দেন। এই ব্যাপারে মহাপুলকিত হইয়া সাদত খাঁ অত্যন্ত ঘোরঘটা করেন। ইহা শুনিয়া বাজীরাও বাদশাহকে পত্র লেখেন যে আমি এখনও দিল্লীর নিকটে আছি এবং দিল্লীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লুঠ করিতে থাকেন। খাঁ দৌরান, সাদত খাঁ ও অন্যান্য সরদারেরা মিলিত হইলে, তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। তথায় তাঁহার উপস্থিত থাকা বড়ই আবশ্যক হইয়াছিল।

এদিকে বাদসাহ হিন্দুস্থান রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজামকে দক্ষিণ হইতে আসিয়া উজীরী গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ সহকারে পত্র লিখিতে লাগিলেন। নিজামকে মালব ও গুজরাটের সুবাদারী দেওয়া হইল। সমস্ত করদ রাজগণকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে বলা হইল। সাদত খাঁর উত্তরাধিকারী সফদর জঙ্গ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নিজাম ভূপালের নিকট ছাউনি করিলেন। বাজীরাও ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ছাউনী অবরোধ করিলেন। নিজাম না উত্তর দিকে আসিতে পারেন, না দক্ষিণ দিকে যাইতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল যে একা বাজীরাও মোগল সাম্রাজ্যের সমবেত সৈন্য মণ্ডলীকে, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সমস্ত ওমরাহদিগকে, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে রসদ বন্ধ হইল, ঘোড়া উট লুঠ হইতে লাগিল। বাজীরাও, সেনাপতি ধাবাড়া ও সেনা সাহেব সুবা রঘুজীকে তাঁহার

সাহায্যার্থ বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা কেহই আসিল না। রাজাসাহু নিজহস্তে পত্র লিখিতে লাগিলেন। তথাপি তাহারা আসিল না। নিজামের সাহায্যার্থ দক্ষিণে সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল। বাজীরাওএর ভ্রাতা রাজার সমস্ত রক্ষী সৈন্য লইয়া তাপ্তীতটে দক্ষিণী-সৈন্যদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। শেষ নিজাম আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র কামানে তাঁহার সৈন্যরক্ষা করিতে লাগিল। কামানের গোলা যত দূর যায়, তাহার বাহিরে থাকিয়া বাজীরাও তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম বাজীরাওকে মালবের সুবেদারী ও নর্ম্মদা এবং চম্বলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের রাজস্ব ও দিল্লীর রাজকোষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ইহার পর বৎসর যখন নাদির সাহ দিল্লী অধিকার করিয়া নগর লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিলেন; সেই সময়ে বাজীরাও এবং তাঁহার ভ্রাতা চিম্নাজী আপ্পা পোর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে সালসেট ও বাসীন নামক দ্বীপদ্বয় অধিকার করিয়া লন। নিজাম আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে মালবাদি প্রদেশসমূহ প্রদান করিলে, বাজীরাও তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া রঘুজী ভোঁসলাকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হন। রঘুজী এই সময়ে বিনা অনুমতিতে এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য সুবেদারের প্রাণবধ করেন। ইহাতে বাজীরাও তাহার প্রতি আরও বিরক্ত হয়েন। কিন্তু রঘুজী বিবাদ না করিয়া বাজীরাওয়ের সহিত

মিলিত হইয়া পরামর্শ করেন, যে, রঘুজী কর্ণাট আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবেন। বাজীরাও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবেন। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বাজীরাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন, (১৭৪০)।

তাঁহার মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বড়ই ক্ষতি হইয়াছিল। ঘরে ও বাহিরে বহুসংখ্যক শত্রু থাকিলেও কেহই বাজীরাওয়ের কোন কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। রাজাও সকল সময়ে তাঁহার অনুকূল থাকিতেন না। অনেক কার্য্য তাঁহার নিজের ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই জন্য শেষ অবস্থায় তাঁহার বিস্তর ঋণ হইয়াছিল। উত্তমর্ণগণ অনেক সময়ে তাহার দর-জায় ধরণা দিয়া বসিত। ইহাতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সেনাসামন্তের মধ্যে অনেকেই অতি প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখনও অনেকের বংশ বর্ত্তমান আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বালাজী বাজীরাও।

বাজীরাওয়ের অকালমৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়েরা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা পরিহার করিল। কিন্তু রঘুজী কর্ণাটে রাজকর আদায় বিষয়ে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন। রাজাসাহু, পেশোয়া, প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। শান্তজার বংশধর মুরারি রাও ঘোড়পুরে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রায় ৫০০০০ সৈন্য কর্ণাট দেশে প্রবেশ করিল। অরুকড়ুর নবাব তাঁহাদের হস্তে পরাজিত হইলেন। তাঁহারা ত্রিচিনপল্লীর নবাব চাঁদা সাহেবকে বন্দী করিয়া পুনায় লইয়া গেলেন। মুরারিরাও নূতন পরাজিত প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে রঘুজী যাহাতে বালাজী বাজীরাও পেশোয়া না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। বালাজী বাজীরাও বাজীরাওয়ের উপযুক্ত সন্তান। অল্প বয়স হইতে তিনি রাজকার্য্যে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া চিম্নাজী আপ্পা পোর্ত্তুগীজ সমরে বিজয়ী হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বালাজীরাও আপন দেওয়ান মদজীপন্থ পুরন্দরীর সাহায্যে পিতৃঋণ

পরিশোধ করত ১৭৪০ সালের আগষ্ট মাসে পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজা সাহু ১৭৪২ সালে তাঁহাকে সালসেট বাসীন প্রভৃতি প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন; এবং গুজরাট ভিন্ন নর্ম্মদা নদীর উত্তরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় রাজকর আদায়ের ভার অর্পণ করিলেন। বাজীরাও-য়ের মৃত্যুর পর মালবের সুবাদারী তাঁহারই প্রাপ্য, কিন্তু বাদসাহ তাহা আর একজনকে প্রদান করিলেন। সমস্ত মালবই সিন্ধিয়া হোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সরদারগণের অধীন ছিল, সুতরাং বাদসাহের প্রেরিত সুবাদার নামে মাত্র সুবাদার হইলেন। ইতি মধ্যে রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত রামগড়ের মধ্য দিয়া বেহার আক্রমণ করত আলী-বর্দ্দী খাঁকে পরাজিত করেন এবং মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের কুঠী লুঠ করত আড়াই কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ ভীত হইয়া বাদসাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, বাদসাহ বালাজী বাজীরাওকে বাঙ্গালা দেশ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। বালাজী রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দেন। এই কার্য্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ বালাজী বাজীরাওকে মালবের সুবাদারী প্রদান করেন। বালাজীও উহা সিন্ধিয়া হোলকার ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সরদার-গণকে বণ্টন করিয়া দেন।

এদিকে রঘুজী পরাজিত ও অবমানিত হইয়া সেতারাভি-মুখে প্রস্থান করেন। দমজী গাইকোয়ার ও সেতারা উপস্থিত হন। প্রতিনিধির সহকারীও সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। বালাজী দেখিলেন, ইহারা তাঁহারই বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করিতেছে। অতএব তিনি রাজা সাহুকে মধ্যস্থ মানিয়া সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া লইলেন। পেশোয়া পূর্ব্বে নর্ম্মদার উত্তরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশের রাজকর আদায়েব ভার পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার মধ্য হইতে অযোধ্যা, বিহার ও বাঙ্গালা দেশে রাজকর আদায়েব ভার, রঘুজীকে প্রদান করিলেন। স্থির হইল, দমজী যাহা লুঠ করিয়া পাইবেন, পেশোয়াকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। এইরূপে বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেলে রঘুজী, বাঙ্গালায আপন আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। দমজী গুজরাটের মোগলাধিকৃত দেশ সমূহে মহারাষ্ট্রীয়দিগেব রাজকব আদায় করিতে লাগিলেন এবং পেশোযা সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করণে মনোযোগী হইলেন।

এই সময়ে ১৭৪৮ সালে রাজা সাহুর মৃত্যু হয়। তারাবাই রাজারামের পৌত্র দ্বিতীয় শিবজীর পুত্র রামকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাহুর মৃত্যুর পর রাম মহারাষ্ট্রীয় দেশের রাজা হইলেন। পেশোয়া তাঁহার রাজোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজে পুনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে পুনাই প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হইল। বালাজী আটজন প্রধান নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জায়গীর কমাইয়া দিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র প্রধান হইয়া সেতারার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। রঘুজী, দমজী, হোলকার, সিন্ধিয়া ও অন্যান্য সরদারের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই স্থিরতর রহিল। রামরাজা পেশোয়ার সকল কার্য্যই স্বীয়কৃত বলিয়া স্বীকার করিবেন প্রতিশ্রুত

হইলে, বালাজী তাঁহাকে সেতারা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের আধিপত্য প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু এ অঙ্গীকার তিনি কখন পালন করেন নাই।

তারাবাই কিন্তু এসকল বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে সেতারার দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের কর্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং দমজীকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। দমজী সেতারায় উপস্থিত হইলে পেশোয়ার পক্ষীয় সমস্ত লোক একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল। প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে দমজী পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ৩।৪ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া দমজী পেশোয়াকে গুজরাটের বক্রী রাজস্বের দরুন ১৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। উভয়ে এই বন্দোবস্ত হইল, যে, গুজরাটে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যাহা অধিকার আছে, বা যাহা পরে তাহাদিগের অধিকৃত হইবে, দমজী তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন এবং পেশোয়া অর্দ্ধেক পাইবেন। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে দমজী মুক্তিলাভ করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলেন; এদিকে পেশোয়ার ভ্রাতা ও সেনানী রঘুনাথ রাওও সসৈন্যে তথায় গমন করিলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া গুজরাটের মোগলাধিকৃত অংশগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। মোগল রাজধানী আমেদাবাদ তাঁহাদের হস্তগত হইল।

১৭৪১ খৃঃ অব্দে চিম্নাজী আপ্পার মৃত্যু হয়; তখন তাঁহার পুত্র সদাশিবের বয়স ১০ বৎসর মাত্র। সদাশিব বাল্যকাল হইতে যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি সাবালক হইলে বালাজী তাঁহার উপর অনেক কার্য্যের ভার অর্পণ

করিলেন। সদাশিব রামচন্দ্র বাবা সেনবী নামক একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন এবং তাহারই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেন। এই ব্যক্তি বহুদিন রণজী সিন্ধিয়ার দেওয়ানী করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রণজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়াপা ও হোলকার তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এই জন্য হোলকারের উপর রামচন্দ্রের বিশেষ রাগ ছিল। দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াই তিনি সদাশিবকে তাহার পিতার পদ পেশোয়ার দেওয়ানী প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। বালাজীর দেওয়ান মদজীপন্থ তাঁহার সমস্ত পৈতৃক ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষ মদজীপন্থ অতি উপযুক্ত লোক। তাঁহাকে হঠাৎ পদচ্যুত করিতে বালাজী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া সদাশিব কোল্হাপুরের পেশোয়াপদ গ্রহণ করিলেন। পেশোয়া পরিবারের মধ্যে বড়ই অশান্তি জন্মিল। কিন্তু মহামনা মদজীপন্থ স্বেচ্ছায় পদ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। সদাশিব দেওয়ানী লাভ করিয়া অতিশয় দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকলেই ভক্তি ও ভয় করিত। রামচন্দ্র মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সদাশিবকে প্রদান করিয়া যান। সদাশিব ঐ টাকার একতৃতীয়াংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করেন, ও অবশিষ্ট সমান ভাগ করিয়া এক ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করেন, ও অপর ভাগ রামচন্দ্রের পুত্রকে প্রদান করেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজাম উল্মুলুকের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজীউদ্দীন তখন দিল্লীতে আমীর উল উমারা বা প্রধান

সেনাপতি। সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র নাসীরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী গ্রহণ করেন। তখন কর্ণাটে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নাসীর নিজেই তথায় গমন করেন। আম্বরের যুদ্ধে জয়লাভ করায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেলেও এক জন বিদ্রোহী পাঠান নবাব গুলি করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করে। তাঁহার ভাগিনেয় মোজাফরও কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া গুপ্তঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ১৭৫১। মোজাফরের মৃত্যুতে নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইলেন। এই সময়ে কর্ণাটে যত কিছু গোলযোগ ঘটে ইংরাজ ও ফরাসীগণ তাহাতে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইংরেজেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে সকল বিষয়েই জয়লাভ করিয়াছিলেন। সলাবৎ জঙ্গের সুবাদারী প্রাপ্তি বিষয়ে ডুপ্লে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য সলাবৎ বুসী নামক একজন ফরাসীস সেনাপতির অধীনে একদল ফরাসীস সৈন্য লইয়া হায়দরাবাদে রাখিয়া দেন। এই সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উত্তর সরকার প্রদেশ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হয়। বুসীই সলাবৎ জঙ্গের বিপৎকালে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিলেন।

এদিকে বালাজীরাও গাজী উদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করত দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সলাবৎ ও বুসীর পরামর্শমতে তারাবাইও কোলাপুর রাজের সহিত সন্ধি করিয়া পুনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সদাশিবরাও তাঁহাদিগের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের রসদ লুঠ করিতে লাগিলেন। ওদিকে

রঘুজীও সুযোগ পাইয়া গোয়াইলগড় নারনালা ও মানিক দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। সুতরাং সলাবৎ জঙ্গ পুনার পথ পরিত্যাগ করত আমেদনগরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। গাজীউদ্দীন দিল্লী হইতে দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইলে পেশোয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনেক দক্ষিণী সৈন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। প্রায় ১৫০,০০০ সৈন্য আরঙ্গবাদে উপস্থিত হইল। সলাবৎ জঙ্গ দেখিলেন, গাজীউদ্দীনই যথার্থ উত্তরাধিকারী। দিল্লীর সনন্দও তাঁহারই নামে বাহির হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিয়া কার্য্য করাই ভাল। পেশোয়া এই সুযোগে বেরারের পশ্চিমস্থিত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। গাজীউদ্দীন রাজা হইবেন, প্রায় স্থির হইয়া আসিল, এমন সময় গাজীউদ্দীনের কুবুদ্ধি, তিনি বিমাতার বাটীতে নিমন্ত্রণে গেলেন ও তৎপ্রদত্ত বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। সলাবতের রাজ্য দৃঢ়তর হইল। পেশোয়া গাজীউদ্দীন প্রদত্ত প্রদেশগুলির সুবন্দোবস্ত করিয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৫২।

এই ব্যাপারের পর নিজামের রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। মোগলেরা ফরাসীদিগকে তাড়াইবার নানারূপ চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই। পরে ১৭৫৯ সালে ফরাসীরাই বুসীকে নিজামের দরবার হইতে উঠাইয়া পটুঞ্চেরী লইয়া যায়। তথন সলাবৎ জঙ্গ আপন ভ্রাতা নিজাম-আলিকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে থাকেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বিপুল অর্থ উৎকোচ পাইয়া নিজামের একজন কর্ম্মচারী আমেদনগরের দুর্গটী সদাশিব

রাওয়ের হস্তে সমর্পণ করে। ইহাতে সলাবৎ জঙ্গের সহিত পেশোয়ার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বুসীর শিক্ষিত সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ গার্ডী সদাশিবের অধীনে সেনানী নিযুক্ত হইয়া কামানের গোলায় মোগল অশ্বারোহীগণকে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন। সলাবৎ যুদ্ধের বিশেষ উদ্যোগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হয়। এই সন্ধিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা দৌলতাবাদ, আসীরগড় ও বিজাপুর প্রদেশ প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদের রাজস্ব ৬২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়।

এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়গণ রঘুনাথরাওএর অধীনে পঞ্জাব অধিকার করিয়া তথায় একজন সুবাদার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতের এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়েই গৃহবিবাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ হয়। রঘুনাথ আটক হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বটে, কিন্তু নগদ টাকা বা লুটের কিছুই আনিলেন না; ৮০ লক্ষ টাকা দেনা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে সদাশিব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে রঘুনাথ বলিলেন, এবার না হয়, তুমিই হিন্দুস্থানে যাইও। বালাজী, রঘুনাথকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন ও সদাশিবকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়া আমেদ সাহ আবদালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বালাজী বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে সদাশিবের সাহায্যার্থ নর্ম্মদা পার হইয়া উত্তরাভিমুখে আসিতেছিলেন; এমন সময়ে পাণিপথের যুদ্ধের সংবাদ পঁহুছিল। পেশোয়ার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইল। মহারাষ্ট্রদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। দুইলক্ষ লোক কাল-

গ্রাসে পতিত হইল। পেশোয়া ধীরে ধীরে পুনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় জুনমাসে মনের ক্ষোভে, ভগ্নহৃদয়ে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। বালাজী বাজীরাওএর সময়েই পেশোয়াদিগের ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়। সদাশিব ও রঘুনাথ এই উন্নতির মূল। কিন্তু সদাশিবের বুদ্ধির দোষে পাণিপথের সর্ব্বনাশ ও রঘুনাথের পত্নী আনন্দাবাইএর খলতায় মহারাষ্ট্র রাজ্য ধ্বংস হয়। মৃত্যুকালে সদাশিবের বয়স ৩০ বৎসরের অধিক ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়।

মধুরাও ও মধুরাওনারায়ণ।

১৭৬১ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে বালাজী বাজীরাওএর পুত্র মধুরাও পেশোয়া পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বয়স তখন ১৭ বৎসর। সুতরাং তাঁহার খুল্লতাত মহাবীর রঘুনাথরাও তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পিতৃব্যভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। নিজামআলি এই বিবাদে রঘুনাথরাওএর সহায় হইলেন। নাগপুররাজ জনজী ভোঁসলা উঁহাদের পৃষ্ঠপূরক হইলেন। মধুরাও নাবালক হইলেও দেখিলেন, অন্তর্বিবাদে ভারতবর্ষের একমাত্র হিন্দুরাজ্য ছারখার যায়। দেখিয়া

তিনি একদিন একাকী পিতৃব্যের শিবিরে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার বন্দী হইলেন। খুড়া ও ভাইপোয়ে বিবাদ মিটিয়া গেল, দেখিয়া নিজাম আলি তাঁহাদের উভয়কেই দূরীকৃত করত জনজী ভোঁসলাকে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন; এবং উভয়ে মিলিত হইয়া পুনা নগর লুঠ করত নগরের কিয়দংশ ধ্বংস করিলেন। কিন্তু নিজাম আলির সহিত যুদ্ধে জনজী ভোঁসলার বিশ্বাসঘাতকতায় রঘুনাথরাও সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইলেন। রঘুনাথ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতিব লোক ছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি নিজামের রাজ্যের অনেক অংশ গ্রহণ করিতে পরিতেন। কিন্তু ধূর্ত্ত নিজাম, তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তোষামোদ করায়, রঘুনাথ রাও যৎকিঞ্চিৎ ভূমি লইয়াই তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। এই যুদ্ধে মধুরাও বিলক্ষণ দক্ষতাপ্রদর্শন করায় রঘুনাথ রাও তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ অঃ তাঁহাকে হায়দার আলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেও মধুরাও সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অঃ মধুরাও নিজাম আলির সহিত মিলিত হইযা জনজী ভোঁসলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পূর্ব্বযুদ্ধে জনজী নিজামের সহিত মিলিত হওয়ায় মধুরাও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, আবার নিজামআলিকে পরিত্যাগ করায়, তিনিও জনজীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং অবসর পাইয়া, উভয়ে মিলিত হইয়া জনজীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাহার রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ইংরেজেরা নিজাম আলির সহিত মিলিত হওয়ায় উত্তর সরকার প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং নিজাম আলি ইংরেজদের সহায়তায় মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হায়দার আলি নিজামের সহিত মিলিত হইলে বিষম বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া মধুরাও সর্ব্ব প্রথমে হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ৩২০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করত তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন। নিজাম আলির কথার কিছু মাত্র ঠিক ছিল না; তিনি একদিকে যাহার সহিত সন্ধি করিতেছেন, হয়ত গোপনে তাহারই সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই নিজাম আলি হায়দারের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। পরক্ষণেই আবার হায়দারকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন। যখন হায়দার আলি, নিজাম, মহারাষ্ট্রীয়গণ ও মধুরাও এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় রঘুনাথরাও হিন্দুস্তান জয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন। কিন্তু এই সময়ে মলহররাও হোলকারের মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথরাও হিন্দুস্থানজয়ের আশা পরিত্যাগ করত কএক জন বিদ্রোহী রাজাকে পরাভূত করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন। তথায় রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা করায় মধুরাও তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুনায় আনয়ন করেন।

পিতৃব্যকে বন্দী করিয়া মধুরাও স্বহস্তে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর তিনি আর তিন বৎসর।

মাত্র জীবিত ছিলেন; কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে তিনি জনজী ভোঁসলা ও হায়দারকে অনেক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপন রাজ্যসীমা অনেক পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রধান সেনাপতি বিশ্বজী কৃষ্ণকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেন। বিশ্বজী, সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত মিলিত হইয়া রাজপুত রাজগণের নিকট কর গ্রহণ করেন। ভরতপুরের জাঠ রাজাও তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন। উঁহারা সমস্ত রোহিলখণ্ড লুঠ করিয়া রোহিলারা পাণিপথের যুদ্ধে যে বিপক্ষতা করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লন। পরে সম্রাট সাহ আলমকে ইংরেজদিগের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। ১৭৭১ সালে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া সাহআলম দিল্লী প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক হয়। বিশ্বজীকৃষ্ণ দিল্লীতে থাকিতে থাকিতেই রাজযক্ষ্মারোগে মধুরাওএর প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার পত্নী রমাবাই সহমৃতা হন। মধুরাওএর ভ্রাতা নারায়ণরাও বিশ্বজীকে দক্ষিণে যাইতে আজ্ঞাদেন।

মধুরাওএর ন্যায় শাসনকর্ত্তা মহারাষ্ট্র দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি অতি বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক ছিলেন। ঘরে তাঁহার পিতৃব্য, বাহিরে নিজাম আলি, হায়দর, জনজী, ও গুই-কোয়ার তাঁহার শত্রু ছিলেন; কিন্তু তিনি আপন দক্ষতা বলে এই সমস্ত শত্রুকে দমনে রাখিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল লোক নির্ব্বাচিত করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত লোক আর কখনও মহারাষ্ট্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। ইহাদের একজনের নাম রামশাস্ত্রী ও আর এক জনের নাম নানাফর্ণাবীস।

মধুরাওএর বয়স অল্প হইলেও সাহস অসীম ছিল। একবার মদজী সিন্ধিয়া তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করত চারিটি দিন পুনায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি মদজীকে আপন সমীপে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করেন, এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার নিজের যেমন অকুতোভয় সাহস ছিল তেমনি তিনি কর্ম্মচারিগণের সাহস দেখিলেও অত্যন্ত প্রীত হইতেন। এক সময়ে তিনি কএক দিন জপ ও তপে ব্যস্ত থাকিয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়াছিলেন। ইহাতে রামশাস্ত্রী বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন. "কেন, আমি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছি"। তাহাতে রামশাস্ত্রী কহিলেন "তপঃ ও জপ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু রাজ্য করা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। আপনি অগ্রে মসনদ্ পরিত্যাগ করুন, পরে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিবেন"। এই তীব্র তিরস্কারে মধুরাও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং কখনও ধ্যান ধারণার জন্য রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। তৎকালে সকল প্রধান ব্যক্তিই দরিদ্র প্রজাগণের নিকট হইতে বেগার আদায় করিতেন, মধুরাও এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেন। তাঁহার সময়ে রাম শাস্ত্রীর তীব্র দৃষ্টিতে দেওয়ানী আদালতে ঘুষ লইবার প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়। মধুরাওএর দোষের মধ্যে এই ছিল, যে তিনি হঠাৎ রাগিয়া উঠিতেন।

মধুরাও মৃত্যুকালে তাঁহার পিতৃব্যকে শয্যাপার্শ্বে আনয়ন করেন এবং তাঁহার হস্তে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাওকে সমর্পণ করিয়া যাহাতে গৃহবিবাদে মহারাষ্ট্র রাজ্য উৎসন্ন না যায়

তাহার বিস্তর চেষ্টা পান। কিন্তু কএক মাসের মধ্যেই রঘুনাথ, নারায়ণ রাওয়ের প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে গোল-যোগ উপস্থিত হয়, এই জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য রঘুনাথ নিজাম আলির সহিত যুদ্ধার্থে বিপুল আয়োজন করিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাম শাস্ত্রী এক দিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আপনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন প্রাণত্যাগ ভিন্ন তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনার বা আপনার বংশের উন্নতি হইবে না। আপনি যত দিন এ রাজ্যের কর্ত্তা থাকিবেন ততদিন আমি এ পাপ রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিব না, অথবা রাজকার্য্য গ্রহণ করিব না।"

রামশাস্ত্রী পদত্যাগ করিয়া গেলেও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা রঘু-নাথ রাওএর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু রঘুনাথ কোন প্রাচীন দক্ষ কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস করিতেন না। যাহা হউক নিজাম আলির সহিত যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এবারও ধূর্ত্ত নিজাম তাঁহার শিবিরে উপ-স্থিত হইয়া তাঁহার মোহরটি রঘুনাথের হস্তে সমর্পণ করত বলিলেন "আমার রাজ্যের যে কোন অংশ আপনি গ্রহণ করিতে পারেন।" রঘুনাথ রাও মোহরটি প্রত্যর্পণ করত কহিলেন "আমি কিছুই লইব না।" নিজাম অতিশয় প্রীত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সুখরাম বাপু, নানাফর্ণাবীস ও অন্যান্য প্রাচীন কর্ম্মচারীরা এক এক করিয়া পুনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মৃত পেশোয়া নারা-য়ণ রাওয়ের মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার সদ্যোজাত-শিশুকে

পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহারই নামে মহারাষ্ট্র রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই শিশুরই নাম মধুরাও নারায়ণ। সমস্ত প্রাচীন কর্ম্মচারীগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। মদজী সিন্ধিয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপূবক হইলেন। ইতিমধ্যে রঘুনাথরাও হায়দারের বিরুদ্ধে বল্লারী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীদিগের এইরূপ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া হায়দারকে কর্ণাটদেশে মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকৃত তিনটি প্রদেশ প্রদান করত তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অর্থের অনটন হইযাছিল হায়দার তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিলেন ও ২৫ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ও বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। হায়দার কথনও মধুরাও নাবায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রঘুনাথের দল ক্রমেই কমিতে লাগিল। তিনি পুনা অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পথে তিনি মন্ত্রিবর্গের সৈন্য পরাজিত করায় অনেক লোক তাঁহার সেনাদলে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু ইহাদের বেতন দেন তাঁহার এমন সামর্থ্য ছিল না, এই জন্য তিনি পুনায় না গিয়া বুরহানপুর প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রিবর্গের সেনাপতি হরিপন্থ ফাড়্‌কে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রঘুনাথ তখন বোম্বাই প্রদেশস্থ ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনেক সৈন্য সামন্ত দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ করায় কলিকাতাস্থ সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রঘুনাথের সহিত যখন বোম্বাই-গবর্ণমেণ্ট সন্ধি করেন, তখন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জানিতেন না, যে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে

সর্ব্ব প্রধান করিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে তাহার অধীন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা বড়ই অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের সহিত অনেক লেখালিখি করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ নিজে পুনায় দূত প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সন্ধি করিলেন, এই সন্ধির নাম পুরন্দরের সন্ধি। এই সন্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল, ইংরেজেরা রঘুনাথকে কোন সাহায্য করিবেন না. কিন্তু রঘুনাথ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে গুজরাট অঞ্চলে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সেণ্টলিউবিন নামক একজন ফরাসী পুনা রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং আপনাকে ফরাসী রাজ্যের দূত বলিয়া প্রকাশ করেন। এই সময়ে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে নানাফর্ণাবীস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বিদেশীরা ভারতবর্ষে আধিপত্য করে, ইহা নানার কোন মতে ইচ্ছা ছিল না। এই জন্য ইংরেজেরা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বদ্ধমূল হওয়ায় তিনি উহাদিগকে তাড়িত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ইংরেজদিগের প্রতি নানার এইরূপ বিদ্বেষ ভাবই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দ্বিতীয়বার বিবাদ হইবার কারণ।

প্রথম যুদ্ধে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট যেরূপে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিয়াছিলেন; বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই কথা লইয়া বিলাতে ও বাঙ্গালায় তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন। সেণ্টলিউবিন যতদিন পুনায় ছিলেন, ততদিন তাঁহারা বলিতেছিলেন, ফরাসীরা নানা ফর্ণাবীসের সহিত মিলিত হইলে ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে রাজত্ব

করা অসম্ভব হইবে। তাঁহারা পুনা রাজ্যের সহিত বিবাদ বাধাইবার জন্য সর্ব্বদা সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর পুনাতেও দুইটি দল হইয়াছিল। নানা ও তাঁহার পিতৃব্য মোরাবা দুইজনে দুই দলের নেতা ছিলেন। নানার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, দেখিয়া মোরাবা রঘুনাথরাওকে পেশোয়া করিবার মনস্থ করেন। হোলকার তাঁহাদের পৃষ্ঠপূরক হন। মোরাবা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। ঠিক এই সময় নানাফর্ণাবীসের পক্ষীয় মদজী সিন্ধিয়া ও হরিপন্থ ফাড়কে সসৈন্যে পুনায় উপস্থিত হওয়ায় ও ৯ নয় লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়া হোলকার মোরাবাকে পরিত্যাগ করায় নানার পক্ষ আবার প্রবল হইয়া উঠে। মোরাবা ও তৎপক্ষীয় অনেকে বন্দী হন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মোরাবার পক্ষ সমর্থন করিতে অনুমতি প্রদান করেন, এবং ফরাসীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য বাঙ্গালা হইতে একদল সৈন্য বোম্বাই অভিমুখে প্রেরিত হয়। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথরাওএর সহিত এই বন্দোবস্ত হইল, যে যুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি নাবালক পেশোয়ার অভিভাবক হইবেন। মদজী ভোঁসলা ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইংরেজেরা পশ্চিম ঘাট অতিক্রম করিয়া গেলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ১৭৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য তুলিগ্রাম নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তুলিগ্রাম পুনা হইতে ১৮ মাইল। নানাফ-

র্ণাবীস ঐ নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, ইংরেজেরা অগ্রসর হইলে, এই ১৮ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে সমস্ত ধ্বংস করিবা ফেলিবেন। এমন কি পুনানগরও দগ্ধ করিবা ফেলিবেন। এই কথা শুনিয়া ইংরেজেরা তাঁহাদের কামানগুলি পুকুরে নিক্ষেপ করিলেন, অনেক আসবাব দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং তুলিগ্রাম হইতে বোম্বাই অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ইংরেজসৈন্য বরগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর বোম্বাই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তখন তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নানা বলিলেন রঘুনাথরাওকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ না করিলে তিনি কোন কথাই শুনিবেন না। ইংরেজেরা, পাছে এই প্রস্তাবে রাজী হন, ভাবিয়া রঘুনাথরাও মদজী সিন্ধিয়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। বরগ্রামে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা ইংরেজের পক্ষে অতিশয় অপমানসূচক মনে করায় সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট সে সন্ধি গ্রাহ্য করেন নাই। বরগ্রাম হইতে ইংরেজ সৈন্য বোম্বাই উপস্থিত হইলে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহারা বহুদিন হইতে যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই বিবাদে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। যাহা হউক তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে যে যে দেশ প্রত্যর্পণ করিবেন, বলিয়াছিলেন তাহা দিলেন না, এবং কাপ্তেন গডার্ড বঙ্গদেশ হইতে সৈন্য লইয়া মধ্যভারতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বোম্বাইয়ে আহ্বান করিলেন। ও দিকে গবর্ণর জেনেরল আবার বাঙ্গালাদেশ হইতে বোম্বাই অঞ্চলে সৈন্য পাঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল,

মধ্য ভারতে ইংরেজেরা গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া লই-লেন। গুজরাটের অন্তর্গত আমেদাবাদ দুর্গ অধিকৃত হইল। গুজরাট ও কোঙ্কনের অনেক স্থান ইংরেজেরা অধিকার করিয়া লইলেন। বেসীনের দুর্গ, দীর্ঘ অবরোধের পর, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজেরা শুনিতে পাইলেন, যে গাইকোয়ার ভিন্ন আর সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা, নিজাম ও হায়-দারআলির সহিত যোগ দিয়া, ইংরেজদিগকে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে তাঁহারা ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহাদের কথা শুনিল না। এদিকে কাপ্তেন গডার্ড ক্রমে কোঙ্কন প্রদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোলাপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। মহা রাষ্ট্রীয়েরা ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করে ও তাঁহাদের উট ঘোড়া ইত্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বোম্বাই অঞ্চলে যেরূপ যুদ্ধ হইতেছিল, তাহাতে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, সিন্ধিয়া নানাফর্ণাবীসের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। এইজন্য তাঁহারা হিন্দুস্থান হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিলেন; এবং একদিন অতর্কিত-ভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণবধ করিলেন। সিন্ধিয়া ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। (১৭৮১ অক্টোবর মাস)। তিনিই মধ্যবর্ত্তী হইয়া ১৭.২ সালের মে মাসে সালবাই নামক স্থানে পেশোয়ার সহিত

সন্ধি করিয়াদিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয় দিগের যত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সন্ধির পর রঘুনাথ রাও মাসিক ২৫০০০ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া গোদাবরীতীরে কোপরগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইল। সালবায়ের সন্ধির পর মদজী সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান অধিকারের জন্য প্রয়াস পান।

নারায়ণরাও পেশোয়া ১৭৭৩ খৃঃঅঃ বিশ্বজী কৃষ্ণকে দিল্লী হইতে পুনায় প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দিবার পর হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাব লোপ হইয়াছিল। তথায় অযোধ্যার নবাব, রোহিল্লাগণ ও অন্যান্য মুসলমানেরা ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। সম্রাট সাহ আলম তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি নজীফখাঁর জীবদ্দশায় সমস্ত আগরা ও দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অঃ নজীফখাঁর মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র আফরাসিয়াব খাঁ পৈতৃক পদ বজায় রাখিতে অক্ষম হইয়া, সিন্ধিয়ার শরণাগত হইলেন। সিন্ধিয়া আফরাসিয়াব খাঁর সহিত আগরার নিকট মিলিত হইলেন। এই সময়ে গুপ্তঘাতকের হস্তে আফরাসিয়াবের প্রাণত্যাগ হওয়ায় সিন্ধিয়া অনায়াসে দিল্লী অধিকার করিয়া লইলেন। সম্রাট তাঁহার কথা মত পেশোয়াকে উকীল ই মূতালক এই উপাধি প্রদান করিলেন। সিন্ধিয়া পেশোয়ার নায়েব স্বরূপ দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে নিজের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন এবং দিল্লী ও আগরার ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সিন্ধিয়ার অত্যন্ত অর্থাভাব উপস্থিত হয়; তাহাতে তিনি অনেকগুলি মুসলমানের

জায়গীর কাড়িয়া লইতে বাধ্য হন ; এবং রাজপুতদিগের নিকট অধিক পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহাতে মুসলমান ও রাজপুতেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার সেনাপতিকে আক্রমণ করত পরাজিত করে। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, তিনিও রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তখন তিনি গোয়ালিয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানাফর্ণাবীসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু নানাকারণে নানা তাঁহার সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে রোহিল্লা গোলাম কাদর ও ইস্মাইল বেগ দিল্লী অধিকার করিয়া আগরা অবরোধ করেন। সিন্ধিয়ার সেনাপতি লক্ষাদাদা আগরা রক্ষা করেন। জাঠেরা মুসলমানদিগের বিপক্ষে উত্থিত হওয়ায় মুসলমানেরা তাহাদিগকে ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে আবার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা শীঘ্রই জাঠদিগের হস্তে পরাজিত হয়। তখন তাহারা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দিল্লীর দুর্গ পুনরধিকারের চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে বাদসাহ তাহাদের প্রতিবাদী হওয়ায় তাহারা দুর্গ অধিকার করত বাদসাহের চক্ষু উৎপাটনকরে, ও দিল্লীতে নানারূপ উৎপাত ও অত্যাচার করে। যাহা হউক সিন্ধিয়া বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে সমুপস্থিত হইয়া গোলাম কাদরের যথেষ্ট শাস্তি বিধান করেন।

১৭৯০ খৃঃ অঃ টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কোর আক্রমণ করায় এবং নানাপ্রকারে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজগণ নিজাম ও পেশোয়ার সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সেনাপতি পরশুরামভাও ও

হরিপন্থ ফাড়কে ইংরেজদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে টিপু স্থলতান সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন এবং অপরার্দ্ধ নিজাম ও পেশোয়ার সহিত সমান ভাগ করিয়া লন। এই যুদ্ধের পর নানাফর্ণাবীসের প্রভাব মহারাষ্ট্র দেশে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

বোধহয়, এই প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্যই, এই সময়ে সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান হইতে পুনা নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য নানা ও ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব খর্ব্ব করা। কিন্তু তিনি সে কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি প্রকাশ করিয়া দিলেন, যে দিল্লীর বাদসাহ পেশোয়াকে যে উকীল ই মুতালক উপাধি ও খেলাত দিয়াছেন, তাহাই পেশোয়াকে প্রদান করিবার জন্য তিনি পুনায় আসিতেছেন। মহা সমাদরে মহা সমারোহে প্রকাণ্ড দরবার করিয়া পেশোয়া দিল্লীশ্বর প্রদত্ত এই সকল সম্মান গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়া প্রতিপদেই নাবালগ পেশোয়ার তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকও বালক পেশোয়া নানাফর্ণাবীসের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নানা তাঁহাকে আমোদ আহ্লাদ করিতে দিতেন না। কেবল রাজকার্য্য শিখাইবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। সিন্ধিয়া পেশোয়াকে লইয়া শিকার খেলিতে যাইতেন ও তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। এই সময়ে হিন্দুস্থানে হোলকার ও সিন্ধিয়ার সৈন্যে মহা যুদ্ধ হয়; তাহাতে হোলকারের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। সিন্ধিয়া ক্রমেই পুনায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। নানাফর্ণাবীস পেশোয়াকে সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নানাকে এ

বিষয়ে বেশীদিন কষ্ট পাইতে হইল না। ১৭৯৪ খৃঃ অঃ মদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া পিতৃব্যের সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি হইলেন।

মদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুতে নানাফর্ণাবীসের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। তখন তিনি মনে করিলেন, এই সময়ে নিজামের নিকট হইতে চৌথ ও সবদেশমুখীব বক্রী টাকা আদায় করিয়া লওয়া উচিত। নিজামের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দের অনেক টাকা পাওনা ছিল। নানা দেখিলেন, সিন্ধিয়ার সৈন্য এই সময় পুনায় উপস্থিত। বাহিরে কাহারও সহিত যুদ্ধাদি নাই। হোলকারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাগপুরের রাজাও পুনায় আসিতেছেন। গাইকোয়ারেরও অনেক সৈন্য পুনায় উপস্থিত আছে। নানা এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া নিজাম আলিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাবী শোধ করিবাব জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। নানার দূত হায়দরাবাদে উপস্থিত হইলে, নিজামের উজীব বলিলেন "নানাকে নিজে আসিতে বল"। দূত কহিলেন "নানা বড় ব্যস্ত, এখন আসিতে পারিবেন না"। উজীর আবার বলিলেন "আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব"। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর রহিলনা। নিজাম ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তাঁহার সেনাপতিরা বলিয়া পাঠাইলেন "এবার পেশোয়াকে কৌপীন পরাইয়া বারাণসী পাঠাইয়া দিব"। করদালা নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। তখন নিজামের বেগমেরা গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নিজাম যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া করদালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নিজামের সৈন্যেই তাঁহার শিবির লুঠ করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অল্পায়াসেই জয় লাভ করিলেন। নিজাম উজীরকে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তিন কোটী টাকা দিতে স্বীকার করিলেন এবং তাপ্তী হইতে পুবিন্দা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য উঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। এই সময়ে নানাফর্ণাবীস মহারাষ্ট্র দেশে, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তিনি পেশোয়াকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহা পেশোয়ার মনঃপূত হয় নাই। তাঁহাকে অনেক সময়ে দরবারে থাকিতে হইত; নানার পক্ষীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি হাপ ছাড়িবার অবসর পাইতেন না। রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র বাজীরাও, পেশোয়ার সমবয়স্ক ছিলেন। বাজীরাও দেখিতে সুপুরুষ, অতি ধীর ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। যে কেহ তাঁহার নিকটে যাইত, সেই তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি অশ্ব চালনায় অতিশয় পটু ছিলেন, ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পেশোয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নানা বলি-তেন, আহাম্মক রঘুনাথরাওয়ের ঔরসে ও ক্রূরস্বভাবা আনন্দী বাইয়ের গর্ভে, যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহা হইতেই মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বনাশ হইবে। বাজীরাও নানার একজন কর্ম্মচারীকে ঘুষ দিয়া পেশোয়ার সহিত পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন। নানা ঐ সকল পত্র ধরিয়া ফেলিলেন এবং মধুরাওকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে মধুরাও ১৭৯৫ খৃঃ অঃ ২৫ শে অক্টোবর ছাদ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ব্যাপারে নানা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কারণ মধুরাওএর পরই, বাজীরাও পেশোয়াপদের উত্তরাধিকারী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাজীরাও ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন॥

বাজীরাও যাহাতে পেশোয়া হইতে না পারেন, নানাফর্ণাবীস প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজীরাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সিন্ধিয়া এবং তাঁহার মন্ত্রীকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। নানাফর্ণাবীসও গতিক ভাল নয় দেখিয়া তাঁহাকেই পুনায় আনয়ন করিলেন। নানা ও বাজীরাওয়ে এই বন্দোবস্ত হইল, যে বাজীরাও পেশোয়া হইবেন এবং নানা যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিবেন। কিন্তু বাজীরাওয়ের পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই, সিন্ধিয়া ও তাঁহার মন্ত্রী, বাজীরাওকে নানার সহিত সদ্ভাব করিতে দেখিয়া বাজীরাওয়ের ভ্রাতা চিম্নাজী আপ্পাকে মধুরাও নারায়ণের পোষ্যপুত্র করিয়া তাহারই নামে রাজ্য চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। নানা পুনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। চিম্নাজী সেতারার রাজার নিকট পেশোয়া পদোচিত খেলাত পাইলেন। নূতন পেশোয়ার মন্ত্রী পরশুরাম ভাও নানাকে ধৃত করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নানা রায়গড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও তথা হইতে

তাঁহার বহুকাল সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও বহুকাল কর্তৃত্ব করার অসীম প্রভাবে সত্বর হোলকার ও অনেক মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদারের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। সিন্ধিয়াও তাঁহারপক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজাম আলির সহিত সন্ধি করিলেন এবং কোলাপুরের রাজাকেও আপনার পক্ষে আনয়ন করিলেন। রঘুজী ভোঁসলাও তাঁহার মতে মত দিলেন। স্থির হইল, বাজীরাওই পেশোয়া হইবেন। এ দিকে সিন্ধিয়ার যে মন্ত্রী চিম্নাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সে শ্রীজীরাও ঘাটকে নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির সমভিব্যাহারে বাজীরাওকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করিল। বাজীরাও দেখিলেন, দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া গেলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ। তিনি পথে শ্রীজীরাও ঘাটকের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ঘাটকের কন্যার সহিত সিন্ধিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন; এবং স্বীকার করিলেন যদি আমি পেশোয়া হই, তাহা হইলে সিন্ধিয়াকে দুই কোটী নগদ টাকা দিব ও ঘাটকেকে সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী করিব। এইরূপে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে নানা ও বাজীরাও একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিলেন এবং বাজীরাওই পেশোয়া হইলেন।

বাজীরাও পেশোয়া হইবার পরেই বৃদ্ধ হোলকারের মৃত্যু হয়। সিন্ধিয়া তৎপুত্র কাশীরাও হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া দেন। কাশীরাও হোলকার সিন্ধিয়ার অত্যন্ত বশ হইয়া পড়েন। ঘাটকের কন্যার সহিত সিন্ধিয়ার বিবাহ হয়। ঘাটকে, সিন্ধিয়ার ও অমৃত রাও, পেশোয়ার মন্ত্রী হন। বাজীরাও নানাকে কারাবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করিয়া লন। বাজীরাও

সিন্ধিয়াকেও কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। সিন্ধিয়া তাঁহার প্রাপ্য দুই কোটী টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। বাজীরাও, শ্রীজীরাও ঘাটকেকে পুনার অধিবাসীদিগকে লুঠ করত সিন্ধিয়ার টাকা আদায় করিয়া লইতে বলিয়া দিলেন। নৃশংসহৃদয় ঘাটকে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণসংহার করিয়া বহুতর অর্থ সংগ্রহ করিল।

১৭৯৮ খৃঃ অঃ গবর্ণরজেনেরল মারকুইস অব ওয়েলেস্‌লি নূতন রাজনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যেমন বলিত, চৌথ ও সরদেশমুখী দাও, আমরা আর তোমাদের রাজ্য লুঠ করিব না, এবং আর কাহাকেও লুঠ করিতে দিব না। ইংরেজেরা তেমনি বলিতে লাগিলেন, তোমার রাজ্যরক্ষার সমস্ত ভার আমরা লইতেছি, আমাদের এক দল সৈন্য তোমাদের রাজ্যে উপস্থিত থাকিবে ও এক জন রেসিডেণ্ট তোমাদের দরবারে থাকিবে। সৈন্যের খরচা বাবত হয় তোমরা টাকা দাও, না হয় রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দাও। তোমাদের সৈন্য সুশিক্ষিত করিতে হয়, আমরা করিব। কোন ইউরোপীয় তোমাদের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। করদালার যুদ্ধের পর নিজামআলি এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বাধীনতা হারাইলেন। কিন্তু স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেছেন। নিজামের সহিত এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিয়াই ইংরেজেরা পেশোয়াকে তাঁহাদের সহিত এইরূপ সন্ধি করিতে বলিলেন। কিন্তু পেশোয়া ইতিপূর্ব্বেই নানাকে আবার

আপনার প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নানার পরামর্শমতে ইংরেজের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। ওদিকে ইংরেজেরা নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপু সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন; টিপু সুলতান নিহত হইলেন।

টিপুর রাজ্য এইরূপে ধ্বংস হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইলেন; এবং তলে তলে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৮০০ খৃঃ অঃ প্রথমেই নানা-ফর্ণাবীসের মৃত্যু হইল। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিরল। তিনি ঘোর বিপ্লবের সময়ও ৩০ বৎসর ধরিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার লোক চিনি-বার ক্ষমতা অসীম ছিল। তিনি বাজীরাওকে দেখিতে পারি-তেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল; বাজীরাও পেশোয়া হইলে মহারাষ্ট্ররাজ্য টিকিবে না। এই জন্য তিনি বাজীরাওয়ের পেশোয়াপদ প্রাপ্তির বিরোধী ছিলেন। মদজী সিন্ধিয়া প্রথম হইতেই তাঁহার পৃষ্ঠপূরক ছিলেন। উভয়ের বিলক্ষণ সদ্ভাবও ছিল। কিন্তু মদজী যখন হিন্দুস্থানে যাইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলেন, যখন মহারাষ্ট্রীয়যুদ্ধপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া ডিবয়েন ও ডিপেরেন প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনাপতির অধীনে রেজিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; তখন সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার সদ্ভাব রহিল না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, ইংরেজের গুলি বন্দুক লইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে নিশ্চ-য়ই প্রমাদ ঘটিবে।

নানাফর্ণাবীসের মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত অর্থ লইয়া সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই বিবাদে সিন্ধিযাই প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং পেশোয়া এক প্রকার তাঁহার বন্দী হইলেন। বাজীরাও দেখিলেন, নানাফর্ণাবীসের মৃত্যুতেও তাঁহার স্বাধীনতা হইল না; কিন্তু এই সময়ে হিন্দুস্থানে সিন্ধিয়ার এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল; বৃদ্ধ হোলকারের জাবজ পুত্র যশোবন্ত রাও প্রবল হইয়া সিন্ধিয়ার আশ্রিত কাশীরাও হোলকারকে দূর করিয়া দিলেন। ডুদ্রেনেক্ নামক ফরাসী সেনাপতির অধীনে হোলকারের যে রেজিমেণ্ট ছিল, তাহা যশোবন্ত রাযের সহিত মিলিত হইল। তিনি সিন্ধিয়ার রাজ্য লুঠ করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া আর পুনায় অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যশোবন্তরাও তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার রাজধানী লুঠ করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। সিন্ধিয়ার শ্বশুর নিষ্ঠুর শ্রীজীরাও ঘাটকে ইন্দোর লুঠ করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইলেন। সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া হোলকার দাক্ষিণাত্যে গমন করত পুনার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে যশোবন্তরাও জয়ী হইলেন। সিন্ধিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে গমন করিলে পেশোয়া বাজীরাও, যে সকল জায়গীরদারেরা তাঁহার ও তাঁহার পিতা রঘুনাথরাওয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকের প্রাণবধ করিলেন, অনেকের জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। তিনি যশোবন্ত রাওয়ের ভ্রাতা বিতুজী হোলকারের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে

হোলকার জয়ী হইয়া পাছে ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লন, এই ভাবিয়া বাজীরাও পলায়ন করিয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় বেসীন নগরে ইংরেজদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবেন। ওদিকে হোলকার রঘুনাথরাওয়ের দত্তক পুত্র অমৃতরাওকে পেশোয়া করিয়া পুনা ও অন্যান্য স্থান লুঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা বাজীরাওয়ের সহিত পুনায় উপস্থিত হইলে, অমৃতরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পেন্‌সন্ লইয়া কাশীবাস করিতে সম্মত হইলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত পুত্র না হওয়াতে রঘুরাথরাও অমৃতরাওকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাজীরাও ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, বটে, কিন্তু গোপনে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, কি করিব, তোমরা কেহ নিকটে ছিলে না, হোলকার পুনা অধিকার করিয়া লইল; আমি অন্য উপায় না পাইয়া ইংরেজদিগের শরণাগত হইলাম। এখন তোমরা আমায় উদ্ধার কর। এইরূপ উত্তেজনায় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা একত্র হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও তাহার বিষময় ফলের কথা পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা বারম্বার আহ্বান করিলেও যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহাদের সহিত যোগ দেন নাই। যশোবন্তরাও মহারাষ্ট্রীয় রীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিতেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে হোলকার কি করিবেন অবগত হওয়া আবশ্যক হইল। লর্ড লেক বারম্বার দূত পাঠাইতে লাগিলেন। হোলকার অসম্ভব দাবী করিতে

লাগিলেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধেরও বিবরণ ও তাহার বিষময় ফলের কথা পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

এই সময়ে পিণ্ডারীরা মধ্যভারতবর্ষে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। পিণ্ডারীরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবিরে থাকিয়া লুঠপাঠ কার্য্যে তাহাদের সহায়তা করিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা যতই রেজীমেণ্ট তৈয়ারী করিতে লাগিলেন ও লুঠ ব্যবসা ত্যাগ করিতে লাগিলেন, ইহাদের দৌরাত্ম্য ততই বাড়িতে লাগিল। ইহাদের জাতিবিচার ছিল না। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই পিণ্ডারী হইত। বিগত যুদ্ধের পর সিন্ধিয়া হোলকার এবং মধ্যভারতের সমস্ত রাজগণই পিণ্ডারী দিগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উহারা দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রমে ইংরেজরাজ্য লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংরেজেরা উহাদের দমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। ১৮১৭।

এদিকে বাজীরাও ইংরেজদিগের সহায়তায় পেশোয়া হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যসামন্ত অধিক রাখিতে হয় না। তখন তিনি বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিনিধির জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন; এবং মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদারগণের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিলেন। বাজীরাও চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই যে সকল লোক তাঁহার বা তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল,তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন ও কিসে ইংরেজদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেন। নিজাম ও গাইকোয়ারের নিকট

পেশোয়ার অনেক টাকা পাওনা ছিল। এক্ষণে সকলেই ইংরেজের আশ্রিত হওয়ায় ইংরেজেরা উহাদের সহিত হিসাব নিকাশ করিতে বলিলে বাজীরাও ছল করিয়া বিলম্ব করিতেন। এক সময়ে গাইকোয়ারের প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই সকল হিসাব চুকাইবার জন্য পুনায় প্রেরিত হন। ইংরেজেরা গঙ্গাধর শাস্ত্রীর প্রাণের উপর কোন আঘাত হইবে না বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু গঙ্গাধর শাস্ত্রীর প্রাণ নষ্ট হয়। ইংরেজেরা ইহাতে বাজীরাওয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, পেশোয়ার মন্ত্রী ত্র্যম্বকজী গঙ্গাধর শাস্ত্রীর খুনে লিপ্ত ছিলেন। পেশোয়া ত্র্যম্বকজীকে ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিলেন। ত্র্যম্বকজী পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হইলেন; এবং পেশোয়ার রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পেশোয়া গোপনে তাঁহাকে অর্থ দিতে লাগিলেন ও তাঁহার সহিত পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আপনার সৈন্য সংখ্যাও বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। তাঁহার নূতন মন্ত্রী বাপুগোক্লা তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, যদি ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে হয়; তাহা হইলে প্রকাশ্যে করাই ভাল। আরও অনেকের সেই মত হওয়ায় বাজীরাও গোক্লার উপর যুদ্ধের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিলেন।

বাজীরাওয়ের ব্যবহারে ইংরেজেরা বিরক্ত ও ভীত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত এই মর্ম্মে এক নূতন সন্ধি করিলেন, যে তিনি স্ব রাজ্যের বাহিরে দূত প্রেরণ করিতে পারিবেন না ও কাহারও দূতকে নিজের দরবারে রাখিতে পারিবেন না; অর্থাৎ এই অবধি তিনি আর যেন

আপনাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মনে না করেন। এই সন্ধিতে বাজীরাও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন; এবং কিসে আপনার পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিতে পারেন; তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইংরেজেরা পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে তিন দল সৈন্য আসিয়া পিণ্ডারী দিগকে তাড়াইয়া একত্র করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই পিণ্ডারী দল ছত্র ভঙ্গ হইয়াগেল। যাহারা বাকী ছিল তাহারা বাজীরাওয়ের দলে মিলিত হইল।

বাজীরাও মনে করিয়াছিলেন ধূর্ত্ততায় ইংরেজ-দিগকে পরাজিত করিবেন, কিন্তু বাপু গোক্লা প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাজীরাও, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলা, গাইকোয়ার সকলকেই মহারাষ্ট্রাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সকলেই পেশোয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিবেন, স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা কৌশল পূর্ব্বক হঠাৎ সিন্ধিয়ার শিবিরের অনতিদূরে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করায় সিন্ধিয়া যোগ দিতে পারিলেন না। হোলকারের সভায় পাঠানেরাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা পিণ্ডারী দিগের সহিত বিলক্ষণ যোগ দিয়াছিল, কিন্তু মাহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং হোলকার রাজের নিকটও বাজীরাও বিশেষ সাহায্য পান নাই। নাবালগ নাগপুররাজের অভিভাবক আপ্পাসাহেবই পেশোয়ার প্রকৃত সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ও পেশোয়া প্রায় এক সময়েই আপন আপন রাজধানীতে রেসিডেণ্টের

আবাস স্থান আক্রমণ করেন। ছয় সাত মাসের যুদ্ধের পর নাগপুররাজ সন্ধি করেন; এবং যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী আপ্পাসাহেব পলাইয়া শিখদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজেরা রাজ্যরক্ষার ভার লইয়া নাবালগ রাজার নামে নিজেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

গবর্ণর জেনেরলের আদেশ ছিল, যে বাজীরাওয়ের সহিত কোন সন্ধি করা না হয়। সুতরাং বাপু গোক্লা যুদ্ধে নিহত হইবার পর যখন বাজীবাওযের সৈন্যসমূহ ছত্র ভঙ্গ হইয়াগেল, তখন তিনি বারম্বার চেষ্টা করিযাও সন্ধি করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে ইংরেজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরেজেরা তাহার সমস্ত রাজ্য অবিকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা আট লক্ষ টাকা পেনশন্ দিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে দিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণরূপে অধঃপতন হইল। কেবল ইংরেজেরা সেতারার রাজা প্রতাপশিবকে কয়েকটী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন। তাঁহারও স্বরাজ্যের বাহিরে বাহারও সহিত কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিবাব ক্ষমতা রহিল না। প্রতাবশিব তারা বাইয়ের পৌত্র রাম বাজার দত্তক পুত্রের পুত্র। ১৮৪৮ খৃঃ অঃ সেতারারাজ নিঃসন্তান পরলোক গমন করায় ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব মিউটিনির সময় কানপুরের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ইংরেজেরা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। তিনি পলায়ন করেন। সেই অবধি তাঁহার কোন সন্ধান ও পাওয়া যায় নাই।' ১৮৫৩ খৃঃ অঃ

নাগপুররাজ নিঃসন্তান পরলোক গমন করায় সে রাজ্যও ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। গাইকোয়ার বরাবরই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইংরেজগণের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলিতেন; এবং বাজীরাওয়ের পূর্ব্বেই ইংরেজদিগকে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বজায় আছে। মাহিদপুরের যুদ্ধের পর হোলকারও ইংরেজদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দেন; এবং টঙ্করামপুরা নামক স্থান আপন সেনাপতি আমীর খাঁকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। আমীর খাঁ ইংরেজের উপর রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া তাঁহাদের করদরূপে পরিণত হন। তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি টঙ্কের করদ রাজা আছেন।

১৮১৮ খৃঃ অঃ বাজীরাওয়ের রাজ্য ধ্বংস হইলেও সিন্ধিয়া ইংরেজদিগকে আপনার রাজ্যরক্ষার ভাব দেন নাই। কিন্তু ১৮৪৩ খৃঃ অঃ তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহারাজপুর ও পানেয়ার নামক স্থানে দুইবার পরাজিত হইয়া তিনিও ইংরেজদিগকে রাজ্য রক্ষার ভার দিতে বাধ্য হন। মিউটিনির সময় সিন্ধিয়ার সেনাপতি তাঁতিয়া রায় তাঁহার অনেক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার এই যুদ্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না; এই জন্য বিদ্রোহীরা তাঁহারও প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও তাঁহাকে লইয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রাণ ও রাজ্য রক্ষা হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

পঞ্চম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিখদিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সম্রাট বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর বন্দ বৈরাগী পুনরায় প্রবল হইয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে দারুণ উৎপাত করে। কিন্তু পরিশেষে ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হয়। তথায় বন্দ ও তাহার শিষ্যদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হয় ও নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের প্রাণবধ করা হয়। মুসলমানেরা এই সময়ে শিখদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। শিখেরা এক এক দল বাঁধিয়া পঞ্জাবের এক এক প্রদেশ লুণ্ঠ করিতে লাকে। এক একটি দলের নাম এক এক মিশল। শিখদিগের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টি মিশল ছিল। মিশলের কর্ত্তারা প্রায়ই শিখধর্ম্মাবলম্বী জাট। মিশলধারিগণ পঞ্জাবের নানাস্থান লুণ্ঠন করতঃ নিজ নিজ দুর্গ মধ্যে আপনাদের সম্পত্তিরক্ষা করিতেন। এক এক মিশলে ৫।৬।৭ জন করিয়া প্রধান যোদ্ধা থাকিতেন। তাঁহাদের অধীনে ১০।১২ সহস্র শিখ সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। মুসলমানদিগের সহিত ইহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত; এবং সময়ে সময়ে আপনাআপনিও যুদ্ধ বিগ্রহ করিত। সুপ্রসিদ্ধ আদিনাবেগ এক মিশলের কতকগুলি শিখকে মুসলমান সৈন্য ভুক্ত করিয়া অপর মিশলের শিখদিগকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। একাদশটী মিশলের মধ্যে ফুলকিয়া মিশল শতদ্রু নদীর

পূর্ব্বদিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মহারাজা পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ ও নাভার রাজগণ এই মিশলের অন্তর্গত। পাতিয়ালারাজ আলা সিংহ আমেদসাহ আবদালির নানা প্রকার উপকার করায়, আমেদসাহ তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন ও নানা প্রকারে তাঁহার সম্মান ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দেন। কাপূরথলার মহারাজা আহলুওয়ালা মিশলের নেতা। রণজিৎসিংহের পিতামহ ছত্রসিংহ সুকরচকিয়া মিশলের অধিপতি ছিলেন। অবশিষ্ট মিশল গুলি এক এক করিয়া মহারাজা রণজিৎ সিংহের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এজন্য তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল না।

পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমেদ সাহ আবদালি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শিখেরা সমস্ত পঞ্জাব দেশ অধিকার করিয়া লয়; এবং বহুসংখ্যক দুর্গ নিম্মাণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার দৃঢ়ীভূত করে। শিখদিগের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া আমেদসাহ ১৭৬২ খৃঃ অঃ আপন প্রধান সেনাপতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু শিখেরা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করে। আমেদ সাহ লাহোরে যে সুবেদার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, শিখেরা তাহাকে পরাস্ত করিয়া লাহোর অধিকার করিয়া লয়। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য আমেদসাহ আরও ২।৩ বার পঞ্জাবে উপস্থিত হন। তিনি নিজে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে শিখেরা পলাইয়া দুর্গ আশ্রয় করিত; এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে উহারা আবার সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইত ও নানারূপ দৌরাত্ম্য করিত। এই সকল যুদ্ধে মুসলমান ও শিখেরা পরস্পর যে সকল ঘোরতর অত্যাচার

করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সর্হিন্দ নগরে আরঙ্গীবের অধিকার কালে দশম গুরু গোবিন্দের দুই পুত্রের প্রাণ বিনাশ হয়। এই জন্য ১৭৬৩ খৃঃ অঃ শিখেরা ঐ নগর অধিকার করিয়া সমস্ত মুসলমান অধিবাসীর প্রাণ সংহার করতঃ ঐ নগর ধ্বংস করে। অদ্যাপিও যে শিখ সর্হিন্দ নগরের একখানি ইট লইয়া শতদ্রু জলে নিক্ষেপ করিতে পারে, সে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। ১৭৬৮ সালে আমেদ সাহ শেষবার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তখন মিশলগুলিই প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবের রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ১৭৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে রণজিৎ সিংহের পৈতৃক রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরের শিখদিগের ইতিহাস নানারূপ গোলযোগে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্থকরচকিয়া মিশলের অধিপতি ছত্রসিংহ ও তৎপুত্র মহাসিংহ আপনাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করেন। জম্বু শিখদিগের অধিকৃত হয়। পঞ্জাবে মুসলমানদিগের সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং একাদশ মিশলের অধিপতিগণ পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন।

১৭৯২ খৃঃ অঃ মহাসিংহের মৃত্যুর পর রণজিৎ সিংহ স্থকরচকিয়া মিশলের অধিপতি হইয়া এক এক করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিম পারস্থ সমস্ত মিশলগুলি ধ্বংস করেন ও আফগানেরা পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তাহাদের হস্ত হইতে পঞ্জাব রক্ষা করেন। তিনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় আপন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮০১ খৃঃ অঃ তিনি মহারাজ উপাধি ধারণ করেন। এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপে রণজিৎ সিংহ প্রবল হইলে মুসলমানেরা বারে বারে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।

কিন্তু তিনি সমস্ত বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর, জম্মু কাঙ্গড়া, পেশোয়ার, মুলতান, বন্নু, দেরাগাজি খাঁ, দেরাইস্‌মাইল খাঁ প্রভৃতি স্থান অধিকার করতঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। তখন শতদ্রুর পূর্ব্বপারবর্ত্তী শিখদিগের অধিকৃত স্থানগুলি অধিকার করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনা হয়। সর্হিন্দ প্রদেশের শিখ অধিপতিগণ ইংরেজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করেন। ১৮০৯ খৃঃ অঃ। এই জন্যই রণজিৎ ঐ রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। যদিও রণজিতের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে; উহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ও শিখদিগের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে নেপাল নামে একটি সুবিস্তৃত অধিত্যকা আছে। মুসলমানেরা কখনই এদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দুরা মগধ ও কোশল হইতে দুইবার এই রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ এদেশে প্রথমে বাস করিত এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কাটামুণ্ডু, ললিতপুর, ও ভাতগাঁও রাজ্যই প্রধান। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোরখা নামক শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ প্রবল

হইতে থাকে। উহাদের রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮ খৃঃ অঃ ভাতগাঁও এবং ললিতপুর অধিকার করিয়া সমস্ত নেপাল এক রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বাঙ্গালার সুবেদার মীরকাসিম নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নেপালের বৌদ্ধ রাজ্যগুলি চীন সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলেও চীনের অধীন ছিল। এবং মধ্যে মধ্যে চীন সম্রাটকে কিছু কিছু উপহার দিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিত। নেপালে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইলে চীনেরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে (১৭৯২)। কিন্তু গোরখারাজ রণবাহাদুর সাহ পাঁচ বৎসর অন্তর চীনে উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করিতে স্বীকার করিয়া চীনযুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ পান।

নেপালে নিষ্কণ্টক হইয়া গোরখারা কুমায়ুন গড়োয়াল শিরমোর প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশগুলি অধিকার করিয়া লয়। এবং সর্ব্বশেষে কাঙ্গাড়া রাজ্যে উপস্থিত হয়। কাঙ্গাড়ার রাজা সংসার চাঁদ রণজিতের শরণাগত হইলে গোরখারা কাঙ্গাড়া হইতে প্রত্যাগমন করে। ইহার অল্পদিন পরেই ইংরেজদিগের সহিত নেপাল দরবারের যুদ্ধ হয়।

নবম অধ্যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুরা সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভুজবীর্য্যে মোগলরাজ্য ধ্বংস হয়; এবং শিখেরা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আফগানদিগকে দূরীভূত করে। দুইটিমাত্র মুসলমানরাজ্য বর্ত্তমান থাকে; অযোধ্যা ও হাইদরাবাদ। ইংরেজদিগের আশ্রয় লইয়াই ইহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই দুই প্রদেশেও অনেক সময় হিন্দুরা অতি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত; এমন কি কাবুলেও ঠাকুরদাস নামে একজন হিন্দু আমেদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইংরেজাধিকৃত প্রদেশেও হিন্দুরাই ইংরেজদিগের প্রধান সহায় ছিলেন। বাঙ্গালায় মহারাজা নবকৃষ্ণ ও কান্ত বাবু ইংরেজের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই শতাব্দীতে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ইংরেজের অনুরোধে সমস্ত স্মৃতির সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া যান। মহারাষ্ট্রদেশে রামশাস্ত্রীর নাম সকলেই অবগত আছেন। জয়পুররাজ জয়সিংহ গণিতশাস্ত্রে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। অপ্পয়দীক্ষিত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, ও গদাধর ভট্টাচার্য্য এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেশীয় ভাষারও যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। ভারতবর্ষের

অনেক দেশেই এই সময়ে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ লিখিত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়েও ভারতবর্ষীয়দিগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রদেশে অনেকে প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন।

মুসলমানেরা যদিও বাহুবলে পরাজিত এবং নিস্তেজ প্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে লেখাপড়ার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক ভারতবর্ষের ইতিহাস পারস্যভাষায় লিখিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের যে কিছু বাণিজ্য ছিল তাহা মুসলমানদিগের হস্তেই অর্পিত ছিল।

সপ্তম খণ্ড।

ইংরেজাধিকার।

প্রথম অধ্যায়।

ইংরাজ বাণিজ্য।

খৃঃ ১৫৯৯ অব্দের শেষ দিবসে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী মহারাণী এলিজাবেথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষে ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহারা সুমাত্রা দ্বীপে, বাণ্টাম নগরে ও ভারতবর্ষে, সুরাটে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। সুরাটে কুঠী নির্ম্মাণ করাতে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজেরা পরাভূত হয়। ১৬১৫ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমসের দূত সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬২৩ খৃঃ অঃ ওলন্দাজেরা আম্বোয়ানা নামক স্থানে বহুসংখ্যক ইংরেজের প্রাণ সংহার করে। ১৬২৮ খৃঃ অঃ ইংরেজেরা মসলিপত্তনে কুঠী নির্ম্মাণ

করেন ; এবং ইহার অব্যবহিত পরেই উৎকলে হরিহরপুর নামক স্থানে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। ১৬৩৫ খৃঃ অঃ ইংরাজেরা বালেশ্বর ও হুগলীতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৩৬ খৃঃ অঃ ইঁহারা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট মান্দ্রাজ নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়া তথায় ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৬১ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস পর্ত্তুগীজ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করায় যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ প্রাপ্ত হন। ১৬৬৮ খৃঃ অঃ ঐ দ্বীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয় এবং কোম্পানি তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৬৪ ও ১৬৭০ খৃঃ অঃ শিবজী সুরাট লুঠ করিতে আসিলে ইংরাজেরা বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্য শিবজী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরেজদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। এই সময়ে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা ইংরেজদিগের উপর নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেন এবং নানা কারণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া ইংরাজেরা ১৬৮৬ খৃঃ অঃ হুগলি নগরের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া উহার কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া দেন এবং বোম্বাই অঞ্চলে মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের জাহাজ লুঠ করেন। এই সকল সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইংরেজদিগকে মোগল সাম্রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার আজ্ঞা করেন, এবং সর্ব্বত্র ইংরেজ বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইংরেজেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আরঙ্গীব, দেড় লক্ষ টাকা লইয়া উহাদিগকে পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। এই সময়ে ফরাসীরা চন্দন নগর ও পণ্ডিচেরী এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় এবং দিনেমারেরা দিনেমার

ডাঙ্গায় কুঠী নির্ম্মাণ করায় ইংরাজ বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হয়। তাহাতে আবার ইংলণ্ডে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু ১৭০২ খৃঃ অঃ যে সকল ইংরাজ ও স্কট্‌লণ্ডবাসীরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত মিলিত হইয়া বাণিজ্য করিতে থাকেন। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ ইংরাজেরা কলিকাতা সূতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি স্থান ক্রয় করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

এইরূপে কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হস্তগত করিয়া ইংরাজেরা এই তিনটি স্থানে আপনাদিগের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করতঃ প্রত্যেক নগরে এক একজন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেণ্টেরা ইংরাজী আইন অনুসারে ইংরাজদিগকে ও দেশীয় আইন অনুসারে দেশীয়দিগকে শাসন করিতেন; এবং তৎপ্রদেশে অবস্থিত সমস্ত কুঠীগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ আক্রমণ করিলে কলিকাতার অধিবাসিগণ কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বসীমায় একটী খাত খনন করান। উহা মহারাষ্ট্র খাত নামে বহুদিন প্রসিদ্ধ ছিল।

১৭৪৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইংরেজেরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ অব্দে ফরাসীদিগের সহিত ইউরোপে ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, এবং ফরাসীরা লাবোর্ডনে নামক একজন নৌসেনাপতির অধীনে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পটুঞ্চেরিতে প্রেরণ করে। ইহাদের সহিত জলে ও স্থলে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরেজেরা পরাজিত হন। তাঁহাদের প্রধান নগর

মান্দ্রাজ ফরাসীদিগের হস্তগত হয়। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে লাবোর্ডনে কৃত সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ইংরেজদিগের অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননা করেন। কর্ণাটের নবাব ইংরেজের পক্ষ হইয়া সালিশী করিতে আসিলে ডুপ্লে তাঁহাকে পরাজিত করেন ও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি ইংরেজদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই সময়ে মেজর লরেন্স এবং ইংরেজ রণতরী সকল উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজেরা পটুঞ্চেরী অবরোধ করেন; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৭৪৮ অব্দে ইউরোপে উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ায়, ভারতবর্ষেও উহাদের সন্ধি হয় এবং ইংরেজেরা মান্দ্রাজ পুনঃপ্রাপ্ত হন।

এই যুদ্ধের সময় ডুপ্লে দেখিয়াছিলেন, অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যে বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্য জয় করিতে পারে সুতরাং তিনি দেশীয় রাজাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে যোগ দিয়া দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবেন বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সে বাঞ্ছা পূর্ণও হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ নিজাম উল্‌মুলুকের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসীরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হন। কিন্তু নিজামের দৌহিত্র তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সুবাদার হইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে অরুকড়ুর নবাব আনোয়ারুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তখন আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলি ও পূর্ব্বনবাবের জামাতা চাঁদ সাহেব নবাবী পাইবার জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে থাকেন। ইংরাজেরা নাসীরজঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করেন ও ফরাসীরা মোজাফরজঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। কিছুদিন যুদ্ধ বিগ্রহের পর মোজাফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের

সুবেদারী ও চাঁদ সাহেব অরুকডুর নবাবী প্রাপ্ত হন ইহাতে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ডুপ্লে কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে হঠাৎ গুপ্তঘাতকের হস্তে মোজাফরজঙ্গের মৃত্যু হওয়ায় ফরাসী সেনাপতি বুসী তৎক্ষণাৎ নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবতজঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে অভিষিক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বজায় রাখেন।

এদিকে মহম্মদ আলি পৈতৃক নবাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া ত্রিচিনপল্লীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাঁদ সাহেব সমস্ত কর্ণাট অধিকার করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ আলি ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে ক্লাইব নামে কোম্পানির এক জন কেরাণী, কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্টকে পরামর্শ দিলেন, যে মহম্মদ আলির সাহায্য করিতে হইলে, ত্রিচিনপল্লীতে না গিয়া চাঁদ সাহেবের রাজধানী অরুকডু আক্রমণ করা উচিত। প্রেসিডেণ্ট এই কথায় সম্মত হইলে ক্লাইব অল্প সংখ্যক ইংরাজ ও সিপাহী সৈন্য লইয়া অরুকডুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। চাঁদসাহেব রাজধানী রক্ষার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য ত্রিচিনপল্লী হইতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা আসিয়া অরুকডু দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। বরঞ্চ ইংরেজেরা লরেন্স ও ক্লাইবের অধীনে ত্রিচিনপল্লীতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইলেন। চাঁদসাহেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। বিদ্রোহ অপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। এই ব্যাপারে ফরাসীরা বিলক্ষণ অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। ডুপ্লের

প্রভুরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদিগের বিবাদ চুকিয়া গেল। বুসী সলাবৎজঙ্গের দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া হায়দরাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পরই ক্লাইব স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তিনি এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। আডমিরাল ওয়াটসনও কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভারতবর্ষে আসিতে থাকেন। তাঁহারা বোম্বাইয়ের উপকূলে উপস্থিত হইলে বোম্বাইয়ের গবর্ণর পেশোয়ার সহিত মিলিত হইয়া আঙ্গ্রিয়া নামক জলদস্যুকে দমন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আঙ্গ্রিয়া মহারাষ্ট্ররাজের অধীনে জলসৈন্যের কর্ত্তা ছিলেন। বিজয় দুর্গ বা ঘেরিয়া তাঁহার প্রধান দুর্গ ছিল। তিনি পেশোয়াকে মানিতেন না। এই জন্য পেশোয়া ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া আঙ্গ্রিয়াকে আক্রমণ করেন। আঙ্গ্রিয়ার রণতরী সমূহ ওয়াট্‌সনের হস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ক্লাইব স্থলপথে তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লয়েন। এইরূপে আসিবার কালে পথিমধ্যে জয়লাভ করিয়া ক্লাইব মান্দ্রাজে আসিয়া শুনিলেন, বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া সমস্ত ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। তখন ক্লাইব ও ওয়াটসন বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৭৫২ খৃঃ অঃ রঘুজী ভোঁসলার সহিত সন্ধি হওয়ার পর আলিবর্দ্দী খাঁ চারি বৎসর কাল সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারি করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা সুবেদার হন। তিনি সুবেদার হইয়াই দেখিলেন ইংরেজেরা ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতেছেন। তিনি ইংরেজদিগকে দুর্গ সংস্কারের কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। ইংরাজেরা তাঁহার কথা অমান্য করিলে তিনি সসৈন্যে কলিকাতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ঐ নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। তাঁহার এক জন সেনাপতি এক রাত্রের জন্য ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখায় ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারের নাম অন্ধকূপ হত্যা। ইহাতে নবাবের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি অপরাধী সেনাপতিকে শাসন করেন নাই।

কলিকাতার এই ভয়ানক বার্ত্তা মান্দ্রাজে পঁহুছিলে মান্দ্রাজের গবর্ণর কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াট্‌সনকে কলিকাতাভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অনায়াসেই কলিকাতা অধিকার করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহেরা মিলিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত সিরাজকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সসৈন্যে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পলাশী নামক স্থানে যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে

ইংরেজেরা জয় লাভ করেন। সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করেন, কিন্তু ধৃত ও নিহত হন। তখন ষড়যন্ত্রকরীরা সিরাজের সেনাপতি মীরজাফরকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেন। নবাব ইংরেজদিগকে যত টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারায় উহাদিগকে কলিকাতার দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগের রাজস্ব প্রদান করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ হয় নাই। মীরজাফর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ অলস প্রকৃতি ও জঘন্য স্বভাবের লোক ছিলেন ইংরাজেরা সৈন্য দ্বারা সাহায্য না করিলে তিনি কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহার অধীনে ফৌজদারেরা অনেকে বিদ্রোহী হন এবং বাদসাহের পুত্র বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অঃ ক্লাইব ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সুবেদার করিয়া দেন। তিনি ইংরেজদিগকে অনেক টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকোষে সমস্ত টাকা না থাকায় তিনি বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের রাজস্ব ইংরেজদিগকে প্রদান করেন। মীরকাসিম সুবেদার হইযাই দেখিলেন ইংরেজেরাই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং ইংরেজদিগকে দূর করিতে না পারিলে তাঁহার সুবেদারী করা বৃথা। কিন্তু ইংরেজদিগকে বিদায় করিতে হইলে সুশিক্ষিত সৈন্য ও গুলি গোলার আবশ্যক। ইংরেজদিগের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিবার উদ্দেশে মীরকাসিম মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু মনোমত যুদ্ধের আয়োজন হইবার

পূর্ব্বেই ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠিল। উদোয়া নালা ও ঘেরিয়া নামক দুই স্থানে ইংরেজদিগের সহিত নবাবের সৈন্যের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব অযোধ্যায় পলায়ন করেন। যাইবার সময় পাটনায় ইংরাজ বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিয়া যান। অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম মীরকাশিমের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বেহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। বক্সারে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত মুসলমান সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। অযোধ্যার নবাব ইংরাজ-দিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। অযোধ্যার নবাব আসরফ্-উদ্দৌলা নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, বাদসাহ্ অতি দীনভাবে বেহারের প্রত্যন্ত দেশে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়াই ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা ক্লাইবকে পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৌন্সি-লের মেম্বরেরা পুনরায় মীরজাফরকে সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছেন। নবাবের লোকেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইংরেজদিগকে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক দেখিয়া তিনি বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানী গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন। তিনি বেহার প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বাদসাহের নিকট দেওয়ানী প্রার্থনা করেন। বাদসাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কোম্পানি তাঁহাকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর ও আসরফউদ্দৌলা প্রদত্ত এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশের আধি-

পত্য প্রদান করেন। বাদসাহ উত্তর সরকার প্রদেশ ইংরেজদিগকে দান করেন। দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজেরা বাঙ্গালার সুবেদারের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছিলেন, যে ইংরেজেরা দেশ রক্ষা করিবেন, নবাব ৫৩ লক্ষ টাকা লইয়া দেশ শাসন করিবেন। রাজস্ব আদায়ের ভার দেশীয় কর্ম্মচারীর উপরে অর্পিত হইবে, কিন্তু ইংরাজেরা এই বিভাগে তত্ত্বাবধান করিবেন। দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াও ইংরেজেরা এ বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এইরূপে দেওয়ানীপ্রাপ্তি দ্বারা ইংরেজদিগের অধিকার দৃঢ়ীভূত করিয়া ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বেই কোম্পানির ইউরোপীয় সৈন্যগণ মিউটিনি করে। ক্লাইব বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে এই মিউটিনি দমন করেন। এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত অল্পবেতন পাইতেন। সুতরাং তাঁহারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ইহাতে নানারূপ অত্যাচার ঘটিত। ক্লাইব তন্নিবারণার্থ লবণের একচাটিয়া হইতে কোম্পানির যে লাভ হইত, তাহা কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ইংলণ্ডীয় প্রভুরা এ প্রথার অনুমোদন করেন নাই।

১৭৭২ খৃঃ অঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আগমন করেন। তখন ইংরাজদিগের এক কোটী ষাটি লক্ষ টাকা দেনা। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই দেনা শোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই বাদসাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া দিল্লী প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে ইংরেজদিগের সম্মতি ছিল না। সুতরাং তাঁহারা বাদসাহের কর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ অধিকার

করিয়া লইলেন এবং উহা ৫০ লক্ষ টাকায় অযোধ্যার নবাবের নিকট বিক্রয় করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে রোহিল্লারা বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠে। তাহাদের রাজ্য অযোধ্যার নবাবের রাজ্যের নিকট বলিয়া তিনি উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরাও তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিল। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিদায় দিবার জন্য নবাবের হস্তে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু ১৭৭২ খৃঃ অঃ নারায়ণরাও পেশোয়া হইয়াই সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা করায় নবাব ঐ টাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেন নাই। ঐ ৪০ লক্ষ টাকা রোহিল্লারা ফেরৎ চাহিলে রোহিল্লাদের সহিত নবাবের মনান্তর হয়। নবাব হেষ্টিংস্‌কে ঐ ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক দল ইংরাজ সৈন্য চাহিয়া লন এবং এই সৈন্যের সহায়তায় সমস্ত রোহিল্লাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে সৈন্য ভাড়া দিয়া টাকা লওয়ায় ইংলণ্ডের অনেকেই হেষ্টিংসের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। হেষ্টিংস্‌ মুরশিদাবাদ হইতে সমস্ত কাছারি কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন; এবং স্বহস্তে দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশ কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক জেলায় এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন। কালেক্টরেরা দেওয়ানী মোকদ্দমার ভার প্রাপ্ত হন। ফৌজদারী কার্য্যের ভার পূর্ব্বের ন্যায় কাজীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৭৫৬ খৃঃ অঃ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ফরাসীরা লালী নামক একজন সেনাপতির অধীনে বহু-সংখ্যক সৈন্য পটুঞ্চেরীতে প্রেরণ করেন। লালীর পূর্ব্ব পুরুষেরা আয়ারলণ্ডে বাস করিতেন। ইংরাজদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের দেশত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই করমণ্ডল উপকূলস্থ ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড নামক ইংরেজদিগের দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দেন। পরে মান্দ্রাজ অবরোধ করেন। তিনি বুসীকে হাইদরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পটুঞ্চেরীতে আসিতে আজ্ঞা দেন। বুসী হাইদরাবাদ হইতে চলিয়া আসায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হয়; ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সুবেদার সলাবৎজঙ্গ প্রথমে সুবেদারী ও পরে প্রাণ হারান। ওদিকে কতকগুলি ইংরাজ রণতরী মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হওয়ায় লালী পটুঞ্চেরী গমন করেন। ইংরেজ সেনাপতি স্যর আয়ার কূট বন্দীবাস নামক স্থানে লালীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজেরা পটুঞ্চেরী অবরোধ করেন ও ১৭৬১ খৃঃ অঃ পটুঞ্চেরী তাহাদের হস্তে পতিত হয়। ফরাসীরা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের যে বাসনা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়। ফরাসীরা যদিও পটুঞ্চেরী ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রভাব আর নাই।

বাঙ্গালার ন্যায় মান্দ্রাজেও ইংরাজেরা এই সময় হইতে

সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলি তাঁহাদের আশ্রিত। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা সর্ব্বত্র হীনপ্রভ। নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজারা সকলেই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদেই ব্যাপৃত। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধা দিবার আর লোক রহিল না।

ইংরাজেরা বহুদিন অবধি উত্তর সরকার প্রদেশ পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু নিজাম ঐ প্রদেশ বুসীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফরাসীদের প্রদান করেন। তদবধি ফরাসীরাই উহা অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্লাইব দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় ঐ প্রদেশটিও বাদসাহের নিকট লিখাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের নিজাম আলি ইংরাজদিগকে উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করায়, ইংরাজেরা বার্ষিক কর দিতে ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্যের দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য করিতে স্বীকার করিয়া ঐ দেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সূত্রে ইংরাজদিগের সহিত হায়দার আলির বিবাদ বাধিয়া উঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাদব বংশীয়েরা বিজয় নগরের অধীনে মহীসুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিজয়নগর ধ্বংসের পর মহীসুর একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। তদবধি মহীসুরে যাদবরাজগণ ক্রমশঃ বলবান হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আপনাদিগের রাজধানী স্থাপন করেন ও নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণকে পরাজিত করিয়া আপনাদের রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। ১৭৩৩ খৃঃ অঃ এই বংশ লোপ হয় এবং মহীসুরে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হয়। কৃষ্ণরায় অলস প্রকৃতি ও বিলাসপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী নন্দরাজ মহীসুরে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা মহীসুরে রাজ-

কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নন্দরাজ হায়দার আলি নামক একজন মুসলমানকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু হায়দার নিজের দক্ষতা গুণে মহীসুরের প্রধান সেনাপতি ও স্বাধীন রাজা হন। ১৭৬১ খৃঃ অঃ তিনি মহীসুরের রাজা হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠে, পেশোয়া মধুরাও ও তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ-রাওয়ের সহিত হায়দারের যুদ্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মধুরাও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হায়দার বেদনৌরের রাণাকে পরাজিত করেন ও তাহার রাজধানী লুঠ করিয়া ১২ কোটী টাকা প্রাপ্ত হন। এই টাকাই হায়দারের ভবিষ্যৎ পরাক্রমের মূল। হায়দার ক্রমে নিজামের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে, নিজাম তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উত্তর সরকার গ্রহণকালে ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার নিয়ম অনুসারে নিজাম ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ত্বরায় উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হায়দারের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন হায়দারের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। হায়দার কর্ণাটদেশে ইংরাজদিগকে বার বার পরাজয় করিয়া ১৭৬৯ খৃঃ অঃ একেবারে মান্দ্রাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মান্দ্রাজস্থ ইংরাজেরা মহাভীত হইয়া হায়-দারের কথা মত তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। পরস্পর যে সকল দেশ অধিকার করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পিত হইল ও স্থির হইল একের বিপদ হইলে, অপরে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিতে করিতে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছেন। রাজ্য সম্বন্ধে তাহাদের নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। অনেক সময় বিলাতী অংশীদারেরা আপনাদের লভ্য পাইতেন না, অথচ তাঁহাদের ভারতীয় কর্ম্মচারীরা অল্পদিন চাকরী করিয়াই বিস্তর টাকা লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পতিত হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৭৭২ খৃঃ অঃ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করেন। যথা—

বাঙ্গালার গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন। তাঁহার মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন এবং ইংরাজদিগের বিচারার্থ কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট নামে একটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইবে।

এই নিয়ম অনুসারে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরল হইলেন। মন্সন, ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস ও বারওয়েল নামক চারিজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি গবর্ণর জেনেরলের সভাসদ হইলেন। ইহাদের মধ্যে তিন জন কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। সার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ হইয়া আসিলেন।

নূতন মন্ত্রিসভা স্থাপিত হওয়ার পরই ক্লেবারিং, মন্সন,

ফ্রান্সিস একদিকে ও হেষ্টিংস্ এবং বারোএল আর এক দিকে হইলেন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কার্য্য হইবার কথা, তাহাই হইতে লাগিল। সুতরাং হেষ্টিংসের আর কিছুমাত্র ক্ষমতা রহিল না। হেষ্টিংস্ পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহারা সে সকল উল্টাইয়া দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ যে অত্যন্ত দুরাচার ও অত্যাচারী ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। তাঁহারা রোহিল্লা যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ অন্যায় হইয়াছে স্থির করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া বারাণসী প্রদেশ হস্তগত করিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎ সিং ইংরাজদের অধীন হইলেন। হেষ্টিংসকে অপদস্থ করা অধিকাংশ সভ্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অনেকে তাঁহার নামে নানারূপ অভিযোগ করিতে লাগিলেন। এই অভিযোগকারীদের মধ্যে নন্দকুমার প্রধান। পার্লিয়ামেণ্ট যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করা কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া স্থির হয়। হেষ্টিংস্ যে সকল উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন নন্দকুমার সেই সকল কথা মেম্বরদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাব সরকারে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস্ অনেক টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা হেষ্টিংসকে ঐ টাকা রাজ-কোষে জমা দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস্ এই অভিযোগ একেবারে উড়াইয়া দিলেন এবং যাহাতে নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ

জেলায় নবাবের খাস মহলে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় গোলযোগ নিবারণার্থ নন্দকুমার নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করায়, আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে অনেক উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে তিনি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি কিছুদিন ক্লাইবের দেওয়ান হইয়াছিলেন, পরে মীরজাফরের অত্যন্ত বিশ্বাস পাত্র হইয়াছিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলে মীরজাফর যখন কলিকাতায় আইসেন, তখন নন্দকুমারই তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। নন্দকুমার তদবধি কলিকাতা পরিত্যাগ করেন নাই। নন্দকুমার সর্ব্বদা নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া হেষ্টিংস্ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার নামে নানারূপ অভিযোগ উপস্থিত করায় তিনি নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মোহন প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের নামে জাল করা অপরাধে নালিশ করিল। অনেকের সংস্কার হেষ্টিংস এই নালিশ উপস্থিত করাইয়াছেন। ইলাইজা ইম্পের নিকট মোকদ্দমা হয়। ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। এইজন্য অনেকে মনে করেন, হেষ্টিংসের অনুরোধেই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। নন্দকুমারের ফাঁসি হেষ্টিংস ও ইম্পে চরিত্রের কলঙ্ক স্বরূপ। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

এই সময়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রঘুনাথরাওকে পেশোয়া করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রায় ৭।৮ বৎসর যুদ্ধের পর সালবাই নামক স্থানের সন্ধিপত্রের দ্বারা ঐ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দের মান্দ্রাজের সন্ধির দ্বারা অন্য কেহ আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা হায়দারের রাজ্যরক্ষার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করেন নাই। ইহাতে হায়দার ইংরাজদিগের উপর বড়ই চটিয়াছিলেন। আবার ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা এক এক করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া মাহী নগরে সৈন্য প্রেরণ করেন। মাহী হায়দরের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত। হায়দরের আপত্তিসত্ত্বেও ইংরাজেরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইলে হায়দার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে থাকেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া একলক্ষ সৈন্য ও ১০০ কামান লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি একেবারে মান্দ্রাজ অভিমুখে ধাবিত হন। বেলি সাহেব তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। হায়দার বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবিনাশ করেন। মনরো সাহেবও অগ্রসর হইতেছিলেন তিনিও হঠিয়া যান। তখন হেষ্টিংস্ সাহেব বাঙ্গালা হইতে সার আয়ার কূট্ নামক প্রাচীন সেনাপতিকে হায়দারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কূট্ বন্দীবাস দুর্গে উদ্ধার সাধন করিয়া কডালোর নামক স্থানে হায়দারের সৈন্য সমূহকে পরাজিত করেন। এই সময়ে আবার ওলন্দাজদিগের সহিতও ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের নাগাপত্তন নামক স্থান অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ সেনানী ব্রেথোয়েট হায়দারের হস্তে পরাজিত হন। ফরাসীরা এই সময়ে ভারত সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ

করায় ইংরাজদিগের অত্যন্ত ভয় হয়। কিন্তু ১৭৮২ সালে হায়দারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহারা অনেকটা নির্ভয় হন। এদিকে আবার তাঁহাদেরও প্রাচীন সেনানী কূটেরও এই সময়ে মৃত্যু হয়। তাহাতেই তাঁহারা হায়দারের মৃত্যুতে যে পরিমাণে লাভবান হইবেন ভাবিয়াছিলেন, ততদূর লাভবান হইতে পারেন নাই। এই সময়ে আবার প্রসিদ্ধ ফরাসীস্ সেনাপতি বুসী হায়দারের পুত্র টিপু সুলতানের সহিত এক যোগে ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী এই উভয় জাতির মধ্যে ইউরোপে সন্ধি হওয়ায় বুসী টিপুর সৈনাপত্য পরিত্যাগ করেন। টিপু সুলতান পিতার মৃত্যুর পর বোম্বাই হইতে প্রেরিত ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মলয়বর উপকূলে গমন করেন। এই সময়ে হেষ্টিংস্ চারিদিক হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া টিপুকে পরাজয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মান্দ্রাজের কৌন্সিল টিপুর নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। টিপু এই দূতগণকে তিন মাস ধরিয়া রাখিলেন। পরে তাহাদিগকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। কৌন্সিল তথাপি সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। টিপু দূতগণের বিস্তর লাঞ্ছনা করিয়া শেষ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। পরস্পর পরস্পরের যে সকল অধিকৃত ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন।

এই সকল ঘটনার সময়েই মহারাষ্ট্রীয়, মহীসুরীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসীসদিগের সহিত যুদ্ধে কোম্পানির বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, এবং ঐ টাকা তুলিয়া লইবার জন্য হেষ্টিংস্ নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার বড়ই নিন্দা হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কৌন্সিলের মেম্বরেরা সুজাউদ্দীনের সহিত সন্ধি করিয়া বারাণসী প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ তদবধি ইংরাজের করদ রাজা হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ উহাঁর নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। রাজা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় হেষ্টিংস্ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য বারাণসী যাত্রা করেন। তথায় অত্যন্ত হাঙ্গামা হয় এবং এক সময়ে হেষ্টিংসের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে রাজা বারবার পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন। তিনি প্রচুর অর্থ সঙ্গে লইয়া যান। রাজার একটী দুর্গে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু সৈনিকেরা ঐ টাকা বণ্টন করিয়া লওয়ায় হেষ্টিংসের কিছু মাত্র লাভ হয় নাই।

সুজাউদ্দীন অযোধ্যায় নবাব হইবার সময় নানা কারণে তাঁহার নিকট কোম্পানির প্রায় ২ কোটী টাকা পাওনা থাকে। তাঁহার পিতা তাঁহার বিমাতাদিগকে যে প্রচুর সম্পত্তি দিয়াছিলেন, নবাব তাহাই অপহরণ করিয়া ইংরাজদিগকে প্রদান করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরেরা ঐ সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোম্পানিকে প্রতিভূ নিযুক্ত করায় নবাব অপহরণ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে অর্থের টানাটানি হওয়ায় হেষ্টিংস্ নবাবকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নবাবও বিমাতাদিগের নিকট টাকা লইতে পরামর্শ দিলেন। হেষ্টিংস্, বেগমেরা চৈৎসিংহের সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বাড়ী ঘর লুঠ করেন। ইহাতে তাঁহার ৭৫ লক্ষ টাকা লাভ হয়। এই দুটী অন্যায় কার্য্য করিয়া হেষ্টিংস্ আপনার কলঙ্ক আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন।

রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কার্য্যে হেষ্টিংস্ অত্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারদিগের সহিত ৫০ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সুপ্রিমকোর্ট সমস্ত প্রদেশের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে, তিনি দেশীয়দিগের বিচারার্থ সদর দেওয়ানী নামক একটী নূতন আপীল আদালত খুলিয়া সার ইলাইজা ইম্পেকে উহার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। ইম্পে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি। তিনি কোম্পানির অধীন নহেন, ইংলণ্ডের রাজার অধীন। তিনি আবার কোম্পানির অধীনে চাকরী স্বীকার করায় ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

এই সকল কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হেষ্টিংসের নিন্দা করায় ১৭৮৩ সালে হেষ্টিংস্ পদ ত্যাগ করেন; এবং যাহাদের যাহাদের অপকার করিয়াছিলেন, তাহাদের কতক পরিতোষ সাধন করিয়া ১৭৮৫ সালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার শত্রুরা পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার শাসনকার্য্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বিচারার্থ হাউস অব লর্ডসের হস্তে সমর্পণ করেন। সাত বৎসর ক্রমাগত বিচারের পর হাউস্ অব্ লর্ডস্ তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দেন। কিন্তু এই বিচারে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখন কোম্পানি তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি প্রদান করেন। তিনি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সারজন মাক্‌ফার্‌সন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সারজন শোর।

হেষ্টিংসের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে সার জন মাকফার্‌সন সাহেব সুপ্রীম কৌন্সিলের দ্বিতীয় মেম্বর ছিলেন। সুতরাং তিনিই কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনেরল হইলেন। তিনি ২০ মাস এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে কোনও উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হয় নাই। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফক্স প্রস্তাব করেন যে, শাসনকার্য্য কোম্পানির হস্ত হইতে রাজার হস্তে সমর্পিত হইবে এবং সাতজন কমিসনারের উপর বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হইবে। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং ফক্স পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তখন পিট নামে নূতন প্রধান মন্ত্রী আর একটী প্রস্তাব করেন। ইহাতে কোম্পানির ক্ষমতা সমস্তই অপহৃত হয়, কিন্তু অস্তিত্ব বজায় থাকে। পিট বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল নামক সভার হস্তে কোম্পানির সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। কোম্পানির অংশীদারদিগের যে সভা ছিল তাহার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। এবং কোর্ট অব্‌

ডিরেক্টর সভারও ক্ষমতা খর্ব্ব করা হয়। এই প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া শাসন কার্য্যে অনেকগুলি সুনিয়ম স্থাপন করেন। তিনি কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের স্বতন্ত্র বাণিজ্য করা ও কণ্ট্রাক্ট লওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ঘুস লওয়া প্রভৃতি যে সকল মহা দোষ ছিল ও সমস্ত বন্ধ করিয়া দেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্য সৈনিক ব্যয়ের টাকা সত্তর লক্ষ হইতে কমাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ করিয়া আনেন। গণ্টুর সরকার লইয়া নিজামের সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা মিটাইয়া লয়েন। এইরূপে নির্ব্বিবাদে তিন বৎসর কাটিয়া যায়।

মাঙ্গালোরের সন্ধির পর হইতে টিপু আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশে হিন্দুরা সর্ব্বদা বিদ্রোহী হয় দেখিয়া, তিনি বহু সংখ্যক হিন্দুকে বল পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, ইহা দেখিয়া ২০০০ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিয়া আপন ধর্ম্ম বজায় রাখে। মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রী নানা ফর্ণাবীস ইহাতে ভীত হইয়া নিজামের সহিত মিলিত হন এবং টিপুর সহিত যুদ্ধ করেন। ১৭৮৭ সালের এপ্রেল মাসের সন্ধি দ্বারা এ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। টিপু টাকা কড়ি ও অনেকগুলি পরগণা প্রদান করিয়া নিজাম ও নানার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন। ১৭৮৯ সালের শেষ ভাগে টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ ইংরাজের আশ্রিত ছিলেন। সুতরাং ইংরাজদিগকে টিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও নিজামের

সহায়তা প্রাপ্ত হন। তিন পক্ষ হইতেই মহীসুর আক্রমণ করা হয়। তিন বৎসর ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আরিকেরা নামক স্থানে লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। মহীসুরের অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ ইংরাজ হস্তে পতিত হয়। সিমোগা নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের সহায়তায় টিপুর বহু সংখ্যক সৈন্যকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত করেন। তৃতীয় বৎসরে চারিদিক হইতে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করা হয়। টিপু ভীত হইয়া ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩ কোটী টাকা প্রদান করেন এবং মিলিত রাজমণ্ডলীকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রদান করেন। উহা তিন সমান ভাগে বিভক্ত হয়। ইংরাজ এক ভাগ, নিজাম এক ভাগ ও মহারাষ্ট্রীয়েরা এক ভাগ প্রাপ্ত হন। পাছে টিপু পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত করেন, এই ভয়ে, লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুর দুইটী পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ কলিকাতায় লইয়া আইসেন। টিপু এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহা জন্মের মত লোপ হয়।

মহীসুরের যুদ্ধকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথায় তিনি আবার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা করণে মনঃসংযোগ করেন। আকবরের সময় সমস্ত ভূমি জরীপ করিয়া যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও প্রধানতঃ তদনুসারেই খাজনা আদায় হইত। ইংরাজেরা দেওয়ানী লাভ করিয়া অবধি কোন নূতন নিয়ম স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল যাহাতে সুচারুরূপে খাজানাটী আদায় হয় তাহারই চেষ্টা

করিতেন। কখন পাঁচ বৎসর মিয়াদে ইজারা দিতেন, কখন বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিতেন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা তালুকদারদিগের সহিত দশ বৎসর মিয়াদে বন্দোবস্ত করিতে বলেন এবং আশা দেন, যদি ইহাতে কার্য্য ভাল হয়, তাহা হইলে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহা অপেক্ষাও সুবন্দোবস্ত করিলেন। তিনি জমিদারদিগকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করিয়া চিরদিনের মত তাঁহাদের দেয় খাজানার মোট করিয়া দিলেন। প্রজাদিগের স্বত্বরক্ষাহেতু এই বন্দোবস্ত হইল যে, জমিদারেরা তাহাদিগকে পাট্টা দিবেন। ১৭৯৩ সালের ২২ শে মার্চ্চ এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালার বিস্তর উপকার হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধনাঢ্য জমিদারকুলের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু পাট্টা দেওয়া না হওয়ায় প্রজার স্বত্ব রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার নূতন নূতন আইন করিতে হইতেছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস কলেক্টরদিগের হস্ত হইতে বিচার ভার উঠাইয়া লইয়া জজেদের হস্তে সমর্পণ করেন। জজেরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ বিচারই করিতেন। জজেদের নিকট হইতে শেষ আপীল গবর্ণর জেনারলের নিকট হইত। এ সকল কোর্টে কেবল দেশীয়দিগের বিচার হইত এবং আইন বুঝাইবার জন্য দেশীয় পণ্ডিত ও কাজীগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। এই সময় হইতেই দেশীয়েরা সমস্ত উচ্চতর রাজকার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন। ফৌজদারী বিভাগে দারোগা ও দেওয়ানীতে মুন্সেফের পদ দেশীয়গণের জন্য রাখা হয়। দারোগাদিগের বেতন ২৫ টাকা, মুন্সেফেরা কমিসন পাইতেন। ১৭৯৩ সালের অক্টোবর

মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস মান্দ্রাজ হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় রাজগণের মধ্যে কোম্পানি সর্ব্বা- পেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানি নূতন চার্টার প্রাপ্ত হন। ইহাতে ইংলণ্ডের অন্যান্য বণিকেরাও কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যে যিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই সার জন শোর তাঁহার পর গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁনি বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া ভারত শাসন কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। চির- স্থায়ী বন্দোবস্তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি টিপু স্থলতানের পুত্রদ্বয়কে তাহাদের পিতার নিকট প্রেরণ করেন। অনেকে মনে করেন ইহাই মহীসুরের সহিত চতুর্থ যুদ্ধের কারণ। উহারা ইংরেজাধীনে থাকিলে টিপু যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজামকে অত্যন্ত পর্যুদস্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবরই দেশীয় রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষ। সার জন তাঁহাদের প্রদর্শিত নীতি অনুসারেই এইরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচিত উজীর আলি অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। সার জন তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করেন। পরে তিনি শুনিতে পান যে উজীর আলি নবাবের পুত্র নহেন এবং মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত আলিই যথার্থ উত্তরাধিকারী। সার জন তাঁহার সহিত সন্ধি

করিয়া আলাহাবাদ প্রদেশ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজসৈন্যের ব্যয় চুয়াত্তর লক্ষ টাকা স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু উজীর আলি সহজে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন না। সারজন স্বয়ং লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হইয়া সাদত আলিকে নবাবী দেওয়াইয়া আসিলেন।

তাঁহার সময়ে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল কোম্পানির সেনা ও রাজার সেনা এক করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কোম্পানির সেনাগণ মিউটিনি করে। সারজন অনেক কষ্টে এই মিউটিনি দমন করেন। কোম্পানির সৈন্যগণ যাহা যাহা চাহিয়াছিল, সার জন তাহা অপেক্ষাও অধিক দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সারজন আপন দুর্ব্বলচিত্তের অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে থাকিতেই তিনি লর্ড টিনমৌথ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লর্ড ওয়েলেসলি।

লর্ড মর্নিংটন সার জন শোরের পর গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন। ইনিই পরে লর্ড ওয়েলেসলি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের মেম্বর ছিলেন। ইনি যখন ভারতবর্ষে আইসেন, তখন কার্কপেট্রিক সাহেব তাঁহার সহিত এক জাহাজে

আইসেন। কার্কপেট্রিক সাহেব পূর্ব্বে নিজাম ও সিন্ধিয়ার রাজসভায় থাকিয়া ভারতবর্ষীয় রাজগণের চরিত্র ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলি এই সকল সংবাদ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, দেশীয় রাজগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন টিপু সুলতান, মহারাষ্ট্রীয়গণ, নিজাম ও আফগানগণের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ফরাসীস সাধারণতন্ত্রের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। নিজামের অধীনে সাধারণতন্ত্রীয় রেমণ্ড সাহেব ১৫০০০ শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক। সিন্ধিয়া ও ফরাসীস সেনাপতির অধীনে অনেক সৈন্য শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। ওয়েলেসলি একেবারেই মান্দ্রাজের সেনাপতি হেরিসকে টিপু সুলতানের রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; এবং নিজামের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিবেন, কিন্তু তিনি ইংরেজের অনুমতি ব্যতীত কোন রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং কোন ইউরোপীয়কে আপনার অধীনে চাকরী প্রদান করিতে পারিবেন না। নিজাম বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি যদি ইংরাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে একদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা, অন্যদিকে টিপুসুলতান, তাঁহার রাজ্যটী গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তিনি আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া পুত্র পৌত্রাদির জন্য ৪ কোটী মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ফরাসীগণ সহজে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। সার জন মালকম

সাহেব তাহাদের সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া দিবেন বলায় তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে কাবুলাধিপতি জেমান সাহা সিন্ধুনদী পার হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিপ্রায়ে লর্ড ওয়েলেসলিকে পত্র লিখিলেন, ইহাতে গবর্ণর জেনেরলের আরও উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি হইল। তিনি টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১০০০ ব্রিটিস সৈন্য এবং ১০০০০ নিজামের সৈন্য বেল্লোর হইতে শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে ধাবিত হইল। পশ্চিম উপকূল হইতে সৈন্য আসিতে লাগিল। কুর্গরাজ্যের প্রান্তভাগে সদাশীর নামক স্থানে টিপুর সৈন্যগণ পরাজিত হইল। টিপু নিজে মালবল্লী নামক স্থানে পরাজিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এইযুদ্ধে লর্ড হারিশ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি টিপুর ভাব গতিক দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে টিপু ভয় পাইয়াছেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলেন। ঐ নগর কাবেরীর মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপে অবস্থিত। কাবেরীর জলবৃদ্ধি হইলে অবরোধ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ভাবিয়া লর্ড হারিস অতি সত্বর দুর্গ প্রাকার ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্য দিয়া নগর প্রবেশের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। টিপুর সৈন্যগণ মহাবিক্রমসহকারে আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নগর অধিকৃত হইল। টিপুর মৃত দেহ একটা গেটের মধ্যে পাওয়া গেল। ইংরাজেরা মুসলমান রীত্যনুসারে উহা সমাহিত করিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানের ও হায়দার বংশের রাজ্য শেষ

হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। টিপুর রাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। অপর অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহীসুর রাজ্য প্রাচীন হিন্দুরাজার বংশধরকে প্রদত্ত হইল। রাজবংশ ১৭৬০ সাল হইতে কারাগারে বাস করিতে ছিলেন। তথায় ৫ বৎসরের একটী শিশু মাত্র জীবিত ছিল। ইংরাজেরা ইহাকে রাজা করিয়া ইহারই নামে মহীসুররাজ্য শাসন কবিতে লাগিলেন। টিপুর রাজস্ব মন্ত্রী পূর্ণিয়া, এরাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী হইলেন। টিপুব পুত্র পৌত্রগণ বেল্লোরে নীত হইয়া তথায় ইংরেজ দত্ত পেনসন অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

নিজাম ইংরাজ বাজের নিকট মহীসুর রাজ্যের যে অংশটুকু পাইয়াছিলেন, তাহা ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া নূতন সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্য পরকীয আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং হায়দরাবাদে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইংরেজ সৈন্য থাকিবে। লর্ড ওয়েলেসলিমীহ-সুর রাজ্যের এক অংশ পেশোয়ার জন্যও রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পেশোয়া নিজামের ন্যায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায় এ অংশ নিজাম ও ইংরাজরাজ ভাগ করিয়া লইলেন। এই সকল ঘটনায় দুই বৎসর পরেই পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজের শরণাগত হইয়া যেরূপে বেসীনের সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধকালে লর্ড ওয়েলেসলি মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি তাঞ্জোররাজকে বৃত্তি দিয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত ভার

ইংরাজ কর্ম্মচারীর উপর সমর্পণ করেন। কর্ণাটের নবাব এই সময়ে টিপুসুলতানের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনিও বৃত্তি লইয়া সমস্ত রাজ্যভার ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কাবুলাধিপতি জেমান সাহ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমাস্থিত পারস্যরাজের সহিত সন্ধিবন্ধন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া লর্ড ওয়েলেসলি মালকম সাহেবকে পারস্যরাজের নিকট প্রেরণ করেন। মালকম সাহেবের ব্যবহারে পারস্যরাজ এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে তিনি বলিতেন "ইংরাজের মধ্যে মালকমের মত লোক আর নাই।"

অযোধ্যার নবাবী হারাইয়া উজীর আলি বারাণসীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ হইল, যে তিনি জেমান সাহের সহিত পত্রলেখালিখি করিতেছেন। ইহাতে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ যিনি উজীর আলির নিকট জ্ঞাপন করিলেন সেই চেরি সাহেবকে উজীর আলি হত্যা করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণর জেনেরল উজীর আলিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা প্রতিবৎসর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা কখনই সময় মত দিতে পারিতেন না। তিনি আমোদ প্রমোদেই মত্ত থাকিতেন। প্রজার রক্ষণকার্য্যে তিনি অক্ষম ছিলেন। এই জন্য লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহার ভ্রাতা আরথর ওয়েলেস্লিকে লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া নবাবের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে নবাব নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কোরা ও রোহিলখণ্ড ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে দুই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, ইংরাজেরা টাকা ঠিকঠিক পাইতে লাগিলেন এবং নবাবের রাজ্যের চারিপার্শ্বেই ইংরেজাধিকার হওয়ায় তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজদিগকে আর বড় চিন্তা করিতে হইল না।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই দেশীয়রাজগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার বিরোধী। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না যে তাঁহাদের রাজ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি যে নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের রাজ্য প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। এজন্য তাঁহারা ওয়েলেসলির প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনিও পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু আর একবৎসর থাকিতে স্বীকার করিলেন। ভারতের সৌভাগ্য যে তিনি আর এক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল।

বেসীনের সন্ধিপত্র দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়রাজ্যের কর্ত্তা ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শুনিয়া সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যুদ্ধভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এদিকে ইংরাজেরা সিন্ধিয়াকে, পেশোয়ার ন্যায় রাজ্যরক্ষার ভার ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সিন্ধিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বেরাররাজের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। হোলকার তখনও পুনায় ছিলেন। কিন্তু তিনি সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের সহিত মিলিত হইলেন না। ওদিকে গবর্ণর জেনেরল মহীশূর ও হায়দারাবাদ হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া

পেশোয়াকে তাঁহার স্বপদে পুনঃস্থাপিত করিলেন। ইংরেজদিগের পুনায় আগমনের পূর্ব্বেই হোলকার মালবে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত পেশোয়া অমৃতরাও কিপ্রকারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বারাণসী প্রস্থান করেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ মুখে মিত্রভাব প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ তলে তলে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন, জানিতে পারিয়া গবর্ণর জেনেরল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে যদি আপনাদের অভিপ্রায় ভাল হয়, আপনারা আপন আপন সৈন্য সমূহ স্ব স্ব রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাউন। আমরা ও আমাদের সৈন্য সমূহ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি। একথায় রাজগণ সম্মত হইলেন না। নিয়মমত যুদ্ধ ঘোষণা হইল। গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা আরথর ওয়েলেসলি দক্ষিণের সৈন্য লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, জেনেরল লেক দশসহস্র সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানে অগ্রসর হইলেন। আমেদনগরের দুর্গ প্রথমেই ইংরেজহস্তে পতিত হইল। তখন সিন্ধিয়া ওয়েলেসলির সৈন্যের পশ্চাৎভাগে গিয়া নিজামের রাজ্য লুঠ করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহার পথরোধ করিলেন। তখন আসাই নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ডিবয়েনের রেজিমেণ্ট কামান রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইংরেজের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলনা। ওয়েলেসলি সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিলেন। ইনিই পরে ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডিউক অব ওয়েলিঙ্‌টন্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আসাইএর

যুদ্ধেই ইনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ১২০০০ সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয় এবং ইংরেজ সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ নিহত হয়। এই যুদ্ধের পর কর্ণেল ষ্টীবেনসন ওয়েলেসলির সহিত মিলিত হন। ওয়েলেসলি তাঁহাকে সিন্ধিয়ার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে আদেশ দেন। ইনি সিন্ধিয়ার পশ্চাৎ গমন করত, আসীরগড় দুর্গ ও বুরহানপুরনগর অধিকার করিয়া লয়েন।

এই সময়ে সিন্ধিয়ার ফরাসীস সেনাপতি পেরোণ সাহেব পদত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ প্রস্থান করেন। লেক সাহেব কানপুর হইতে অগ্রসর হইয়া কোয়েলের দুর্গ অধিকার করেন এবং আলীগড় নগর গ্রহণ করেন। তথা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাইবার সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত লর্ড লেকের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও ইংরেজেরা বিজয় লাভ করেন। দিল্লী তাঁহাদের করকবলিত হয়। অন্ধ বাদসাহ সাহ আলম ত্রিশবৎসরের পর আবার ইংরেজগণের আশ্রয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করেন। দিল্লীর পর আগরা ইংরাজহস্তে পতিত হয়। ১লা নবেম্বর লাসোয়ারি নামক স্থানে সিন্ধিয়ার ফরাসীস সেনাপতি বোরকুইন্ ও ডুদ্রেনেকের সহিত লর্ড লেকের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সিন্ধিয়ার শিক্ষিত সৈন্যগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু অনেক সৈন্য বিনাশ হইলেও ইংরাজেরা এই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই ইংরেজেরা উড়িষ্যা ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন।

ওদিকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ওয়েলসলি বলিলেন, যদি সিন্ধিয়ার সৈন্য পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করে তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিতে

প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সিন্ধিয়া তাহা করিলেন না। তাঁহার প্রসিদ্ধ তোপখানা লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য নাগপুররাজের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আরগাঁও নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ওয়েলেসলি তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই গোয়াইলগড় ও নারনালাব দুর্গ ইংরেজ হস্তে পতিত হইল। তখন রঘুজী ভোঁসলা ভীত হইয়া সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা কটক ও বেরাবের পশ্চিমভাগ ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হইল। আরও স্থির হইল যে রঘুজী নিজামের উপর কোনও রূপ দাবীদাওয়া করিতে পারিবেন না। অল্পদিনের মধ্যে সির্জি অঞ্জন গাঁও নামক স্থানে সিন্ধিয়ার সহিত ও সন্ধি হইল। সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান ও খান্দেশস্থিত তাঁহার অধিকৃত সমস্ত ভূমি ইংরেজদিগকে প্রদান করিলেন এবং স্বীকার করিলেন যে নিজাম, পেশোয়াও গাইকোয়ারের উপর কোন দাবীদাওয়া রাখিবেন না।

আসীরগড় অধিকার হইতে গোয়াইলগড অধিকার পর্য্যন্ত চারিমাস কাল মাত্র লাগিয়াছিল এই চারি মাসের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দৌলতরাও ও রঘুজী আপন রাজ্যের অর্দ্ধেক হারাইয়া হীনবীর্য্য ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন (১৮০৩)।

এই সময়ে প্রাচীন নিজাম নিজামআলির মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সেকন্দর সা নিজাম হন। ইংরাজেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। উত্তরাধিকার লইয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে নিজামের সৈন্য ইংরাজের আনুকূল্য করিয়াছে।

সুতরাং ইংরাজেরা বেরারের যে অংশ রঘুজীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তাহা নিজামকে প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনেরল আরও অনেকেব সহিত সন্ধি করিলেন। ভরতপুরের জাটরাজা ও রাজপুতরাজগণ সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। গোহাদের জাটরাজা ইংরাজের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গোহাদ সিন্ধিয়ার রাজধানীর অতি নিকট, এজন্য গোহাদরাজকে ঢোলপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া গোহাদ সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হইল। গাই কোয়ার ইংরাজ হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিলেন।

হোলকার এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধিয়া ও রঘুজীর সহিত মিলিত হয়েন নাই। তিনি ইতিমধ্যে সিন্ধিয়ার রাজ্য লুট করিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। যেখানে যত সৈন্য পদচ্যুত হইতে লাগিল, সকলেই উঁহার দলে মিলিত হইতে লাগিল। ১৮০৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই তিনি ইংরাজ দিগের নিকট কয়েকটী প্রদেশের চৌথ দাবী করিয়া লর্ড লেকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ই রেজেরা তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন। গবর্ণর জেনেরল হোলকারের ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। গুজরাট হইতে কর্ণেল মরে ও হিন্দুস্থান হইতে লর্ডলেক হোলকারের রাজ্য আক্রমণ করেন। বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইংরেজসেনা বারিক আশ্রয় করে। কর্ণেল মনসন, বর্ষার পূর্ব্বেই মরে সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত হোলকারের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করেন, ওদিকে মরে সাহেব পূর্ব্বেই বারিকআশ্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে হোলকার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মনসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার উপর

উৎপাত করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই মাস অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মনসন হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আগরায় উপস্থিত হইলেন। হোলকার বিজয় লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মথুরা আগমন করিলেন। ইংরেজগণ হঠিয়া গেলেন। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিলেন। লর্ডলেক ক্রমে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে হোলকার তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া ভরতপুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। জাঠরাজ ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া হোলকারের সহিত মিলিত হইলেন। ফ্রেজর ও মনসন সাহেব দীঘনগরের নিকটে তাঁহাদের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন। লর্ডলেক ফরক্কাবাদের নিকট হোলকারের অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন, হোলকার পলায়ন করিলেন। লর্ডলেক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ও সুরক্ষিত ছিল, তাঁহারা বার বার আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে ভরত-পুররাজ হোলকারের নিকট হইতে কোন সাহায্যের ভরসা নাই দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। লর্ডলেক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেশসুদ্ধ লোক জানিল, ইংরেজেরা ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইলেন।

লর্ড ওয়েলেসলি যে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই ব্যস্ত থাকিতেন এরূপ নহে; তিনি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে সন্তান না হইলে অনেকে মানত করিত যে প্রথম সন্তান হইলে তাহাকে গঙ্গাসাগরে সমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রতিবৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুহত্যা হইত। লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রথা উঠাইয়া দেন।

গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিলই দেশীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল। কিন্তু গবর্ণরজেনেরল সর্ব্বদা অন্যকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আপীল শুনায় বড়ই বিলম্ব হইত, এই জন্য লর্ড ওয়েলেসলি আপীল শুনার ভার কয়েকজন সুদক্ষ জজের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতেই সদর দেওয়ানী আদালতের সৃষ্টি হয়।

তিনি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট-উইলিয়ম নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু উহাতে এত ব্যয় হয় যে, ডিরেক্টরেরা উহার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া উহার উপযোগিতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া আনেন।

সারজর্জ্জ বার্লো।

মনসন সাহেবের নির্ব্বুদ্ধিতায় বিজয়ী ইংরেজ সেনার পরাভব হওয়ায় লর্ড ওয়েলেসলির ইংলণ্ডীয় শত্রুগণ তাঁহার কার্য্যাবলীই সকল বিপদের মূল বলিয়া অবধারণ করিলেন, এবং লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসকে পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। লর্ড কর্ণওয়া-লিসের প্রতি এই আদেশ রহিল, যে তিনি ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণের পর দেশ বিজয় দুরাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন করিবেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া লর্ড লেককে এই মর্ম্মে এক পত্র

লিখিলেন যে সিন্ধিয়াকে দিল্লী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দাও এবং হোল্‌কার শান্তভাব ধারণ করিলে তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক সমস্ত স্থান প্রত্যর্পণ কর। লর্ড লেক ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং এ সকল কথাবার্ত্তা প্রকাশ না করিয়া সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। হোলকার ১৫০০০ সৈন্য লইয়া শিখগণের সাহায্য পাইবার আশায় পঞ্জাব গমন করিযাছিলেন; কিন্তু তথায় সাহায্য না পাইয়া অগত্যা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন কালীন গাজীপুরে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে কৌন্সিলের সিনিয়র মেম্বর সার্ জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরল হয়েন। সার জর্জ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়েন। দেশীয় রাজগণ যতক্ষণ ইংরাজের রাজত্ব আক্রমণ না করেন ততক্ষণ ইংরাজ সৈন্য দেশীয় রাজগণের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই করিতে পারিবেন না। দেশীয়গণের পরস্পর বিবাদে ইংরাজ কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই সংকীর্ণ নীতি অবলম্বন করায় দেশীয় রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া মধ্য ভারতের শান্তি স্থাপনেব ঘোরতর বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। জয়পুব রাজার সহিত ইংরেজেরা যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করায় হোলকার জয়পুররাজের নিকট ১৮ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লয়েন; এবং ইংরেজের পরমসুহৃদ বুন্দীরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। হোলকার আপন ভ্রাতৃগণের প্রাণনাশ করেন এবং খৃঃ ১৮১১ অব্দে উন্মাদ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে নিজামও আবার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া নূতন নূতন কল্পনা করিতে

থাকেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় তিনি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন।

এই সময়ে টিপু সুলতানের পুত্র পৌত্রগণ মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেল্লোর নগরে বাস করিতেছিলেন। ঐ নগরে তাঁহাদের রক্ষার্থ দুই রেজিমেণ্ট সিপাহী ও কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য থাকিত। সিপাহীদিগকে ঐ সময়ে নূতন প্রকারের টুপি ও পাগড়ি পরিবার আদেশ হয়। তাহাতে ইহারা অসন্তুষ্ট হয় এবং বোধ হয় টিপুর বংশীয়েরা তাহাদিগকে উত্তেজিত করে। তাহাতেই ১৮০৬ খৃঃ অব্দের ১০ই জুলাই সিপাহীরা মিউটানি করে এবং তাহাদের ইংরেজ আফিসরগণের প্রাণসংহার করে। কিন্তু জিলেসপী সাহেব অরুকডু হইতে ইংরাজ রেজিমেণ্ট লইয়া উপস্থিত হইলে মিউটিনি শেষ হইয়া যায়। টিপুর বংশধরগণ কলিকাতায় আনীত হন। লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভরতবর্ষে আগমন করিলে সার জর্জ বার্লো সাহেব মান্দ্রাজে গবর্ণর হইয়া যান।

লর্ডমিণ্টো—১৮০৭-১৮১৩

লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ মত ভারতীয় রাজগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত করায় তিনি জেনেরল মাক্রিণ্ডেলকে তথায় পাঠাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কালঞ্জর দুর্গ ইংরাজের হস্তগত হয়। এই সময়ে নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি ফ্রান্স দেশের সম্রাট হইয়া সমস্ত ইয়ুরোপে ঘোর

বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবী জয় করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইংরাজেরাই তাঁহার পরমশত্রু ছিলেন। তিনি এই সময়ে পারস্যদেশে দূত প্রেরণ করায় লর্ড মিণ্টো পারস্য, আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে দূত প্রেরণ করিয়া এই সকল দেশীয় রাজগণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী শিখরাজ্যগুলি রণজিতের ভয়ে ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে লর্ড মিণ্টো তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যশোবন্ত রাও হোলকারের উন্মাদাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে দুইটী দল হয়। একদল মহারাষ্ট্রীয় ও আর একদল পাঠান। আমীর খাঁ পাঠান দলের নেতা ছিলেন। তিনিই হোলকারের রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠেন এবং অন্যান্য দুর্ব্বল রাজগণকে বিহতবিধ্বস্ত করিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যও স্থাপন করেন। তিনি এক্ষণে প্রবল হইয়া জয়পুররাজকে আক্রমণ করায় লর্ড মিণ্টো সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যা-বৃত্ত হইতে বাধ্য করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ স্মরণ করিয়া আমীর খাঁকে একেবারে দমন করিতে পারেন নাই। কোলাপুর ও সাবন্তবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ বহুকাল অবধি ভারত মহা-সাগরের জলদস্যুবৃত্তি করিয়া বহুতর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ইহাতে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইত। লর্ড মিণ্টো বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইঁহাদের জলদস্যুতা নিবারণ করেন। এই সময়ে পোর্টুগাল ও হলণ্ড নেপোলিয়ানের ফরাসীস সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এজন্য এসিয়ায় পোর্টুগীজ ও ওলন্দাজগণের অধিকৃত যত স্থান ছিল তাহা নেপোলিয়ানের অধীন হয়। কিন্তু

লর্ড মিণ্টো দেখিলেন, প্রবল শত্রুর হস্তে এই সকল স্থান থাকিলে, ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয় রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। এই জন্য, তিনি এক এক করিয়া পোর্টুগীজদিগের অধিকৃত গোয়া, দিউ, দমন প্রভৃতি, ওলন্দাজাধিকৃত চুঁচুড়া যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান এবং ফরাসীদিগের অধিকৃত পটুঞ্চেরী মরিচ দ্বীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া রাখেন।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সকল ব্যাপারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও লর্ড মিণ্টো রাজকার্য্যে কখন অমনোযোগ করেন নাই। বাঙ্গালা-দেশে তখন ডাকাইতের ভয় বড়ই অধিক ছিল। ইতিহাসলেখক মিল সাহেব বলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তই এই সকল ডাকাইতির কারণ। তাঁহার মত এই যে, জমীদারেরা চিরস্থায়ী স্বত্ব পাইয়াই প্রজাগণের স্বত্বউচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনেক প্রজা ডাকাইতের দল বাঁধে। একথার কিছু সত্য হইতে পারে। কিন্তু যখন রাজপরিবর্ত্তন ঘটে, তখন দেশে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। বিশেষ ইংরাজরাজ বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার জন্যই বিশেষ চেষ্টা করিতেন। দেশীয় রীতি-নীতি জাতিগত ধর্ম্মগত বিশেষ নিয়মাবলী অবগত না থাকায় আভ্যন্তরিক শান্তি স্থাপন বিষয়ে তাঁহারা তত চেষ্টাও করিতে পারিতেন না এবং করিলেও কৃতকার্য্য হইতেন না। ২৫ টাকা বেতনের দারোগার হস্তেই দেশ রক্ষার ভার থাকিত। প্রবলে দারোগাকে মানিত না। দারোগা দুর্ব্বলের যম ছিলেন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে ইংরাজরাজের অধিক দেনা হয় নাই। তিনি পুরাণ দেনার সুদের হার কমাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের সময় বলিয়া যান, পিণ্ডারী

ভিন্ন আর কাহারও সহিত সত্বর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নাই।

মারকুইস অব্ হেষ্টিংস।

কিন্তু লর্ড মিণ্টোর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না। মাবকুইস অব্ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, নেপালের গোরখারাজ ইংরেজরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। গোরখারা হিমালয় প্রদেশীয় প্রায় সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল পুলিস সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইংরাজরাজ্যে গোরখাদিগের অধিকৃত ভুটওয়াল ও শিবরাজ নামক স্থান পুনরধিকার করিয়া লইলেন। নেপালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মারকুইস অব্ হেষ্টিংস এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি চারিদল ইংরাজ সৈন্য নেপালাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। জেনেরল অক্টারলোনি সাহেব পশ্চিম হইতে এবং যবদ্বীপ বিজয়ী জিলেস্পী সাহেব পূর্ব্বদিক হইতে নেপাল আক্রমণ করিলেন; ১৮১৪। জেনেরল উড ও জেনেরল মার্লি মধ্যভাগে কাটামুণ্ড আক্রমণার্থ প্রেরিত হইলেন। জিলেস্পি সাহেবের সহিত ৩৫০০ সৈন্য থাকিলেও প্রথম যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী জেনেরল মানবী সাহেব কালুন্গা দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়া আইসেন। দুর্গের মধ্যে কেবল মাত্র ৬০০ নেপালী রক্ষী সৈন্য ছিল। বুন্দেলখণ্ড বিজয়ী জেনেরল মাটিণ্ডেল সাহেব জিথুক নামক দুর্গের নিকট প্রাণত্যাগ করেন।

জেনেরল অক্টারলোনিও বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। নেপালের প্রসিদ্ধ সেনানী অমরসিংহ থাপ্পা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। জেনেরল মার্লি এই যুদ্ধে পিছু হঠিয়া পড়েন এবং রাত্রিযোগে সৈন্যশিবির ত্যাগ করিয়া দানাপুরে প্রস্থান করেন। জেনেরল উডও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎবর্ত্তী হন। এই বৎসরের যুদ্ধে ইংরাজেরা অত্যন্ত অপযশোভাগী হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের বিপৎপাত দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া হোলকার, সিন্ধিয়া, পেশোয়া ও রণজিৎ সিংহ সকলেই আপন আপন রাজ্যের ইংরাজাধিকৃত প্রান্তদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ইংরাজেরা মান্দ্রাজ সৈন্য উত্তরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বোম্বাই সৈন্য গুজরাটে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালার সৈন্য প্রায় দ্বিগুণিত হইল।

১৮১৫ খৃঃ অব্দের প্রথমেই অক্টারলোনি মালৌন দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। আলমোড়া ইংরাজহস্তে পতিত হইল। রাজ্যের একঅংশ ইংরাজ হস্তে পতিত দেখিয়া গোরখা দরবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। কিন্তু এমন সময়ে মালৌন দুর্গরক্ষক অমরসিংহ ও তাঁহার পুত্রগণ কাটামুণ্ডু উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে দিলেন না। জেনেরল অক্টর-লোনি গোরখা যুদ্ধের নেতা হইলেন। তাঁহার অধীনে ১৭০০০ সৈন্য নিযুক্ত হইল। তিনি বেহার অঞ্চল হইতে একেবারে কাটামুণ্ডু দখল করিতে মনস্থ করিলেন। প্রকাশ্য পথটী সুরক্ষিত দেখিয়া তিনি একটী গোপন পথে নেপাল প্রবেশ করিলেন এবং মুকবন পুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন। মুকবনপুরের দুর্গ অধিকৃত হইলে নেপাল দরবার আর যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব

করিলেন। ইংরাজেরা কমায়ুন ও গড়োয়াল নামক দুইটী পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকার লাভ করিলেন। নেপালীরা যে কোন ভারতবর্ষীয় রাজার সহিত মিলিত হইয়া কোন ওরূপ গোলযোগ করিবেন তাহার আর যো রহিল না। মারকুইস অব্ হেষ্টিংসের সময় যে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারীর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

লর্ড আমহার্ষ্ট।

১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মারকুইস অব্ হেষ্টিংস ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর আদাম সাহেব কয়েক মাসের জন্য গবর্ণব জেনেরল হয়েন। কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত অযশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি একজন সংবাদ পত্রের সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেন ও তাঁহার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অন্যতম রাজমন্ত্রী ক্যানিং সাহেব গবর্ণর জেনেরল মনোনীত হয়েন। কিন্তু তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করায় লর্ড আমহার্ষ্ট তৎপদে নিযুক্ত হন।

লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন বর্ম্মার রাজা আসাম অধিকার করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা দাবী করিয়া বসিয়া আছেন এবং বলপূর্ব্বক সাপুর নামক দ্বীপটী অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সাপুর অল্পেই পুনরধিকৃত হইল। কিন্তু বর্ম্মা-

রাজ তাঁহার প্রধান সেনাপতি মহাবান্দালাকে এক জোড়া সোণার শিকলী দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, গবর্ণর জেনেরলকে ইহাতে করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিও। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থা। লর্ড হেষ্টিংস দশ কোটী টাকা জমাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দুইকোটী টাকা রাজকোষে জমা হইত। কিন্তু বর্ম্মা যুদ্ধ এক হিসাবে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। বর্ম্মা যাইতে হইলে নিবিড় অস্বাস্থ্যকর জঙ্গল দুর্গম অজ্ঞাত পর্ব্বত ও নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এজন্য জাহাজে ইরাবতীর মুখস্থিত রেঙ্গুন নগর অধিকার করিয়া নদী-যোগে উত্তর মুখে যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু ইহাতেও বড় গোল। রেঙ্গুনে ভাল খাবার মিলে না এবং ঘোরতর বর্ষায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। যাহা হউক সার আর্চ্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেব মান্দ্রাজ হইতে যাইয়া অল্পায়াসেই রেঙ্গুন ও মার্টাবান অধিকার করি-লেন। সেনাপতি রিচার্ড সাহেব আসাম অধিকার করিলেন। বর্ম্মার সেনাপতি মহাবান্দালা আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রেঙ্গুনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহোদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডোনাবিউ নামক স্থানে তাঁহার সৈন্য পরাজিত হইল এবং তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে সন্ধির কথা হইল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া বর্ম্মার রাজা সন্ধি করিলেন না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইংরেজদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হইল, এবং পীড়ায় ও অনাহারে অনেক ইংরাজ সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হইল। সিপাহীরা বর্ম্মার যুদ্ধের নাম শুনিলে ভীত হইত। এই সময়ে তিনটী সিপাহী রেজিমেণ্ট বর্ম্মায় যাইতে অস্বীকার

করায় মিউটিনি করে। ইংরাজরাজের ক্ষিপ্রকারিতা গুণে মিউটিনি উপশমিত হয়। কিন্তু বারাকপুরে আনিয়া একটি রেজিমেণ্টের সিপাহীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হয়।

বর্ম্মাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে সার আর্চ্চিবল্ড ইরাবতী বাহিয়া জান্দাবু নগরে উপস্থিত হয়েন। তখন ভীত হইয়া বর্ম্মাধিপতি সন্ধি প্রার্থনা করেন। এই সন্ধিতে ইংরেজ আসাম আরাকান ও তেনাসরিম প্রদেশত্রয় প্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক কোটী টাকা লাভ করেন। ১৮২৬।

দেশীয় লোকের সংস্কার ছিল, যে বর্ম্মারা যাদু জানে। তাহারা মন্ত্রের বলে ইংরেজদিগকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে ; পা উঠাইতে দিতেছে না। যে ইংরেজ চারিমাসে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দর্পচূর্ণ করে, সেই ইংরাজ দুই বৎসরে বর্ম্মার কিছুই করিতে পারিল না। এই সকল কথা লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় বিষম আন্দোলন হইতে লাগিল। লোকের সংস্কার ছিল, ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য, তাই ভরতপুরের নাবালগ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র দুর্জ্জনশাল আপনি রাজা হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকল্প করিলেন। দেশীয় রাজগণ গোপনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কম্বর মিয়ার তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অন্য উপায়ে ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি বারুদে দুর্গের এক অংশ উড়াইয়া দিলেন এবং সেই ভগ্ন অংশে দুর্গ প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। নাবালগ রাজা আবার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন এবং দুর্জ্জনশাল বন্দীভাবে কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮২৬।

এই সময়ে লর্ড আমহার্ষ্টের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া সিমলায় উপস্থিত হন ১৮২৬। এই হইতেই সিমলা গ্রীষ্মকালে গবর্ণর জেনেরলের আবাস স্থান হইয়া উঠে। এই বৎসর ভ্রমণকালে লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীর বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেন, যে, ইংরাজেরাই দেশের প্রকৃত রাজা। তিনি উঁহাদের বৃত্তিভোগী মাত্র।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট স্বদেশে প্রতিগমন করিলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আই-সেন। তিনি সাতবৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে দুইটী ক্ষুদ্র দেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতে হয়। একটীর নাম কাছাড়, অপরটীর নাম কুর্গ। কাছাড়ের প্রজারা ইংরাজদিগকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলে এবং কুর্গের রাজা অনেকগুলি খুন করায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা আবশ্যক হয়। মহীসুরের রাজা ১৮১১ খৃঃ অব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে পেন্‌সন্ দিয়া আবার তাঁহার রাজত্ব ইংরেজ কমিসনারগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। এই কয়েকটী ব্যাপার ভিন্ন লর্ড বেণ্টিঙ্ক দেশীয় রাজগণের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ

করিতেন না। ভূপাল, জয়পুর ও গোয়ালিয়রে নাবালগ রাজগণের অভিভাবকতা লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটে কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিত। কোন বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই। তিনিও অতি শান্ত ও উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি প্রজাগণের মঙ্গল চিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে অনেক রমণী তাঁহার জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দেন। রাজপুতগণ কন্যার বিবাহে উপযুক্ত বর পাইতেন না বলিয়া, কন্যা জন্মিবামাত্র লবণ খাওয়াইয়া তাহার প্রাণসংহার করিতেন। এই জঘন্য প্রথাও লর্ড বেণ্টিঙ্ক উঠাইয়া দেন। উহা ইংরাজরাজত্বে আর হইতে পারেনা। উত্তবসরকার প্রদেশে গোন্দগণ পৃথিবী দেবীর তৃপ্তির জন্য কতকগুলি বালক বালিকা হত্যা করিয়া তাহাদের রক্ত দ্বারা তাঁহার পূজা করিত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন। কিন্তু গোন্দেরা তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হয়। অনেক কষ্টে তাহাদের বিদ্রোহ দমন হয়। অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে সুশিক্ষা দিয়া, সুনিয়মে শাসন করিয়া, সভ্য করার জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজমীরের নিকটবর্ত্তী মাইরোয়ারার মাইরগণ, কোল ও গোন্দগণ তাঁহার সুশাসনে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষাদেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সময়ে বিশেষ আন্দোলন হয়। অনেকে বলেন, উহাদিগকে সংস্কৃত ও আরবী

পারসী শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন, উহা-দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দেও। অনেকে আবার এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় ভাষায় তাহাদের শিক্ষা দিতে পরামর্শ দেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইহাঁদের সকলেরই যুক্তিপরম্পরা শ্রবণ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াই আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং তাহারই জন্য বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহার রাজত্বকালে যে সুশিক্ষার বীজ রোপণ হয়, আমরা এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।

তাঁহারই সময়ে কর্ণেল শ্লীমান ঠগীদিগের দৌরাত্ম্যের কথা সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন এবং তন্নিবারণার্থ ঠগী ও ডাকাইতি বিভাগ স্থাপিত হয়। ঠগীরা পথিক দিগকে ভুলাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিত ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইত। বাঙ্গালায় ডাকাইতির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কই ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে যে সকল লাখেরাজ ভূমির দলিল দস্তাবেজ ছিল না তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হয়। যাহারা বাদসাহী বা অন্যরূপ সনন্দ দেখাইতে পারিল, তাহাদের লাখেরাজ অক্ষুণ্ণ রহিল ; যাহারা পারিল না, তাহাদের সঙ্গে প্রচলিত হারে বন্দোবস্ত হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় দেশীয় লোকের জন্য রাজসরকারে কেবল মাত্র দারোগা গিরি ও মুন্সেফী মাত্র চাকরী নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাতে সমস্ত দেশস্থ লোকেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

বিশেষ উচ্চ বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্যও সুচারু-রূপে সমাধা হইত না। কার্য্য অধিক হইত; লোক অল্প ছিল। এজন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক দেশীয়দিগের উচ্চতর কর্ম্মপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। ডিরেক্টরেরাও তাঁহার একার্য্যে অনুমোদন করেন। এপর্য্যন্ত দেশীয় আদালত সমূহে পারস্য ভাষায়ই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক পারস্যের পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার সময়েই মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয়; এবং হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃকসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবার যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত করা হয়।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী যে চার্টর প্রাপ্ত হন তাহাতে ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচাটিয়া ব্যবসায় উঠিয়া যায়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের চার্টরে চীনের সহিত এক চাটিয়া ব্যবসায়ও উঠিয়া যায়। ঐ অব্দে তাঁহারা আর ২০ বৎসরের জন্য চার্টর পান। উহাঁরা আর কুড়িবৎসরের জন্য দেশশাসক মাত্র নিযুক্ত হন। ইউ-রোপীয়েরা এদেশে ভূসম্পত্তি উপার্জ্জনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। দেশীয়েরা সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যেই প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই চার্টরের দ্বারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল একটী নূতন প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়। সার চার্লস মেটকাফ তাহার গবর্ণর নিযুক্ত হন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন কাল সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং সার চার্লস মেটকাফ কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনেরল হয়েন। তাঁহারই অধিকারকালে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। কি দেশীয়, কি ইউ-রোপীয়, সমস্ত ভারত বাসীই এই ব্যাপারে তাঁহার সুখ্যাতি করে।

কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা এই ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার প্রেসিডেন্সি একটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরীতে পরিণত হয় এবং তিনি ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

লর্ড অকলাণ্ড।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি প্রথমে আসিয়াই একটী নূতন আইন পাশ করেন। তাহাতে ইউরোপীয়দিগেরও দেওয়ানী মোকদ্দমা দেশীয় বিচারকের নিকট রূজু করিতে হইবে এই নিয়ম হয়। ইহাতে ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এই আইনকে তাঁহারা "ব্লাক আকট" নাম প্রদান করেন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার রাজা নাসীর উদ্দীন হাইদারের মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার লইয়া লক্ষ্মৌয়ে বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটে। বেগম সাহেব যথার্থ উত্তরাধিকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া একটী বালককে রাজাসন প্রদা ন করেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট বেগমকে কারারুদ্ধ করিয়া নাসির উদ্দৌলাকে রাজাসন প্রদান করেন। নূতন রাজা নূতন সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন। সেতারার রাজা প্রতাপ শিব নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সেতারার সিংহাসন প্রদান করা হয়।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে রণজিৎ সিংহ আফগানপতি দোস্ত মহম্মদের হস্ত হইতে পেশোয়ার অধিকার করিয়া লন। দোস্ত

মহম্মদ বারম্বার চেষ্টা করিয়াও পেশোয়ার পুনরধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি গবর্ণর জেনেরলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। রণজিৎ সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে ইংরেজেরা বিবাদ মিটাইয়া দেন।

দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ার হারাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইংরেজের সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে লর্ড আকলাণ্ড বাণিজ্য সম্বন্ধে সন্ধি করিবার জন্য কাবুলে দূত প্রেরণ করায় দোস্ত মহম্মদ মনে করিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু দূত যখন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কোন কথা কহিতে তাঁহার অধিকার নাই, তখন দোস্ত মহম্মদ কাউণ্ট বিকোবিচ নামক রুসীয় দূতের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দোস্ত জানিতেন, ভারতবর্ষে কতকগুলি লোক রুসিয়ার ভয়ে অস্থির। ইংরেজ দূত বার্ণস সাহেবও এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, যে মধ্য এসিয়ায় রুস যাহাতে পসার করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। লর্ড অকলাণ্ড ও তদনুসারে রণজিৎ সিংহ ও সাহসুজার সহিত সন্ধি করিলেন। সাহসুজা আমেদ সাহ আবদালীর বংশধর ও কাবুল রাজ্যের প্রকৃতউত্তরাধিকারী। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে কাবুল হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও শিখেরা সমবেত হইয়া আবার সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিবেন স্থির করিলেন। যখন এই সকল বন্দোবস্ত হইতেছে সেই সময়ে রুসিয়ার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া পারস্যরাজ হিরাট আক্রমণ করেন। কিন্তু একজন ইংরাজ পর্য্যটকের উদ্যমে ও

চেষ্টায় হিরাট রক্ষা হয়। পারস্যে ইংরেজদূতের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বোম্বাই হইতে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পারস্য উপসাগরে প্রেরিত হয়। ইহার ফল এই হয়, যে, পারস্যরাজ আর কখন হিরাট আক্রমণ করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সিমলা হইতে কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়। এই যুদ্ধ ঘোষণায় ইংলণ্ডের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ লোক অনেকেই অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। লর্ড অকলাণ্ড রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফিরোজপুরে ইংরাজ সৈন্য সুসজ্জিত হয়। সার উইলোবি কটন সাহেব সেনাপতি নিযুক্ত হন। বাঙ্গালা ও বোম্বাই হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়। বোম্বাইসৈন্য যাহাতে সিন্ধু-দেশের মধ্য দিয়া না যাইতে পারে, আমীরেরা সে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বিফল হইয়া, ইংরেজদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। বক্কর দুর্গ ইংরাজ হস্তে সমর্পিত হয়। সমবেত ইংরেজ সেনা বোলান পাসের ভিতর দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। ১৮৩৯ সালের মে মাসে সাহসুজা কান্দাহারে প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক হয়। জুন মাসের শেষ ভাগে ইংরেজ সৈন্য কান্দাহার হইতে কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করে। পথে গজনী। ইংরজেরা গজনী অবেরাধ করিয়া অধিকার করিয়া লন। তথায় সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিয়া ইংরেজ সেনা কাবুলাভিমুখে গমন করিতে থাকে। ওদিকে কর্ণেল ওয়েড ইংরেজ ও শিখ সৈন্য সঙ্গে লইয়া খাইব'র পাসের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। দোস্ত মহম্মদ ভীত হইয়া ইংরেজ শিবিরে দুত প্রেরণ করিয়া সাহসুজাকে রাজ্য

বলিয়া স্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় দোস্ত কাবুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সাহসুজা কাবুল প্রবেশ করিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই বোম্বাই সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। ফিরিয়া যাইবার সময় উহারা খেলাত অধিকার করে।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৭ শে জুন রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের সন্ধির পর তিনি ইংরেজদিগের সহিত কখনও বিবাদ করেন নাই। দুই জন ফরাসী সেনাপতির অধীনে তিনি প্রায় ৮০০০০ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর ও লাদাক অধিকার করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজেরা প্রতিবাদী না হইলে তিনি সিন্ধুদেশ ও চীনের অনেক অংশ অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন। যাহা হউক তাঁহার মৃত্যুর সময়ে পঞ্জাব একটী সুগঠিত রাজ্য ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে একটীও উপযুক্ত লোক হয় নাই। হইলেও ৭।৮ বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল বড়লোকগুলিই গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। তাহাতে শিখরাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১৮৪০ খৃঃ অব্দ হইতেই শিখেরা কি করে, এই বিষয় লইয়া ইংরেজদিগের বড়ই উৎকণ্ঠা হয়।

বোম্বাই সৈন্য চলিয়া গেলে বঙ্গীয় সৈন্যের কিযদংশও আফগানিস্থান পরিত্যাগ করে। সার উইলিয়ম ম্যাকনটন সাহেব কাবুলে ইংরেজের দূত স্বরূপ অবস্থান করেন। সাহসুজা বালাহিসারে বাজপ্রাসাদ স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ইংরেজেরা ঐ স্থান হইতে অবতরণ করিয়া নিম্ন সমতল ভূতিমে

শিবির সংস্থাপন করেন, নগরবাসীদিগের সহিত ও অমনিই গোলযোগ হইতে আরম্ভ হয়। দোস্ত মহম্মদ কাবুল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন এবং পরিশেষে ইংরেজহস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। তাঁহাকে সসম্মানে ভারতবর্ষে আনয়ন করত তাঁহার ভরণ পোষণার্থ প্রচুর বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু দোস্ত মহম্মদের নির্ব্বাসনে আফগানিস্থানের গোলযোগ বাড়িল বই কমিল না, নানাস্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। সাহসুজাকে আফ্‌গানিস্থানেব লোকে দেখিতে পারিত না। ইংরেজেরা তাঁহার সহায়, সুতরাং ইংরেজেরাও ইহাদের বিষনয়নে পতিত হইল। সার আলেকজান্দার বর্ণসের উপর তাহাদের রাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। ১৮৪১ সালের ১লা নবেম্বর আফগান সরদারেরা কাবুলে গোপনে সভা করিয়া বার্ণসের বাটী আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করে ও তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। বর্ণেসের প্রাণ নাশ হয়। এই অত্যাচারের শাস্তি বিধান হইল না। বরফ পড়িয়া পথবন্ধ হইয়া যাওয়ায় জেনেরল নট কান্দাহার হইতে কাবুলে আসিতে পরিলেন না। সার রবার্ট সেল জেলালাবাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কাবুলে বিদ্রোহীদের দল পুষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজ শিবিরে রসদের অভাব হইয়া উঠিল। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্র আকবর বিদ্রোহী দিগের নেতা হইলেন। সার উইলিয়ম মাকনটন সাহেব আকবরের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, দোস্ত মহম্মদ ফিরিয়া আসিয়া কাবুলে আমীর হইবেন, আর ইংরেজ ও সাহসুজা নির্ব্বিঘ্নে হিন্দুস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন। আকবর নিজে উঁহাদিগকে আফগানিস্থানের সীমা পার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংরেজরাজ দূত

এইরূপ সন্ধি করিয়াও খিলিজি ও বারকাজাইগণের সহিত গোপনে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একদিন আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। তখনও ১৫০০০ ইংরেজ সৈন্য কাবুলে ছিল, তাহারা অনায়াসেই দুরাত্মাদিগের শাস্তিবিধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া ইংরেজ প্রধানগণ বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। সমস্ত টাকাকড়ি ও কামানগুলি উহাদিগকে প্রদান করিলেন। ১৮৪২ সালের ৬ই জানুয়ারী ইংরেজসৈন্য ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে বরফ পড়িয়া ছিল, তাহাতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিল। আফগানেরা চারিদিক হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতেও অনেকে মারা গেল। যাঁহারা প্রতিভূ স্বরূপ আকবরের শিবিরে ছিলেন, তাঁহারাই কেবল বাঁচিয়া গেলেন। অবশিষ্ট সকলেই মরিয়া গেল। কেবল একজন মাত্র ইংরেজ এই দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ লইয়া জেলালাবাদে পহুছিয়াছিলেন। কাবুলস্থ ইংরেজ সৈন্য ইংরেজরাজপুরুষদিগের বুদ্ধির দোষে এইরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও কান্দাহারে নট সাহেব ও জেলালাবাদে শেল সাহেব বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্যের এরূপ ঘোর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াও লর্ড অকলাণ্ড ইহাদের উদ্ধারের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন লর্ড অকলাণ্ড ভগ্নশরীরে, ভগ্নহৃদয়ে, মৃতকল্প ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

লর্ড এলেনবরা।

লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই, ১৮৪২ সালের প্রথমেই, জেনেরল পলককে কাবুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। আফগানিস্থানের ইংরেজদিগকে উদ্ধার করিয়া বিদ্রোহীদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া আফগানিস্থানে ইংরাজের শৌর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, এই তাঁহার প্রতি আদেশ রহিল। তিনি ত্বরিতগতিতে খাইবার পাসের মধ্য দিয়া গিয়া প্রথমেই আলি মসজিদ অধিকার করিয়া লইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে জেলালাবাদে উপস্থিত হইয়া শেল সাহেবকে অবরোধ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন উভয়ে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী দুর্গগুলি ভূমিসাৎ করত দেশের কিয়দংশ আপনার বশে আনয়ন করিলেন।

জেনেরল ইংলণ্ডসাহেবও বোলানপাসের মধ্য দিয়া অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদির পর কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া জেনেরল নটের সাহায্য করিলেন। তখন জেলালাবাদ হইতে পলক ও শেল এবং কান্দাহার হইতে নট ও ইংলণ্ড কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে কাবুল অধিকার করিয়া লইলেন। বিদ্রোহীরা ইতিপূর্ব্বে সাহসুজার প্রাণবধ করিয়াছিল। আকবর খাঁ এক্ষণে কাবুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কাবুলে উপস্থিত হইয়াও ইংরেজবন্দী-দিগকে উদ্ধার করিতে ইংরেজ সেনাপতিগণের বিশেষ কষ্ট

পাইতে হইয়াছিল। যাহাহউক উঁহারাও ক্রমে আসিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজেরা কাবুলের বাজারটী ধ্বংস করিয়া গজনীর দুর্গটী সমভূম করিয়া এবং বিদ্রোহীদিগের শাস্তিবিধান করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরেজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল। দোস্তমহম্মদ কাবুলে ফিরিয়া গেলেন।

কাবুল যুদ্ধের সময় সিন্ধুর বেলুচ আমীরেরা ইংরেজদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজদিগের সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপকরণাদি পাঠাইবার সময় কোন বাধা বা বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। সিন্ধুর আমীরদিগের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন এলাকা ছিল। কেবল একজনের মাথায় পাগড়ী থাকিত, তিনিই তাঁহাদের প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। যুদ্ধের পর রেসিডেণ্ট মেজর আউটরাম দুই একজন আমীরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরা এই রিপোর্ট তদন্তের ভার সার চার্লস নেপিয়রের হস্তে প্রদান করেন। নেপিয়র একেবারে সমস্ত আমীরগণকে দোষী স্থির করেন। তিনি বলেন তাহারা সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিয়াছে। আমীরগণকে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূমি ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে হয়। সার চার্লস তাহাদের সহিত নানারূপে অসদ্ব্যবহার করেন। আমীরেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও সমস্ত সহ্য করেন। কিন্তু বেলুচেরা আমীরদিগের অবমাননা দর্শনে ব্যথিত হইয়া বিদ্রোহী হয় এবং রেসিডেণ্টের আবাসস্থান আক্রমণ করে। রেসিডেণ্ট ষ্টীমারে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। বেলুচদিগের সহিত সার চার্লসের মিয়ানি নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ৫০০০ বেলুচ নিহত হয়। তাহারা সম্মুখসমরে

প্রাণ দিয়াছিল। প্রাণ ভিক্ষা চাহে নাই; দিতে চাহিলেও গ্রহণ করে নাই। মিয়ানির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সারচার্লস হায়দরাবাদ অধিকার করেন ও আমীর দিগের চিরসঞ্চিত অর্থ গুলি লুণ্ঠন করেন। ডুব্বা নামক স্থানে বেলুচগণের সহিত আবার যুদ্ধ হয়; এযুদ্ধেও ইংরেজদিগের জয় হয়। (১৮৪৩)

সিন্ধুর আমীরদিগের সহিত অসদ্ব্যবহারে রেসিডেণ্ট মেজর আউটরাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরাও সার চার্লসের সকল কার্য্য ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পান নাই। এই অন্যায় যুদ্ধের সমস্ত দোষ সারচার্লস নেপিয়রের। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল সিন্ধুদেশ ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজের সিপাহীরা সিন্ধুদেশে যাইতে স্বীকার করিল না। বোম্বাইয়ের সিপাহীরা ঐ দেশরক্ষা করিল। অনেকে বলেন, সিপাহীযুদ্ধের এই খানেই সূত্রপাত হয়।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার মহিষী জঙ্কোজী নামক একটী বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ জঙ্কোজী কালগ্রাসে পতিত হন। ইংরাজেরা তাঁহার মহিষীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পোষ্যপুত্র গৃহীত হইলে, তাঁহার অভিভাবকতা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ বাধিয়া উঠে। মামাসাহেব ও দাদাসাহেব দুইজনে দুই দলের নেতা হইয়া উঠেন। ইংরেজেরা মামার পক্ষ অবলম্বন করেন। রাণী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদাকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। ইংরেজেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, দাদাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নহিলে রেসিডেণ্ট একেবারে গোয়ালিয়ার ত্যাগ করিয়া আসিবেন।

রেসিডেণ্ট গোয়ালিয়ার ত্যাগ করিলেন। দাদা সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, সিন্ধিয়ার রেজিমেণ্ট গুলি তাঁহার বশ হইল। ইংরেজেরা দেখিলেন, এরূপ লোকের হস্তে রাজকার্য্যের ভার থাকিলে ইংরেজের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধঘোষণা করিলেন, গবর্ণর জেনেরল নিজে আগরা হইতে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। রাণী তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যেরা তাঁহাকে আসিতে দিল না। মহারাজপুর ও পান্নেয়ার নামক দুই স্থানে ইংরেজের সহিত সিন্ধিয়ার সেনাদিগের যদ্ধ হয়। প্রত্যেক যুদ্ধেই সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ পরাভূত হয়। যুদ্ধাবসানে রাণী ও নাবালগ রাজা গবর্ণর জেনেরলের শিবিরে উপস্থিত হন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তদনুসারে এপর্য্যন্ত কার্য্য হয় নাই। গবর্ণর জেনেরল রাজ্যরক্ষার ভার লইয়া সেইমত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাণী ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গেল, ৩২টী মাত্র কামান তাঁহার রহিল। ইংরেজেরা ১০০০০ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন।

বারম্বার যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হওয়ায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেন-বরাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে গবর্ণর জেনেরল করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া অভিনিবেশ সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

এবং শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সত্বরই তাঁহাকে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল। শিখদিগের খালাসা সৈন্য ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। কেন খালাসা সৈন্য হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল, জানিতে হইলে রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর হইতে শিখদিগের ইতিহাস অবগত হওয়া আবশ্যক।

রণজিতের মৃত্যুর পর তৎপুত্র খড়্গসিংহ লাহোরে রাজা হয়েন। ১৮৪০ সালের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নেওনেহালসিংহ অত্যন্ত বীর ও রাজকার্য্যকুশল ছিলেন। কিন্তু পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে একটা ফটক ভাঙ্গিয়া পৃষ্ঠে পড়ায় তাহার মৃত্যু হয়। কিছুদিন বিবাদ বিসম্বাদের পর রণজিতের দ্বিতীয় পুত্র সের সিংহ রাজা হন। জম্বুর রাজারা তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই সময় হইতেই খালাসা সৈন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে। রাজপরিবারের মধ্যে এমন কি শিখসরদার দিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে উহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারে। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেরসিংহ, তৎপুত্র প্রতাপ সিংহ ও ধ্যানসিংহ, নিহত হন। যাহারা এই নিদারুণ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃবধের পরিশোধ লয়েন। কিন্তু তিনিও খালাসা সেখের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তখন খালাসা সৈন্য রণজিতের তৃতীয় পুত্র দলীপকে রাজাসন প্রদান করিয়া তাঁহার মাতা মহারাণী ঝিন্দনকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করে। কেহই প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ করিতে স্বীকার না করায়, রাণী আপনার প্রিয়পাত্র লালসিংহকে প্রধান

মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া খালাসা সৈন্য গণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য এই পরামর্শ স্থির হইল, যে উহাদিগকে ইংরেজরাজ্য অক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইবে। যদি উহারা হিন্দুস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও রাণী স্বরাজ্যে কর্ত্তা থাকিবেন। যদি না পারে, তোপে যদি উৎসন্ন হয়, তাহা হইলেও তিনি নিরাপদ হইবেন। এই দুষ্ট অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাণী ও লালসিংহ খালাসা সৈন্যগণকে শতদ্রু পার হইয়া ইংরেজ রাজ্য আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বর ফিরোজপুরের নিকটে আসিয়া ছাউনী করিল। ফিরোজপুরে তখন ইংরেজ দিগের ১০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। ফিরোজপুরের সেনাপতি সার জন লিটার সাহেব। কিন্তু তিনি শতদ্রু পার হইবার সময় শিখদিগকে বাধা দিবার প্রয়াস পান নাই। প্রধান সেনাপতি তৎকালে অম্বালায় ছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিনি সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিরোজ পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৫০ মাইল ছয়দিনে গমন করিয়া মুদকী নামক স্থানে শিখ সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজসৈন্য অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শিখদিগের ১৭টী কামান ইংরাজহস্তে পতিত হইল ও শিখেরা হটিয়া পড়িল। শিখদিগের অধিকাংশ সৈন্য ফিরোজ সহর নামকস্থানে শিবির সন্নিবেশ ও গড়খাই করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। স্যারজন লিটার ফিরোজপুর হইতে ৫০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রাত্রিতে কোথাও ইংরেজেরা অগ্রসর হইয়া শিখদিগের মধ্যে পড়িয়াছেন;

কোথাও শিখেরা অগ্রসর হইয়া ইংরেজদিগের মধ্যে পড়িয়াছে। উভয় পক্ষেই সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হইল, তাহাতে আবার ইংরেজ সৈন্যের অনেকে জলটুকু পর্য্যন্ত পায় নাই। রাত্রে বরফ পড়িতে লাগিল। কষ্টের একশেষ হইল। প্রাতে গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং ও সার হিউ্গফ প্রধান সেনাপতি সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিয়া শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। এই সময়ে তেজসিংহ ২০০০০ অশ্বারোহী শিখসৈন্য লইয়া শতদ্রু নদী হইতে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ শিবিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধাদি না করিয়াই প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের বিস্তর লোক মরিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক শিখ কালগ্রাসে পতিত হয়। শিখদিগের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। খালাসা সৈন্য অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া লালসিংহের শিবির লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

ইংরেজদিগের কামান ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ দিল্লী হইতে আসিয়া না পঁহুছায় ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়াও শিখ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবমান হইতে পারিলেন না। ইংরেজেরা ভয় পাইয়াছে বিবেচনা করিয়া অনেক শিখ শতদ্রু পার হইয়া যোদ্ধৃবর্গের সহিত মিলিত হইল, ইংরেজেরাও যুদ্ধোপকরণ আসিয়া পঁহুছিলে আলিওয়াল নামক স্থানে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাভূত করিল। অনেক শিখ পলায়ন করিয়া শতদ্রু নদী পার হইয়া গেল।

এই সময় গোলাবসিংহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরলের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিলেন, খালাসা সৈন্য কর্ম্মচ্যুত না হইলে সন্ধি হইবে না।

গোলাব সিংহ দেখিলেন, তাহা অসম্ভব। সুতরাং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শতদ্রুর পূর্ব্বতীরে সোব্রাওন নামক স্থানে,শিখ সৈন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, পশ্চাতে একটী দীর্ঘ নৌসেতু তাহাদের পলায়ন পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল। ইংরেজের কামানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল, শিখেরা পলায়ন করিল, ইংরেজের গোলাগুলিতে ১০০০০ শিখ সৈন্য ২ ঘণ্টার মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ইংরেজেরা অবিলম্বে শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের নিকট মিয়ান্মীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজা গোলাব সিংহ সন্ধি প্রস্তাব করিলে ইংরেজেরা শতদ্রু ও বিপাশানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ ইংরেজ-রাজভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটী টাকা লইলেন। সমস্ত টাকা নগদ উপস্থিত না থাকায় পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ গোলাব সিংহকে বিক্রয় করিয়া এক কোটী টাকা গ্রহণ করা হইল। যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। খালাসা সেনা ২০০০০ পদাতি ও ১২০০০ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইল। প্রকাশ্য দরবারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল। অমৃতসরে গোলাব সিংহের সহিত ও সন্ধি হইল। এক বৎসরের জন্য ইংরেজ সৈন্য লাহোরে থাকিয়া লাহোররাজ্য পুনর্গঠনে সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু এক বৎসর পার হইয়া গেলেও শিখ সরদারগণের প্রার্থনায় একদল ইংরেজ সৈন্য লাহোরে রহিল। তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা লাহোর দরবারকে দিতে হইল। ইংরেজের পরামর্শ মত কুমারের অভিভাবকবর্গের এক সমিতি গঠিত হইল। রেসিডেণ্ট তাহার সভাপতি হইলেন। কুমার যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত

না হন, ততদিন এই বন্দোবস্তে কার্য্য চলিবে, স্থিরীকৃত হইল। তিন বৎসর ভারত শাসন করিয়া ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন।

লর্ড ডালহাউসি।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দের প্রথমেই লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের কোন সংবাদই রাখিতেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়েই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের কার্য্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু তাঁহার আগমনের চারিমাস মধ্যেই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মূলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাহোর দরবারকে ১৮০,০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া পৈতৃক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম শিখ যুদ্ধের গোলযোগে সে টাকা দেন নাই। ইংরেজেরা লাহোর দরবারের কর্ত্তা হইয়া ঐ টাকা চাহিয়া পাঠান। মূলরাজ চাকরী ত্যাগ করেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট অন্য একজনকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দুইজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে মুলতানে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদের নাম আগ্নিউ ও আণ্ডারসন। ইঁহারা মুলতানে পঁহুছিলে মূলরাজ দুর্গ ইহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি তলেতলে বিদ্রোহী হইবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা আগ্নিউ ও আণ্ডারসনের

প্রাণবধ করিল। লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরণ করিতে বিস্তর বিলম্ব হইল। বিদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল।

এই সময়ে এডওয়ার্ডিস নামক একজন ইংরেজ দেরাজাত বিভাগে জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আগ্নিউ বিপদ্‌গ্রস্ত শুনিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুই তিনবার মূলরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, মূলরাজ মুলতানের দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। বহাবলপুরের নবাব এই সময়ে এডওয়ার্ডিসের বিস্তর সাহায্য করিযাছিলেন। যাহা হউক লাহোর হইতে সৈন্য ও কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উপস্থিত হইলে মুলতান অবরোধ করা হইল। ঠিক এই সময়েই মুলতানস্থ ইংরেজ পক্ষীয় শিখ সেনাপতি সেরসিংহ বিদ্রোহী হওয়ায় অবরোধ কার্য্য স্থগিত রহিল। সের সিংহ উত্তরাভিমুখে যাইয়া তাঁহার পিতা ছত্রসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। ছত্রসিংহ পূর্ব্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাণী ঝিন্দন সমস্ত শিখ সরদারগণকে এবং সমস্ত দেশীয় রাজগণকে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে ছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া ইংরেজেরা তাঁহাকে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। মহারাণীর প্রতি এই নিদারুণ ব্যবহারে ইংরেজদিগের প্রতি শিখদিগের আক্রোশ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল।

বোম্বাই হইতে কতকগুলি সৈন্য মুলতানে উপস্থিত হইলে অবরোধ কার্য্য আবার আরম্ভ হইল। মূলরাজ মুলতানকে দ্বিতীয় ভরতপুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের বাহু-বল ও ইংরেজের বিজ্ঞানের নিকট তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল, দৈবও তাঁহার বিরোধী হইলেন। হঠাৎ বারুদখানায়

আগুণ লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি করিল। ক্রমে বাহিরের, পরে ভিতরের দুর্গও অধিকৃত হইল। মূলরাজ ধৃত হইলেন। তাঁহার বিচার হইল। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

ছত্রসিংহ দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছিলেন, যে ইংরেজদিগকে লাহোর হইতে দূর করিতে পারিলে দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ারের রাজত্ব পাইবেন। তিনি এই লোভে পড়িয়া চিরশত্রু ছত্রসিংহের সহিত সন্ধি করেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ছত্রসিংহের পুত্র সের সিংহও মুলতান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন।

সেরসিংহ চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া ইংরেজদিগের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে নিবিড় জঙ্গল। লর্ড গফ না জানিয়া জঙ্গলের নিকটে শিবির সংস্থাপন করিলে শিখেরা তাঁহার উপর অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ দিগের অনেক লোক নিধন প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের অনেক ক্ষতি হয়। তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে। কিন্তু এরূপ জয় আর একবার হইলেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সের সিংহ এই যুদ্ধের পর, লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদি তিনি সতেজে লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া উঠিতে পারিতেন, তাঁহার বড়ই বাহাদুরী হইত। কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। লাভের মধ্যে চন্দ্রভাগার তীরস্থ দুর্গগুলি তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। লর্ড গফ যুদ্ধে কামান ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

শিখেরা বলিত কামান ব্যবহার না করিলে ইংরেজেরা তাঁহাদের কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিবে না। এই জন্য সকলেই লর্ড গফকে কামান ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন। বহুসংখ্যক কামান তাঁহার শিবিরে প্রেরিত হইল। সের সিংহ, ছত্রসিংহ ও আফগান সেনাপতি প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া গুজরাট নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। লর্ড গফ তথায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমেই কামান সমূহ ভীষণ অগ্নি উদ্গারণ করিতে লাগিল। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শিখদিগের কামানগুলি বন্ধ হইয়া গেল। তখন পদাতি সৈন্য আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কয়েক ঘণ্টার ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবেগে আক্রমণ করিল, তখন শিখগণ ছত্রভঙ্গ লইয়া গেল। ইংরেজেরা উহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলে, সকলে অস্ত্রত্যাগ করিল। তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল, বীরের ন্যায় পরাজয় স্বীকার করিয়া নুতন রাজার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। একদিনের জন্য কখন তাহারা অবিশ্বাসী হয় নাই।

১৮৪৯ সালের মার্চ্চ মাসের ঘোষণাপত্রের দ্বারা লাহোর দরবারের অধীনস্থ সমস্ত দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। দলীপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইল। তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করেন। নানারূপ পরিবর্ত্তনের পর অল্পদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় লর্ড ডালহৌসী মারকুইস উপাধি প্রাপ্ত হন এবং অনেকে অনেকরূপে পুরস্কার লাভ করেন।

এই সময়ে কেরোলী ও সেতারার রাজার মৃত্যু হয়। দুই

জনেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজরাজ বলিলেন, সেতারা রাজ্য আমাদের। আমরা যাঁহাকে দিয়াছিলাম তাঁহার ঔরসজাত সন্তান থাকিলে তাহাকেই দিতাম। কিন্তু দত্তক পুত্রকে দিব না। কেরোলী প্রাচীন রাজ্য, আমাদের দেওয়া নহে, অতএব ওখানে আমরা প্রাচীন প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিব না। বোর্ড অব ডিরেক্টর, বোর্ড অব কণ্ট্রোল ও গবর্ণর জেনেরল সকলে একমত হওয়ায় সেতারা ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু কেরোলী হইল না।

১৮২৬ সালের সন্ধির পর বর্ম্মার সহিত ইংরেজদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ হয় নাই। বর্ম্মার রাজা ইংরাজ রেসিডেণ্টকে অগ্রাহ্য করায় রেসিডেণ্ট চলিয়া আসেন। ইংরেজ বণিকগণকে বর্ম্মায় বড়ই সশঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে হইত। ১৮৫১ সালে ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। একজন রেসিডেণ্ট না থাকিলে আর চলিল না। গবর্ণর জেনেরল আবার রেসিডেণ্ট পাঠাইতেও সম্মত হইলেন না। রেঙ্গুনের শাসন কর্ত্তা ইংরেজদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করায় লর্ড ডালহাউসি তথায় কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। সে গবর্ণর বদলী হয়। নূতন গবর্ণর আরও উদ্ধত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ইংরেজের সঙ্গে দেখাই করিতেন না। যুদ্ধ জাহাজের অধ্যক্ষ লাম্বার্ট সাহেব রেঙ্গুনে জাহাজ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজার একখানি জাহাজ অধিকার করিয়া লইলেন। শাসনকর্ত্তা দুর্গ হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মার্টাবান অল্পকালমধ্যেই ইংরেজ

করকবলিত হইল। রেঙ্গুনও অধিকৃত হইল। বেসীন, প্রোম ইংরাজ হস্তে পতিত হইল। পেগু দীর্ঘ অবরোধের পর ইংরাজদিগকে দ্বার খুলিয়া দিল। সমস্ত দেশবাসিগণ আক্রমণকারীদিগকে বর্ম্মাদেশীয় দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইংরেজেরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। এই সকল ব্যাপারের পর ইংরাজেরা দেখিলেন রাজসৈন্য কেহই যুদ্ধ করিতেছে না। সুতরাং তাঁহারাও যুদ্ধবন্ধ করিলেন। যে সকল দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা ইংরেজসাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্য বিস্তার হইলে, ইংরেজেরা বড়ই বিপদগ্রস্ত হইবেন, বিশেষ বর্ম্মায় তাঁহাদের লাভ হইবে না। কিন্তু এ সকলই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসনের গুণে বর্ম্মার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বহুকাল অবধি হায়দরাবাদের নিজাম অপরিমিত ব্যয় করিয়া আপনার রাজকোষ শূন্য করিতেছিলেন। ইংরেজের যে সৈন্য তাঁহার দেশ রক্ষা করিত, তাহারা সকল সময় বেতন পাইত না। যাহারা নিজামকে টাকা ধার দিত, তাহাদিগকেই প্রদেশীয় রাজস্ব আদায় করিয়া শোধ করিয়া লইবার ভার দেওয়া হইত। ইহাতে দেশের মধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচার হইত। ক্রমে ইংরেজের নিজামের নিকট ৮০,০০,০০০ টাকা পাওনা হইল। ডিরেক্টরেরা ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য লর্ড ডালহাউসির উপরে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অনেক লেখালেখি ও বাদানুবাদের পর নিজাম ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বেরার নলদুর্গ ও রাইচর দোয়াব প্রদান করিলেন। সিপাহীযুদ্ধের সময়

নিজাম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করায় নলদুর্গ ও রাইচর দোয়াব নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, কিন্তু বেরার এখনও ইংরেজের হস্তে আছে।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে বাজীরাও পেশোয়ার মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজেরা তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে আর বৃত্তি দিলেন না। নানা অনেক চেষ্টা করিলেন, বিলাতে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় নবাবী উঠাইয়া দেওয়া হইল। দিল্লীর বাদসাহ বাহাদুর সাহ মরিলে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিকে দিল্লীর প্রাসাদ হইতে অন্যত্র বাসস্থান দিবার বন্দোবস্তের কথা উথাপিত করা হইল। ঝান্সীর ও নাগপুরের রাজা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের রাজ্যদুইটী ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। দত্তক পুত্রগণকে রাজ্যের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। নাগপুররাজের নিজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। যদিও ঐ বিক্রয় লব্ধ মূল্যের সুদ হইতে রাজপরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইল, বটে, কিন্তু দেশের লোকে রাজার নিজ সম্পত্তি গ্রহণ করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল।

অযোধ্যার নবাবেরা বরাবরই ইংরেজদিগের আশ্রিত ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনই ভাল করিয়া দেশশাসন করিতে পারেন নাই। শেষ রাজা ওয়াজিদ আলি সাহ আমোদ প্রমোদেই ব্যস্ত থাকিতেন; কখনও রাজকার্য্যে মনোযোগ করিতেন না। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক তাঁহাকে সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পত্র লিখিয়া যান। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, যে দুই বৎসরের

মধ্যে যদি সুশাসনের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে রাজ্য থাকা ভার হইবে। কিন্তু তাহাতেও রাজার চৈতন্য হইল না। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ডিরেক্টরেরা আজ্ঞা দিলেন অযোধ্যা ইংরেজরাজ্যভুক্ত হউক। লর্ড ডালহাউসি রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা পালন করিলেন। অযোধ্যা ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। রাজার নিজের আসবাবও বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা হইল। লোকে আরও অসন্তুষ্ট হইল। ওয়াজিদ আলি সাহ কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহাকে ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইল। এই সকল রাজ্য গ্রহণ করায় দেশের লোকের মনে একটা অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল।

লর্ড ডালহাউসির কার্য্য করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল। তাঁহার সপ্তবর্ষব্যাপী শাসনকালে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার উপরও তিনি দেশের উপকারের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যমে এদেশে রেলওয়ে বিস্তার আরম্ভ হয়। তাঁহারই উদ্যমে টেলিগ্রাফের তারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহারই উদ্যমে বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ হয়। তাঁহারই উদ্যমে দুই পয়সার টিকিটে সমস্ত ভারতবর্ষে চিটী বিলি হইতেছে। তাঁহারই উদ্যমে বড় বড় খাল কাটা আরম্ভ হয়। তিনিই এদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন করিয়া যান। এই সাত বৎসর গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও মন এতই খারাপ হইয়াছিল, যে ইংলণ্ডে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নূতন ইণ্ডিয়া বিল পাশ হয়; তাহাতে

বাঙ্গালা একটী স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরীতে পরিণত হয়। হ্যালিডে সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড ক্যানিং, লর্ড ডালহাউসির নিকট হইতে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কিছুতে যে সে শান্তি ভঙ্গ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। লর্ড ক্যানিং মনে করিযাছিলেন, লর্ড ডালহাউসি, ইংরাজী শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ বিস্তাব প্রভৃতি যে সকল দেশ হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়া যাইতেছেন, আমাকে তাহাই সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু অভূতপূর্ব্ব বিপদ আসিয়া তাঁহার সে শান্তির আশা ছিন্নমূল করিয়া দিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা চীন ও পারস্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, উভয় দেশেই ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য প্রেরিত হয় এবং উভয় স্থানেই ইংরাজেরা জয় লাভ করেন। পারস্য যুদ্ধে মেজর আউটরাম সেনাপতি ছিলেন এবং বোম্বাই প্রদেশের সিপাহীরা বিলক্ষণ শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে বার বার পরাজিত হওয়ায় ও দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদিগের সহিত সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, পারস্য

রাজ আর কখন আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিবেন না, বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসন কালের প্রধান ঘটনা, সিপাহী-বিদ্রোহ। বোম্বাইএর সিপাহীরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে যাইতে স্বীকার করিত। তাহারা রেজিমেণ্টে চাকরের কার্য্য করিত। কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশের সিপাহীরা ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে স্বীকার করিত না এবং আপনারা উচ্চবংশজাত বলিয়া গৌরব করিত ও চাকরের কার্য্য করিতে চাহিত না। সিন্ধুপ্রদেশে যুদ্ধের সময় বোম্বাই ও বাঙ্গালা হইতে সিপাহী উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই দুই প্রদেশীয় সিপাহী দিগের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছিল। সার চার্লস নেপিয়র বাঙ্গালার সিপাহীদিগের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কার হইয়াছিল, যে ইহারা শীঘ্রই মিউটিনি করিবে। এইজন্য ১৮৫০ খৃঃ অব্দে তিনি যখন প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে অইসেন, সেই সময়ে উহারা যাহাতে মিউটিনি করিতে না পারে, তাহার উপায় অবধারণ করিতে থাকেন। ইহাতে লর্ড ডালহাউসির সহিত তাঁহার বিবাদ হয় এবং তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া যান। লর্ড ডালহাউসি সিপাহীদিগকে অবিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং অবিশ্বাসের কথা আর উঠিল না। কিন্তু যখন চারিদিকে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিস্তার হইতে লাগিল। চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন লোক মনে করিতে লাগিল, ইংরেজেরা কি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবে?

লক্ষ লক্ষ লোকের ধারণা হইল, ইংরেজেরা সমস্ত দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিয়া তুলিবে।

অনেকগুলি করদ ও মিত্ররাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত করায় লোকের মনে যে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দিল্লীর বাদসাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গকে দিল্লীর প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া কুতব নামক স্থানে বাসস্থান দিবার কথা পূর্ব্বেই উঠিয়া ছিল, এক্ষণে তাহা স্থির হইয়া গেল। বাদসাহ, প্রিয় মহিষী জিনৎ মহলের পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু সে প্রস্তাব মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী হওয়ায় ইংরেজেরা তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইহাতে মহিষী জিনৎ মহল মর্ম্মাহত হইয়া সর্ব্বত্র ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সাহজাদাগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাণী পারস্য দেশে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবও নানা স্থানে ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে যাহাকে দূত পাঠাইয়াছিলেন, সেই আজিম উল্লা ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রচার করিতে লাগিল, যে ইয়ুরোপে ইংলণ্ডের কিছুই প্রভুত্ব নাই। ভারতবর্ষ লইয়াই ইংরাজ জাতির গৌরব।

এই সময়ে দেশীয় লোকের মনে একটা বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৭।৫৮ খৃঃ অব্দে যখন গণৎকারেরা বৎসরের প্রথম দিনে পাঁজী শুনাইতে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা নূতন বৎসরের ফলাফলের মধ্যে একথাও বলিতে লাগিল, যে পলাসীর যুদ্ধ হইতে এইবার একশত বৎসর হইয়া গেল। কোম্পানির

রাজত্ব আর থাকিবে না। সুতরাং এইবার কোম্পানির রাজ্য ধ্বংস হইবে। লোকে এই সকল কথা শুনিত এবং কতক কতক বিশ্বাসও করিত। এই সময়ে বেবারের সীমাপ্রদেশ হইতে সমস্ত হিন্দুস্থানময় এক প্রকার চাপাটী চালান হইতে লাগিল, চাপাটী চালানটা অনেকে মনে করেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার ঘোষণা পত্র। যাহা হউক প্রজালোক অথবা দেশীয় রাজগণ কেহই বিদ্রোহের প্রথম উদ্যোগী হয়েন নাই। প্রথম গোলযোগ সিপাহীরাই বাধাইয়া তুলে।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের প্রথমেই এলফিণ্ড রাইফল নামক এক প্রকার বন্দুক সিপাহীদিগের ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ড হইতে আনীত হয়। উহার টোটা দাঁত দিয়া কাটিতে হইত। সিপাহী-দের মনে সংস্কার হইল, এই টোটায় গোরু ও শূয়ারের চর্ব্বি দেওয়া আছে। তাহারা এই কথা লইযা গোলযোগ করায় লর্ড ক্যানিং এই টোটা রসায়ন শাস্ত্রবেত্তাগণের দ্বারা পরীক্ষা করান এবং তাঁহারা উহাতে চর্ব্বি নাই বলিয়া প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিং এ বিষয়ে এত সাবধান হইবার চেষ্টা করায় সিপাহীদিগের আরও ভয় হয়। তাহারা রাত্রে মিলিয়া পরামর্শ করিতে থাকে।

কলিকাতার নিকটে বারাকপুরের সিপাহীরাই প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়। বহরমপুরের ও রাণীগঞ্জের সিপাহীদিগকেও তাহারা অসন্তুষ্ট করিয়া তুলে। বহরমপুরের সিপাহীরা প্যারেড করিবার সময় সেনা-পতির আদেশ অগ্রাহ্য করে। এই জন্য কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য কলি-কাতায় উপস্থিত হইবামাত্র উহাদিগকে বারাকপুরে আনান হয় ও তথায় অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া উহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। উহারা দেশে যাইবার সময় সর্ব্বত্রই ইংরেজদিগের নিন্দা করিতে

করিতে চলিয়া যায় ও নানারূপে অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করে, এবং বলে যে ইংরেজেরা কূপ ও পুষ্করিণীর জলে ঘৃত ও ময়দায়, গোরু ও শূয়ারের চর্ব্বি ও রক্ত লাগাইয়া দিতেছে; চিনিতে হাড়ের গুড়া দিতেছে ও লবণে রক্ত দিতেছে। মোগল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী, সেনাপতির কথা না শুনিয়া দুইজন ইংরেজ সেনানায়ককে আঘাত করে এবং আপনার রেজিমেণ্টের লোকজনকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে বলে। কিন্তু বিচারে তাহার ফাঁসী হয়।

বহরমপুর ও বারাকপুরের সিপাহীদিগের কার্য্যবিবরণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পৌছিলে সেখানকার সিপাহীরাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে সাহেবদিগের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিত। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না। মীরটে টোটা কাটিতে অস্বীকার করায় ৮৫ জন সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়ার হুকুম হয়। সিপাহীরা ইহাতে একেবারে ক্ষেপিয়া যায় এবং মিউটিনি করিয়া আপনাদিগের ইংরেজসেনাপতিগণকে সংহার করিয়া জেলখানা ভাঙ্গিয়া দেয়। জেলের কয়েদীদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহারা এক রাত্রে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দিল্লীর বাদসাহকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। এই সময়ে মীরটে যে ইংরেজ সৈন্য ছিল, তাহা লইয়া সিপাহীদিগকে অনায়াসে দমন করা যাইত, কিন্তু কার্য্য এতই হঠাৎ হইয়া গেল, যে কেহই বুঝিতে পারিল না, কোথা হইতে কি হইল। মীরটওয়ালাদিগের দেখাদেখি দিল্লীর সিপাহীরা মিউটিনি করিল। ইংরেজসেনাপতিদিগকে বিনাশ করিল। দিল্লীর অধিবাসীগণ তাহাদের সহিত যোগ দিল। কয়েকজনমাত্র

ইংরেজ অতুলপরাক্রমে বারুদখানা ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা করা যায় না, তখন বারুদখানায় আগুন দিয়া সমস্ত পুড়াইয়া দিলেন।

বিশেষ অনুসন্ধানে ইংরেজেরা পরে অবগত হইয়াছেন যে সিপাহীরা ৩০শে মে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ করিয়াছিল। ঐ দিবসে পেশেয়ার হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেশনের সিপাহীরা মিউটিনি করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মীরট-ওয়ালারা ২০ দিন আগে বিদ্রোহী হওয়ায় উহাদিগের কুমন্ত্রণা কার্য্যকর হয় নাই। ফিরোজপুরে ইংরেজদিগের বারুদখানা ছিল, সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। অনেক ক্ষতি করিল ও দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। লাহোর, অমৃতসর, পেশোয়ার, জলন্দর, ফিলোর, ও মর্দ্দান প্রভৃতি পাঞ্জাব প্রদেশীয় সেনানিবাসে শিখ ও ইংরেজ সৈন্য সিপাহীদিগকে দমনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; ২।১ স্থলে উহারা বিদ্রোহী হইলেও উহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌএ একটীমাত্র রেজি-মেণ্ট বিদ্রোহী হয়। রোহিলখণ্ডে মোরাদাবাদ, বেরিলী, সাহরাণ-পুর, সাজিহনপুর বাদওয়ান ও আলমোরা, হিন্দুস্থানে আলিগড় মৈণপুরী ফতেগড়, রাজপুতনায় নসীরাবাদ ও নিমচের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল; নিজ নিজ ষ্টেশনের ইংরেজদিগকে বধ করিল, খাজানাখানা লুঠ করিল ও দিল্লীতে গিয়া বাদসাহকে সম্রাট বলিয়া সেলাম করিল। বেরিলীর মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া হাফিজ রথমতের বংশজাত খাঁ বাহাদুর খাঁকে নবাব করিল। কানপুরের সিপাহীরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় খাজানাখানা লুঠ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। নানাসাহেব তাহা-

দিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি এত দিন ইংরেজদিগের সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া বহুসংখ্যক নিরপরাধ ইংরেজের প্রাণবিনাশের কারণ হইলেন। নানার লোকে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহা শুনিলে স্বতই লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তিনি সাহেব-দিগকে স্বচ্ছন্দে নৌকা করিয়া এলাহবাদে যাইতে দিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে নৌকায় চড়াইয়া, গুলি করিয়া, প্রায় ২০০ জনের প্রাণনাশ করেন। কেবল ৪ জন মাত্র দৈবগতিকে নানা বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এলাহাবাদে পঁহুছিয়াছিল।

আগরার সিপাহীরা পাছে বিদ্রোহী হইয়া লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর কালবিনের জীবন সংশয় করিয়া তুলে, এই ভয়ে সিন্ধিয়া আপন সৈন্যের এক অংশ তথায় প্রেরণ করেন, কিন্তু উহারাও মিউটিনি করে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই তত্রত্য বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যোগ দিয়া আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং ৭০ জন ইংরেজের প্রাণসংহার করেন। ঝান্সীস্থ ইংরাজ একটীও রক্ষা পায় নাই; বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে নওগাঁ বাঁদা, ফতেপুর, ছত্রপুর হামীরপুর ও জালোনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং দিল্লী আসিয়া বাদসাহের সহিত মিলিত হয়।

৩০শে মে একদিনে সমস্ত সিপাহী বিদ্রোহী হইলে, বিদ্রোহ নিবারণ ইংরেজদিগের পক্ষে আরও কষ্টকর হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ২০ দিন পূর্ব্বে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায়, পঞ্জাবের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবামাত্র পরাজিত ও নিহত হইতে লাগিল। পেশোয়ার হইতে শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে শান্তিভঙ্গ হইল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নূতন পরাজিত শিখেরা

ইংরেজের প্রাচীন সুহৃদের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। পঞ্জাবের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল, যে তথাকার সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা সারজন লরেন্স সৈন্য পাঠাইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অবরোধ করিতে সমর্থ হইলেন। কাপূরতলা, পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার রাজগণ ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এ প্রথম প্রথম একটু আধটু গোলযোগ থাকিলেও তাহা অল্পেই উপশমিত হইল। হায়দরাবাদের সিপাহীরা বাঙ্গলার সিপাহী, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় ছিল। কিন্তু তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণরেরা ক্রমাগত ইংরেজসৈন্য প্রেরণ করিয়া লর্ড ক্যানিংএর সহায়তা করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য জাহাজে কলিকাতায় আসিত। বোম্বাই সৈন্য মালব ও বুন্দেলখণ্ডে শান্তি স্থাপন করিত। বড় বড় মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ ও জায়গীরদারগণ ইংরেজের স্বপক্ষ ছিল। কেবল সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ মিউটিনি করিয়া তাঁহাকে রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বান্দার রাজা, ফতেগড়ের নবাব, আমেটীর ও বাণপুরের রাজা বিহারের অন্তর্গত জগদীশপুরের জমীদার কুমার সিংহ প্রভৃতি জনকয়েক মাত্র ছোট ছোট জমীদার সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল। যে সকল প্রদেশে বিদ্রোহীরা বড়ই প্রবল হইয়াছিল, তথায়ও প্রজা সাধারণ ইংরেজের পক্ষ ছিল এবং বিদ্রোহীদিগের অমঙ্গল কামনা করিত। লক্ষ্ণৌনগরে ও অযোধ্যায় তালুকদারগণ অনেকে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। ঢাকা ও শ্রীহট্টেও সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গলে পলায়ন করে, এবং তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বলিতে কি সিপাহী

বিদ্রোহ বুন্দেলখণ্ড রোহিলখণ্ড অযোধ্যা ও হিন্দুস্থানেই ঘটিয়াছিল।

ইংরেজেরা যেরূপ দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও আশ্চর্য্যবিজ্ঞান বলে এক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভীষণ গোলযোগ নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজের প্রতাপ বা ইকবাল দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক এক করিয়া সমস্ত প্রদেশের যুদ্ধ বর্ণনা করা দুরূহ। সেজন্য প্রধান প্রধান ঘটনা মাত্র উল্লিখিত হইবে।

১০ই মে মীরটের মিউটিনির কথা শিমলায় পঁহুছিবামাত্র প্রধান সেনাপতি আনসন সাহেব ৩টী ইংরেজ রেজিমেণ্ট লইয়া আম্বালায় আসিরা পঁহুছিলেন এবং তথা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কর্ণালে পঁহুছিয়াই ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। সার হেনেরী বর্ণার্ড তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া ৪ঠা জুন দিল্লী পঁহুছিলেন। সিপাহীদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইল, প্রত্যেক যুদ্ধেই সিপাহীরা পরাজিত হইল। দিল্লীর উত্তর পশ্চিমে একটী ছোট পাহাড় আছে। ইংরেজেরা তাহা অধিকার করিয়া লইলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দিল্লী অধিকার করিবার চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রহিল,কারণ দিল্লী স্বাভাবিকই দুর্গের ন্যায় অতি দুর্গম। তাহাতে আবার মোগলেরা উহার চতুঃপার্শ্বে এরূপ দৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে উহা এক প্রকার অভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৩০,০০০ সিপাহী উহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের খাদ্যসামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণের অভাব নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্বের দ্বার উন্মুক্ত। সে পথে দলে দলে বিদ্রোহী সৈন্য আসিয়া দুর্গরক্ষিগণের দলপুষ্টি করিতেছে। সহসা এরূপ স্থান আক্রমণ করা অত্যন্ত অন্যায়

বিবেচনা করিয়া ইংরেজেরা বড় বড় কামান আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে পাহাড় হইতে তাড়াইবার জন্য সিপাহীরা বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। ৪ঠা জুলাই সার হেনেরি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৪ই আগষ্ট লাহোর হইতে বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইল। ৬ই সেপ্টেম্বর বড় বড় কামান আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭ই দুর্গ আক্রমণ করা হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বর দুর্গ প্রাকারের একস্থান ভগ্ন হইল। ইংরেজগণ ভগ্নদ্বার পথে প্রবেশ করিয়া ৭।৮ দিন ধরিয়া এই বিস্তীর্ণ সহরের গলিতে গলিতে বিদ্রোহী-দিগের সহিত যুদ্ধ করত উহাদিগকে নগর হইতে দূর করিয়া দিলেন। এখনও রাজপ্রাসাদ বাকী রহিল। কিন্তু তাহাও ২।৩ দিনের মধ্যে গৃহীত হইল। রাজপ্রাসাদ ইংরেজ অধিকৃত হইলে দৃষ্ট হইল, যে তথায় একটীও বিদ্রোহী সিপাহী নাই। এইরূপে কলি-কাতা হইতে সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই সারজন লরেন্সের ক্ষিপ্র-কারিতায় ও সারহেনরী বার্ণার্ডের উত্তরাধিকারী উইলসনসাহে-বের বীরত্বে দিল্লী অধিকৃত হইল। বিদ্রোহীদিগের প্রধান ভরসা স্থান তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইল। বাদসাহ বন্দী হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র কতকগুলি সশস্ত্র লোকের সহিত ধৃত হইলেন, এবং সশস্ত্র লোককে ক্ষমা করিতে সেনাপতি উইলসনের নিষেধ থাকায়, সেনাপতি হডসন গুলি করিয়া উহাদিগের প্রাণবধ করি-লেন। ইংরেজহত্যা অপরাধে বাদসাহের বিচার হইল। তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল। এই দণ্ডাজ্ঞা গবর্ণরজেনেরল চির-নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞায় পরিণত করিলেন। বাদসাহ রেঙ্গুন প্রদেশে

তুঙ্গু নামক স্থানে নীত হইলেন। তাঁহার প্রিয় মহিষী জিনৎমহল তাঁহার অদৃষ্টভাগিনী হইলেন।

কানপুরের হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতায় পঁহুছিলে ইংরেজেরা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন নীল সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কানপুরাভিমুখে ধাবিত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। তিনি রেলপথে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া স্থলপথে বারাণসী পঁহুছিলেন। তথায় প্যারেডের সময় শিখেরা বিদ্রোহী হইল। নীল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া এলাহবাদে পঁহুছিছিলেন। বিদ্রোহীরা এলাহাবাদ অবরোধ করিয়াছিল। তাহাদের অবরোধ হইতে দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য চুণারের জন কত ভগ্নশরীর ইংরাজ বই আর কেহ ছিল না। নীল এলাহাবাদ নিরাপদ করিয়া হ্যাবলকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কানপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ফতেগড়ের নিকট প্রথম যুদ্ধে সিপাহীরা এল্‌ফিল্ড রাইফলের গুলি খাইয়াই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ১৫ই জুলাই পাণ্ডুনদীর সেতু লইয়া যুদ্ধ হইল। নানাসাহেব নিজে সিপাহীদিগের নেতা ছিলেন। তথাপি যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইলেন। নানা কানপুরে গিয়াই ইংরেজ বন্দিগণকে বধ করিলেন। ২০০ জন স্ত্রীলোক ও পীড়িত ইংরেজের মৃতদেহে একটী কূপ পরিপূর্ণ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি বন্দীদিগের উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ইংরেজেরা কানপুরে আসিবেন না। কিন্তু এই ঘটনায় দুই একদিনের মধ্যেই ইংরেজেরা কানপুরে হত্যাস্থানে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহারা কানপুর

অধিকার করিয়া বিঠুরে উপস্থিত হইলেন। নানা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা সিপাহী বন্দীদিগের দ্বারা হত্যা-স্থল পরিষ্কার করাইয়া লইলেন এবং সেই কূপের উপর এক শান্তিময় ইঞ্জলের মার্ব্বলময় মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

মিউটিনির প্রথমাবস্থায় লক্ষ্ণৌএ একটী রেজিমেণ্ট নিরস্ত্র করা হয়। কিন্তু তাহার পর লক্ষ্ণৌএর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে আরম্ভ হয়। সীতাপুর, ফয়জাবাদ, ফতেগড়, আজিমগড় প্রভৃতি স্থানে মিউটিনি হইতে লাগিল। সার হেনেরী লরেন্স খুব সাবধানে রহিলেন। লক্ষ্ণৌএর তিনটী রেজিমেণ্ট মিউটিনি করিল। কিন্তু ৪ঠা জুলাই সার হেনেরী বিদ্রোহীদিগের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌএর রেসিডেন্সি আক্রমণ করিতে লাগিল। ইংরেজেরা অতি সাবধানে ও অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কানপুর অধিকারের পর হ্যাবলক দুইবার লক্ষ্ণৌএর সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। কিন্তু দুইবারই পথ হইতে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। প্রথমবারে উনাওএর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়; দ্বিতীয়বার বুসারতগঞ্জে উহাদের আবার পরাজয় হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মেজর আউটরাম কতকগুলি সৈন্য লইয়া কানপুরে উপস্থিত হওয়ায়, হ্যাবলক, নীল ও আউটরাম লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর নীল নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দুই মাইল সঙ্কীর্ণ পথে যাইতে হইল। চারিদিকের উচ্চ অট্টালিকা হইতে শত্রুগণ গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে, একটী গুলি লাগিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য-

রেসিডেন্সিতে পৌঁছিল। দুইদলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। লক্ষ্ণৌএর কতক উদ্ধার হইল। কার্য্যতঃ লক্ষ্ণৌএর বন্দিসংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইল মাত্র। মেজর আউটরাম লক্ষ্ণৌএর সেনাপতি হইলেন। তিনি প্রভূত শৌর্য্যবলে রেসিডেন্সি রক্ষা করিতে লাগিলেন। নবেম্বর মাসে প্রধান সেনাপতি সার কলিন কাম্পবেল আউটরামের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম সেকন্দ্রাবাদ পরে সা নজফ ও তৎপরে ছত্র-মঞ্জীল অধিকৃত হইল। পরে সার কলিন এমনি কৌশলে রেসিডেন্সি হইতে ইংরেজদিগকে সরাইয়া দিলেন, যে, বিদ্রোহীরা তাহা টের পাইল না। তিনি এই সকল লোকের কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী দিলখুসা নামক স্থানে আউটরামকে ১০০০ সৈন্য সহিত রাখিয়া কানপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে দূরে কামানের কর্ণ-কুহর-বিদীর্ণকারী শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিনি দ্রুতপদে কানপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সিন্ধিয়ার সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া কানপুরস্থ সেনাপতি উইণ্ডহাম সাহেবকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রায় দেড়মাস লক্ষ্ণৌএ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। ১২ই জানুয়ারি ৩০,০০০ বিদ্রোহী আলমবাগে মেজর আউট-রামকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। ৬ই তারিখে আবার আক্রমণ করে। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল, প্রথমে লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়া পরে অন্যত্র যুদ্ধ করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল অন্যরূপ বন্দোবস্ত করায় তাঁহাকে দুই মাস অপেক্ষা করিতে হয়। তিনি মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

মার্চ্চ মাসে গবর্ণর জেনেরল এলাহাবাদে গেলেন। সার কলিন ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া লক্ষ্ণৌ প্রস্থান করিলেন। ৬ই মার্চ্চ আউটরাম সাহেব গোমতী পার হইয়া দুই পার্শ্বের দুইটী সেতু অধিকার করিয়া লইলেন। নগরের উত্তর দিক শত্রুশূন্য হইল। ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া বাড়ী অধিকার হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড নগর সুদৃঢ় অট্টালিকা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক অট্টালিকাই সুদৃঢ় দুর্গরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বারম্বার ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা ক্রমেই হঠিতে লাগিল। বেগম কুঠী, ইমামবাড়ী, কেসরবাগ, মুচিবাগ অধিকৃত হইয়া গেল। লক্ষ্ণৌ শত্রুশূন্য হইল। ফয়জাবাদের মৌলবী ও বেগম সাহেবা হজরৎমহলে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইয়া গেল। এইরূপে কানপুর প্রথমে, পরে দিল্লী ও তৎপরে লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইল।

কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইল মাত্র। পূর্ব্ব হইতেই উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণকারী সৈন্য-দল প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে লাগিল ও যেখানে বিদ্রোহীরা মিলিত হইতেছে শুনিতে পাইল, সেইখানে গিয়াই তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিল। এই সকল ভ্রমণকারী সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধের বিস্তর উপকার হইয়াছিল।

বেরিলী এক্ষণে বিদ্রোহীদিগের প্রধান আড্ডা হইল। দিল্লীর সাহজাদা ফিরোজ, অযোধ্যার বেগম, নানাসাহেব প্রভৃতি সকলেই তথায় সমবেত হইলেন। প্রধান সেনাপতি, লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিয়া, তিনদল সৈন্য তিনপথে বেরিলীতে পাঠাইয়াছিলেন। শির্ষায় যুদ্ধে

বেরিলী যাইবার পথ পরিষ্কার হইল। সার কলিন সাহাজানপুরের দিক হইতে, ও জোন্স সাহেব তাহার বিপরীত দিক হইতে, বেরিলী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ছিল, যে কেহই না পলায়ন করিতে পারে। নগর সহজেই অধিকৃত হইল। কিন্তু দলপতিগণ সকলেই পলায়ন করিল। তখন সার কলিন, ডগলস সাহেবকে বিহারাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তথায় কুমারসিংহ এখনও অনেক উৎপাত করিতেছিল। ডগলসের দল, বিহার ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। কুমার সিংহ নিধনপ্রাপ্ত হইল।

হিন্দুস্থানের ঘটনা, বিবৃত হইল। কিন্তু মধ্যভারতে ও বুন্দেল খণ্ডেও ইংরেজদিগকে প্রভূত চেষ্টা করিয়া শান্তিস্থাপন করিতে হইয়াছিল। বোম্বাইএর সেনাপতি সার হিউ রোজ জানুয়ারি মাসে সাগর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত হায়দরাবাদের সহকারী সৈন্য ছিল। তাঁহাকে অনেক পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। মোগল সম্রাটেরা যে দেশ কখন অধিকার করিতে পারেন নাই। সার হিউ তাহা তিন চারি মাসে অধিকার করিয়া লইলেন। সাগর অধিকার করিয়া সার হিউ ঝান্সী যাত্রা করিলেন। তথায় রাণী লক্ষ্মীবাই মিউটিনির প্রথম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭।৮ মাস নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিলেন। সার হিউ ১৭ই মার্চ্চ চন্দেরী অধিকার করিয়া, ২৩শে ঝান্সী অবরোধ করিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই বাণপুরের রাজা ও তাঁতিয়া তোপী ২০০০০ সৈন্য লইয়া ঝান্সীর সাহায্যার্থ বেতোয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সার হিউ অমনি রাত্রের মধ্যেই বেতোয়া

হইতে ঝান্সীর পথে ১২০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই ১২০০ লোকেই পরদিন প্রাতে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। রাণী সাহায্যের আশায় বঞ্চিত হইলেন। ৩রা এপ্রেল ঝান্সী অধিকৃত হইল। রাণী কতকগুলি অশ্বসৈন্যের সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। সার হিউ রোজ সৈন্যগণকে ঝান্সাতে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিতে দিলেন। কিন্তু তাহাদের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

সিন্ধিয়ার সৈন্যের মধ্যে প্রথম হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। সিন্ধিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নবেম্বর মাসে তাহারা তাঁতিয়া তোপী (রায়) নামক মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণের অধীনে বিদ্রোহী হয় ও কানপুরে নানাসাহেব ও বালাসাহেবের সহিত মিলিত হয়। ইহারা উইণ্ডহাম সাহেবকে কি প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সার কলিন দ্রুতপদে কানপুর আসিয়া ৬ই ডিসেম্বর তাঁতিয়াকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত করত তাহাকে অনেক দূরে তাড়াইয়া দেন। বিঠুর পুনরধিকৃত হয়। সার কলিন অযোধ্যায় ও রোহিলখণ্ডে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাতিয়া ঝান্সার রাণীর সহিত যোগ দিবার জন্য আসিয়া বেতোয়ায় পরাজিত হইলেন। ঝান্সী হারাইয়া রাণী তাতিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। কুঞ্চ ও কাল্পী নামক স্থানের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পুনরায় পরাজিত হয়। তাহাদের সমস্ত তোপখানা ইংরেজের হস্তগত হয়। কাল্পীতে বিদ্রোহীদিগের যে আড্ডা হইয়াছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়।

তাঁতিয়া পরাজিত হইয়া গোপনে গোয়ালিয়র গমন করেন

এবং তথায় বিদ্রোহীরা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। মহারাজ ও তাঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও প্রথমে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পান, এবং কতকপরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ক্রমে সাহস পাইয়া, ইংরেজ পক্ষ হইতে সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই, বিদ্রোহীদিগকে বড়গাঁএ আক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া আগরায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

গোয়ালিয়র অধিকা৭ করিয়া বিদ্রোহীদের বিলক্ষণ দল পুষ্টি হইল। তাহারা নানাসাহেবকে “পেশোয়া” বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। গোয়ালিয়রের তোপখানা উহাদের হস্তগত হইল। এই সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সার হিউ দ্রুতপদে কাল্পী হইতে গোয়ালিয়রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগরা হইতে একদল সৈন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইল। মোরার নামক স্থানের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। গোয়ালিয়র অধিকার করিবার জন্য যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহারই একটীতে ঝান্সীর রাণীর মৃত্যু হয়। ১৮ই জুন গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল। বিদ্রোহীরা হঠিয়া গেল। সিন্ধিয়া আবার আসিয়া আপন রাজধানী অধিকার করিলেন।

তাঁতিয়া পরাজিত হইলেও কেহ তাহাকে শীঘ্র ধরিতে পারিল না। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া কখন রাজপুতানায় কখন মালবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার দক্ষিণে যাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু শেষ তাহারই একজন কর্ম্মচারী মানসিংহ তাহাকে ধরাইয়া দিল। ১৮৫৯ সালের এপ্রেল মাস।

অযোধ্যায় আমেটীর রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিল। নানা,

বালাসাহেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু সার কলিন কাম্বেল, এক্ষণে লর্ড ক্লাইড, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যার জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। তাহারা পলাইয়া নেপালে যাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর মিউটিনির সময় ইংরেজদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অযোধ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং নেপালে আশ্রয় না পাইয়া বিদ্রোহীরা তরাইএর জঙ্গলে প্রাণ হারাইল।

মিউটিনি শেষ হইয়া গেল। ভারতবর্ষে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। যে সকল যুদ্ধব্যবসায়ী লোকে চিরদিন ভারতবর্ষের অশান্তি উৎপাদন করিত, তাহাদের সমূলে বিনাশ হইল। ইংরেজেরা সমস্ত প্রজাগণকে ক্ষমা করিলেন। কেবল যাহারা ইংরেজ হত্যা করিয়াছিল, তাহারা নিস্তার পাইল না। যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, ইংরেজেরা তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। কাহাকেও উপাধি দিলেন, কাহাকেও জায়গীর দিলেন। কাহাকেও বৃত্তি দিলেন। কলিকাতাস্থ ইংরেজেরা লর্ড ক্যানিংকে মিউটিনিয়রদিগকে নানাবিধ প্রকার কঠিন শাস্তি দিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন। কিন্তু ক্যানিং যাহা আবশ্যক তদপেক্ষা নিষ্ঠুরতা করা অন্যায়বোধে কখন সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। এজন্য অনেক ইংরেজ ক্লেমেন্সি ক্যানিং, বা দয়াময় ক্যানিং বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিত। মিউটিনি শেষ হওয়ার পর লর্ড ক্যানিংএর অধিকাংশ সময়ই পুরস্কার প্রদানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অযোধ্যায় তালুকদারদিগের মধ্যে ছয়জন হিতকারী ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলের তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া লন, এবং ত্রিশ বৎসরের জন্য উহার বন্দোবস্ত করেন।

নবম অধ্যায়।

কানপুরের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে তথায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিরূপে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শত্রুকুলের হস্ত হইতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজদিগকে রক্ষা করা যায়, তজ্জন্য সমস্ত ইংলণ্ডবাসী একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন দিল্লী ও কানপুর অধিকারের সংবাদ পঁহুছিল, তখন সকলে কেন এরূপ দুর্ঘটনা হইল এবং কিসে এরূপ দুর্ঘটনা আর না হইতে পারে তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল। এই আন্দোলনের ফল হইল এই যে মহারাণী স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। কোম্পানির অধিকার শেষ হইয়া গেল। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষে কোম্পানির গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। এক্ষণে তিনি মহারাণীর প্রতিনিধি হইলেন। বোর্ড অব ডিরেক্টর, বোর্ড অব কণ্ট্রোল উঠিয়া গেল। একজন সেক্রেটরী অব ষ্টেট ভারত শাসনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণীর এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারতশাসনের জন্য দায়ী হইলেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত প্রত্যাগত পনর জন প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক একটী সভা স্থাপিত হইল। রাজপ্রতিনিধি এই সভা ও সেক্রেটরী অব ষ্টেটের নিকট ভারতশাসনের জন্য দায়ী হইলেন। ১৮৫৮।

ভারতবর্ষে মহারাণী এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাপত্রে প্রজাপুঞ্জকে নানা বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করা হইল। এই ঘোষণাপত্রেই ভারতবর্ষে সুশাসনের মূল ভিত্তি স্থাপিত

হইল। এই সময়েই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩ জন দেশীয় মেম্বর গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। সুতরাং এই সময় হইতেই দেশীয়গণের মতামত লইয়া ব্যবস্থাপনের বন্দোবস্ত করা হইল। দেশীয় গণৎকারেরা যে বলিয়াছিল, পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসরের পর আর কোম্পানির রাজত্ব থাকিবে না। তাহাদের যে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়া গেল। পুরাতন সুপ্রীমকোর্ট, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। দেশের শান্তি বিধানের জন্য এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থিরচেতা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভিন্ন এই ভীষণ গোলযোগের সময় আর কেহ, ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

লর্ড এলগীন ১৮৬১। লর্ড লরেন্স ১৮৬৪-১৮৬৯।

লর্ড ক্যানিংএর পর লর্ড এলগিন ভারতবর্ষে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই পঞ্জাব অঞ্চলে ধর্ম্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজের গবর্ণর সার উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিনের জন্য রাজপ্রতিনিধি হন। তৎপরে সার জন লরেন্স স্থায়ীরূপে গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইনিই মিউটিনির সময় পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা থাকিয়া তথায় শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ও তৎপ্রদেশের অবস্থা তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। ইহাঁকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে এই সময়ে পঞ্জাব প্রান্তবর্ত্তী সিতানা নামক স্থানের মুসলমানেরা অত্যন্ত

উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল ও অনেক ভারতবর্ষীয় মুসলমান উহাদের সাহায্য করিতেছিল। তিনি সহজে উহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন এই আশ্বাসে উঁহাকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। ইনিও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই সিতানার পার্ব্বতীয়-দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। ইঁহার আদেশক্রমে প্রধান সেনাপতি সার্‌হিউরোজ সিতানার পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগকে দমন করেন। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি ও লোক নাশ হইয়াছিল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে ভূটানের দেবরাজের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম সন্ধি হয়। তাহার পর ভূটানে অনেক রাজপরিবর্ত্তন ঘটে। ধর্ম্মরাজা ভূটানের রাজা। তিনি ধর্ম্ম ও শাসন সকল কার্য্যেরই কর্ত্তা। কিন্তু তিনি শাসন কার্য্যের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ইঁহার নাম দেবরাজ। একজন ধর্ম্মরাজা মরিলে কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত একটী বালককে ধর্ম্মরাজা বলিয়া অভিষেক করা হয়। দেবরাজও এইরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তখন সমস্ত রাজ ক্ষমতা টংস্যো পেন্‌লো ও পেরো পেন্‌লো নামক দুইজন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার হস্তগত হইয়াছিল। টংস্যো ইংরেজের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হওয়ায় যাহাকে ইচ্ছা ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজ নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ে ভূটানীরা আসামের দুয়ার গুলি দাওয়া করিয়া বইসে। দুয়ার বলিতে গেলে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সমতল ভূমিতে আসিবার ঘাটা গুলিকে বুঝায়। আসাম অধিকারের সময় এই দুয়ার গুলি ইংরেজের অধিকারে আইসে। ইংরেজেরা ঐ দুয়ার অধিকার

করায় ভূটানীদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তৎপূরণার্থ তাঁহারা তাঁহাদিগকে কিছু টাকা দিতেন। ক্রমে নানা কারণে বাঙ্গালার দুয়ার গুলিও ইংরেজের অধিকারে আইসে এবং তাহারও জন্য ইংরেজেরা ভূটানীদের টাকা দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু ভূটানীরা তথাপি উৎপাত করিত, ইংরেজরাজ্য লুঠ করিত ও লোক জন ধরিয়া লইয়া যাইত। এইজন্য ১৮৬৩ সালে ইংরেজেরা সার আসলি ইডেন সাহেবকে দূত স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাসিস্দনে পাঠান। টংস্নো পেন্‌লো তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করে। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। এইযুদ্ধে দেওয়ানগিরি ও ডালিম কোট নামক দুর্গ ইংরেজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ইংরেজেরা ভূটানীদের সঙ্গে সন্ধি করেন। তদবধি ভূটানীরা আর দৌরাত্ম্য করে নাই।

লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষস্থ ইংরেজ সৈন্য সমূহের স্বাস্থ্য নীতিশিক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহার সময় কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ খাল কাটার বন্দোবস্ত হয়। রেল-ওয়ে বিস্তারের বন্দোবস্ত হয়।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-১৮৭২।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৬৩ অব্দে আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কাবুলে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। প্রথম আফজুল খাঁ রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে সেয়ার আলি কাবুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স এই গৃহ বিবাদে একেবারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড মেয়োও কাবু-

লের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তিনি আমীর সেয়ার আলিকে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আমীরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া, তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় শান্তি স্থাপন করিলেন। লর্ড মেয়োর রাজত্বকালে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের অদৃষ্টে বহুকাল রাজদর্শন ঘটে নাই। ইংরেজের রাজত্ব হইয়া অবধি তাহারা রাজা দেখিতে পায় নাই। সুতরাং রাজদর্শনে তাহারা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিল এবং রাজপুত্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ বিবিধ প্রকার আয়োজন করিয়াছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়ো আণ্ডামান দ্বীপ পরিদর্শন করিতে গিয়া একজন মুসলমান কয়েদীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজের গবর্ণর নেপিয়ার সাহেব কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন।

লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-১৮৭৬।

লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। সে সময়ে সারজর্জ্জ কাম্বেল বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গদেশীয় কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক সার জর্জ্জের অনেক কার্য্য মঞ্জুর করেন নাই। তাঁহার সময়ে বেহার দেশে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। মধ্য প্রদেশের সুযোগ্য শাসন কর্ত্তা সার রিচার্ড টেম্পলের উপর এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার দেওয়া হয়। তিনি এমন দক্ষতার সহিত এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন যে

অনেকে বলিত দুর্ভিক্ষ হয়ই নাই। যাহা হউক সার রিচার্ড এই দুরূহ কার্য্য করার পুরস্কার স্বরূপ বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী প্রাপ্ত হন।

লর্ড নর্থব্রুকের সময় বরোদার গাইকোয়াড় পানীয় দ্রব্যের সহিত হীরকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রাণ নাশ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। লর্ড নর্থব্রুক এই অভিযোগের বিচারার্থ একটী কমিসন নিযুক্ত করেন। উহাতে তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। রাজগণ গাইকোয়াড়কে নির্দ্দোষ ও ইংরেজেরা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের সহিত একমত হওয়ায় গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করা হয় ও ঐ বংশীয় আর একজনকে গাইকোয়াড় নিযুক্ত করা হয়।

ইঁহারই রাজত্ব কালে, ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে, মহারাণীর প্রথম পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল সেরূপ ভারতবর্ষে আর কখন হয় নাই।

লর্ড লিটন ১৮৭৬-১৮৮০।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটন রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েন। ইনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ লেখকের পুত্র এবং নিজেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞী এই উপাধি গ্রহণ করেন। এতদিন তিনি ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজগণের সমান ছিলেন। উহারা তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন মাত্র।

সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করায় উনি যে সর্ব্বোপরি এইটী প্রকাশ্যরূপে জ্ঞাপন করা হইল।

এই সালেই মান্দ্রাজে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু সার রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার না পড়ায় এবার বিস্তর লোক নাশ হয়। ভারতে এরূপ দুর্ভিক্ষ প্রায় দৃষ্ট হয় নাই।

লর্ড লিটনের সময় কাবুলের সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। কাবুলরাজ সেযার আলি রুসিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত ছিলেন। ইংরেজ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাবুলে দূতপ্রেরণের প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহাদের দূত সার নেবিল চেম্বারলেন সাহেবকে আলিমসজিদের গবর্ণর অবমান করে। ইহাই যুদ্ধের কারণ। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিয়ারআলি কাবুল ত্যাগ করিয়া মাদারি সরিফা নামক স্থানে পলাইয়া যান ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজেরা দোস্ত মহম্মদের অপর পুত্র ইয়াকুব খাঁকে কাবুলের আমীর করিয়াদেন। ইয়াকুব বহুকাল ইংরেজের অতিথি রূপে মুসুরীতে বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রাজা হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজের বশীভূত রহিলেন। কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাকে ভাল বাসিত না। ইংরেজ সৈন্য কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সার লুই কাভনাগিরি তথায় ইংরেজের দূতরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাবুলীরা ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া সার লুইএর প্রাণ নাশকরে। ইয়াকুব্ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেন ও ইংরেজেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষে স্থান প্রদান করেন, তৃতীয়বার কাবুলের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আয়ুব খাঁ নামক দোস্ত মহম্মদের একজন বংশধর মেইমানা

নামক স্থানে ইংরেজের বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবিনাশ করেন, কিন্তু সেনাপতি রবার্টস সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা গুণে কান্দাহারের নিকট পরাজিত আয়ুব পারস্য দেশে পলায়ন করেন। ইংরেজেরা কাবুল পুনরধিকার করিয়া তথায় আবদুল রহমনকে আমীর করিয়া দেন। ইনি আফজুল খাঁর পুত্র; বহুকাল রুসিয়া শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু ইনি দেশের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় ও ইংরেজের স্বত্বাদি বজায় রাখিব প্রতিজ্ঞা করায়, ইংরেজেরা ইহাঁকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

লর্ড রিপন।

তৃতীয় কাবুল যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড লিটন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তাঁহার পর সুপ্রসিদ্ধ লর্ড রিপন গবর্ণর জেনেরল হন। তিনিই কাবুলের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ সমাধা করিয়া দেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পর তাঁহার ন্যায় সদাশয় ন্যায়-পরায়ণ গবর্ণর আর ভারতবর্ষে আইসেন নাই। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদ পত্র সমূহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া দেশের যে অমঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, লর্ড রিপন তাহার প্রতিবিধান করিয়া দেশের অতীব মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের স্থানীয় কার্য্য সমূহের ভার স্থানীয় সভার উপর সমর্পণ করিয়া দেশের লোক যাহাতে দেশশাসন করিতে ও পাঁচ জনে মিলিয়া কার্য্য করিতে শিখে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশীয় মাজিষ্ট্রেটগণের হস্তে ইয়ুরোপীয় অপ-রাধীগণের বিচারের ভার অর্পণ করিবার চেষ্টা করায় ইয়ুরোপীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত

করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সময় প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক আইন পাস হয়। প্রজা ও জমীদার উভয়েরই মঙ্গল হয় আইনের এই অভিপ্রায়। ইনি ভারতবর্ষবাসিগণের অত্যন্ত ভক্তিপাত্র হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইহার শাসন কাল শেষ হইয়া যায় ও লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন।

লর্ড ডফ্‌রিণ।

ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াই রাওলপিণ্ডী নামক স্থানে মহা দরবার করিয়া কাবুলের আমীরকে অভ্যর্থনা করেন। কাবুল রাজের সহিত ইহাতে ইংরেজের সখ্যতা বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে আফগানদিগের সহিত রুসের সীমা লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে সার পীটর লমস্‌ডেন এই সীমা নির্দ্ধারণার্থ প্রেরিত হয়েন। কিন্তু কয়েক জন ইংরাজ সৈনিকের অবিমৃশ্যকারিতায় রুসের সহিত ইংরেজের মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয়। রুসের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সময়ে দেশীয় রাজগণ সকলেই যথাসাধ্য, ইংরেজ রাজ পুরুষগণের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্তু লর্ড ডফরিণ দক্ষতা সহকারে এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের যুদ্ধের পর অর্দ্ধেকেরও অধিক রাজ্য হারাইয়া বর্ম্মারাজের চৈতন্য হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা ইতালীয় ও ফরাসীসদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেন। নিজের দেশে শান্তি-রক্ষা করিতে পারিতেন না। ডাকাইতে দেশ পূরিয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণকে কেহ উৎপীড়ন করিলে রাজা তাহার প্রতি-

বিধান করিতে পারিতেন না। বোম্বে বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানির ইহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। কোম্পানি রাজার নিকট সাহায্য না পাইয়া লর্ড ডফরিণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। লর্ড ডফরিণ দুত প্রেরণ করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বর্ম্মারাজ থীব যুদ্ধই করেন নাই। ইংরেজ রণতরী অনায়াসে মান্দালে উপস্থিত হইয়া রাজধানী অধিকার করে ও রাজাকে বন্দী করিয়া আনে। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশ্য ঘোষণা পত্রের দ্বারা বর্ম্মা ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

পাছে বর্ম্মা সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে দেশীয় রাজগণের মনে কোন রূপ আশঙ্কার উদয় হয়, এই জন্য লর্ড ডফরিণ বহুকাল অধিকৃত গোয়ালিয়ার দুর্গ মহারাজা সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। এই দুর্গ মহারাজার রাজধানীর অতি নিকট। ইহা ইংরেজাধিকৃত থাকায় মহারাজ সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। সুতরাং এই কার্য্য দ্বারা যে মহারাজের আনন্দবর্দ্ধন করা হইল তাহা নহে। দেশীয় রাজ-গণকে ইঙ্গিতে বলিয়া দেওয়া হইল যে, বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহারই করিনা কেন, দেশীয় রাজগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে সদ্ভাব সংস্থাপন করিব।

এই সময়ে দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যাহাতে উচ্চতর রাজকার্য্য প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয়। লর্ড ডফরিণের পরামর্শ মতে পবলিক সার্ব্বিস কমিসন নামে একটী কমিসন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অনেক উচ্চতর রাজ কার্য্যে দেশীয় কৃতবিদ্যগণ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হয়।

সুতরাং ঐ বৎসরে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে মহাসমারোহ হইয়া মহারাণীর দীর্ঘায়ুকামনা করা হয়। ১৮৮৮ অব্দে ডফরিণের শাসনকাল সম্পূর্ণ হয়।

লর্ড লাণ্ডসডাউন।

ঐ অব্দে লর্ড লাণ্ডস্‌ডাউন রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে মণিপুরের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ পাঁচজন প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করায় মণিপুরের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজবংশ নির্ব্বাসিত হয় ও টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়। মণিপুরের রাজবংশের দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি একটী নাবালককে রাজা করিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীর হস্তে মণিপুরের শাসনভার অর্পণ করা হইয়াছে। জুরির বিচার উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া উহা রাখিয়া দেন। ১৮৯৪ অব্দের প্রথমেই লর্ড লাণ্ডসডাউন ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন। এক্ষণে যিনি ভারত সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় তাঁহার নাম লর্ড এলগিন। ইঁহারই পিতা ১৮৬৩ অব্দে ধর্ম্মশালায় প্রাণত্যাগ করেন। ইনি অতি পরিশ্রমী ও সুবিবেচক। পরমেশ্বর ইঁহাকে ও মহারাণীকে দীর্ঘজীবী করুন।